উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮০,১১৬.৪৯ (+৫২০.৯০)

নিফটি : ২৪,৩২৮.৯৫ (+১৬১.৭০)

পাশে ট্রাম্প, পুতিন

পহলগামের ঘটনায় ভারত আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। » ৮

» ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

জনপ্রতিনিধিদের ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর » ৭

১০ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 24 April 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 334

ভিন্ন চেহারা দেখল উপত্যকা। মসজিদের মাইক থেকে প্রতিবাদের আহ্বান জানানো হল। ৩৫ বছর পর এই প্রথম বনধে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা রাজ্য। তারমধ্যেই জঙ্গি তৎপরতা ঠেকাতে কুলগামে নতুন করে গুলির লড়াই শুরু করেছে সেনাবাহিনী।

কফিন কান্না কাশ্মীর

জলজ্যান্ত মানুষটা আর নেই

কিশোর চৌধুরী
(পর্যটক, মালদার বাসিন্দা)

সকালে যে লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখলাম পরিবার নিয়ে হাসিখুশিভাবে ঘুরতে যাচ্ছেন, সন্ধ্যায় শুনলাম সেই মানুষটা আর নেই। শ্রীনগরে আমরা যে হোটেলটায় উঠেছি, ওঁরা সেখানেই উঠেছিলেন। কিন্তু এমন হবে কে জানত!

পরিবার নিয়ে এসেছি। আমরা মোট ৬ জন রয়েছি। সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল। গতকাল আমরা সোনমার্গে ঘুরতে যাই। আমরা যখন ওখানে ঘুরছিলাম, আনন্দ করছিলাম, তখন যে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তা বুঝতেই পারিনি। হোটেলে ফিরেও সব স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। তবে সন্ধ্যা নামতেই আবহাওয়াটা বদলে যেতে থাকে। আশপাশের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়।

হঠাৎ শুনি আমাদের হোটেলেরই একজন নাকি পহলগামে মারা গিয়েছেন। সন্ধ্যায় হোটেলের রিসেপশন থেকে ঘটনার কিছুটা জানতে পারি। যে ভদ্রলোক জঙ্গিদের গুলিতে মারা গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে অবশ্য আমার পরিচয় ছিল না। এক হোটেলে থাকার সুবাদে দেখেছিলাম মাত্র। গতকাল সকালে ওঁকেই পরিবার নিয়ে বেরোতে দেখেছিলাম। সন্ধ্যায় সব শেষ! ওঁর পরিবারের বাকি সদস্যরা যে অবস্থায় হোটেলে ফিরেছিলেন, তখন কারও সঙ্গে কথা বলার পরিস্থিতি ছিল না। সকলেই একটা ট্রমার মধ্যে ছিলেন। আতঙ্ক ওঁদের সকলকেই গ্রাস করেছিল। আতঙ্কে যেন কান্নাও থেমে গিয়েছিল। ওই পরিবারটার দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

আমাদের হোটেলটা ডাল লেক থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে। মালদার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ভেবেছিলাম, ডাল লেকটা ঘুরব। শিকারায় উঠব। কিন্তু গতকালের ঘটনার পর ঘুরতে যাওয়ার কথা এখন কল্পনাও করতে পারছি না।

আজ পহলগামে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সব বাতিল করে দিয়েছি। ফ্লাইটের টিকিটটা রিশিডিউল করছি। এজেন্ট বলছে, কোনও চার্জটার্জ নেবে না। রিশিডিউল করে দেবে। শুক্রবার যাওয়ার টিকিটটা কনফার্ম হলে ভালো। কী থেকে যে কী হয়ে গেল! এখন দেখি কী হয়!

ঘটনার পর থেকেই এখানকার রাস্তাঘাট শুনসান হয়ে যায়। শ্রীনগরে আজও সব বন্ধ। দোকানপাট সবকিছুই বন্ধ। সকলেই এখন হোটেলবন্দি। এখানে এমনিতেই রাস্তায় প্রচুর নিরাপত্তাবাহিনী থাকে। এখন তো আরও কড়াকড়ি দেখছি।

এরপর দশের পাতায়

মিশে যায় কান্না, মিশে যায় ধর্ম। নৌসেনা লেফটেন্যান্ট বিনয় নরওয়ালের কফিনবন্দি দেহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্ত্রী। নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে (উপরে)। আদিল হুসেনের শেষকৃত্যে অনন্তনাগের পড়শিরা। বুধবার।

শ্রীনগরের রাস্তায় আতঙ্কের পরিবেশ

কাশ্মীরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : বুধবার ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৮টা। অন্যান্য দিন এসময় ভূস্বর্গের রাজধানী শ্রীনগরের সমস্ত দোকানপাট খুলে যায়। পর্যটকরা সকাল থেকে ভিড় করেন। কিন্তু এদিনের সেই চেনা চিত্রটাই বদলে গিয়েছে গোটা উপত্যকাজুড়ে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। প্রশস্ত রাস্তাগুলিও খাঁখাঁ করছে। বিগত দু'দশকে বনধের এমন চিত্র দেখেননি উপত্যকাবাসী।

মঙ্গলবার জঙ্গি হামলায় ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় এদিন শ্রীনগর সহ গোটা জম্মু-কাশ্মীরে স্বতঃস্ফূর্ত বনধ পালিত হয়। জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেড ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন সংগঠন ওই বনধের ডাক দিয়েছে। গুলমার্গ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত গোটা রাস্তা ঘুরে দেখা গেল ওষুধের দোকান এবং খাবারের দোকান ছাড়া খোলা নেই কিছুই। তবে রাস্তায় চোখে পড়েছে শ্রীনগরগামী পর্যটকবোঝাই বেশ কিছু যানবাহন এবং সেনা, আধাসেনা

শ্রীনগরের রাস্তায় চলছে ক্রিকেট।

ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের টহলদারি গাড়ি। প্রশিক্ষিত কুকুরের ঘোরাঘুরি। সবমিলিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ।

পুলওয়ামা কাণ্ডের পর ভূস্বর্গ কাশ্মীর যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে সেই সময় পহলগামের ঘটনায় ফের ছন্দপতন যেন মেনেই নিতে পারছেন না উপত্যকার সাধারণ মানুষ। গুলমার্গ এবং শ্রীনগরের মাঝে অন্যতম হিল স্টেশন তানমার্গ। সকাল ন'টায় হোটেলে ফিরে আসা পর্যটকদের আশ্বস্ত করার ফাঁকে হোটেলের ম্যানেজার ইমতিয়াজ শেখ বলছিলেন, 'এই ঘটনার কোনও জবাব নেই আমাদের কাছে। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে গোটা উপত্যকার মানুষ শোকস্তব্ধ। আমরা কোনও কিছু বলার ভাষা হারিয়েছি।'

তিন পুরুষ ধরে শ্রীনগরের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী বলবীর সিং মেহেতা। এদিন আদালত বন্ধ থাকলেও স্পেশাল কোর্ট থাকায় সকাল সাড়ে ১০টায় আদালতে যাওয়ার পথে বলবীর বলছিলেন, 'কেন এই ঘটনা ঘটল তার দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। শান্ত উপত্যকা কোনওমতেই আর অশান্ত হতে দেওয়া উচিত নয় প্রশাসনের।'

এরপর দশের পাতায়

চিহ্নিত ৪

- হামলার মূল চক্রী লস্করের অন্যতম প্রধান সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি
- হামলাকারী চার জঙ্গির নাম আদিল, আসিফ ফুজি, সুলেমান শাহ এবং আবু তালহা

বুলেটের বদলা

- আটারি- ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করা হল
- ১৯৬০ সালে হওয়া সিন্ধু জল চুক্তি রদ করা হল
- পাক নাগরিকদের আর কোনও ভিসা দেওয়া হবে না
- ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে ভারতে থাকা পাক নাগরিকদের
- ভারত ছাড়তে হবে পাক কূটনীতিকদের
- ভারতে থাকা পাক হাই কমিশন বন্ধ করা হল
- দেশে ফেরানো হচ্ছে পাকিস্তানে থাকা অধিকাংশ ভারতীয় আধিকারিকদের

বদলা নিতে ঘনঘন বৈঠক

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : জঙ্গি হামলায় ২৮ জনের মৃত্যুতে সারা দেশের সঙ্গে উত্তাল কাশ্মীরও। পর্যটকদের গণহত্যার প্রতিবাদে বুধবার কার্যত পুরো কাশ্মীর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত ৩৫ বছরে এমন স্বতঃস্ফূর্ত বনধ এই প্রথম কাশ্মীরে। বুধবার সকাল থেকে উপত্যকার সমস্ত মসজিদ থেকে মাইকে সবাইকে রাস্তায় নামার আহ্বান জানানো হয়। ঝাঁপ পড়ে যায় সমস্ত দোকানপাট, হোটেলের। বিক্ষোভ মিছিল চলে দিনভর। প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান ওঠে, 'আমরা ভারতীয়, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।' বিক্ষোভকারীদের বলতে শোনা যায়, 'এই ঘটনা আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট করে দিয়েছে।'

হামলার ২৪ ঘণ্টা পরে জঙ্গিদের একটি দলের সন্ধান পেয়েছে ভারতীয় সেনা। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা তাংমার্গ এলাকায় বুধবার বিকেল থেকে সেই দলের সঙ্গে সেনার গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সেনা সূত্রের খবর, জঙ্গিদের একটি দলকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে এসে মঙ্গলবার হত্যালীলা চালিয়েছিল।

হত্যালীলার দ্রুত জবাব দেওয়া হবে বলে বুধবার নতুন করে হুংকার দিয়েছে নয়াদিল্লি। সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে জরুরি বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি (সিসিএস)। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বুধবার সকালে সৌদি আরব থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। আলোচনা করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের সঙ্গে।

রাজনাথ আলাদা করে ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ছিলেন বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং সহ অন্য আধিকারিকরা। বৈঠকের পর

রাজনাথ এক বিবৃতিতে জানান, শুধু হত্যাকারীদের নয়, পিছন থেকে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদেরও জবাব দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, 'আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই, সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা শীঘ্র জোরালো এবং স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে।'

অমিত শা বুধবার বিকেলে কাশ্মীর থেকে ফেরার আগে পহলগামে ঘটনাস্থল ঘুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দেন, এই নৃশংস হামলার দোষীরা কেউ রেহাই পাবে না।

এরপর দশের পাতায়

পাকিস্তানকে কূটনৈতিক জবাব ভারতের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : জম্মু-কাশ্মীরের পাহেলগামে নিরাপত্তাবাহিনীর উপরে নৃশংস জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ ঘোষণা করল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে তাঁর বাসভবনে চলা আড়াই ঘণ্টার ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকের পর, বিদেশ সচিব বিনয় মিশ্রী জানালেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভারত কোনওরকম আপস না করে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পহেলগাম হামলার ঘটনায় আগামীকাল সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন রাজনাথ সিং। কেন্দ্রের কাছে কংগ্রেস সভাপতিও সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আর্জি জানিয়েছিলেন।

নয়া দিল্লির পক্ষ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে, ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-পাকিস্তান সিন্ধু জলচুক্তি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ভারত এখন থেকে এই চুক্তির কোনও ধারা মানতে বাধ্য নয় এবং নিজেদের এর থেকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দিয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত ওয়াঘা-অটারি বর্ডার অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সার্ক ভিসার আওতায় ভারতে অবস্থানরত সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিকের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। তাঁদের আগামী ১ মে'র মধ্যে ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশনের তিনজন সামরিক আধিকারিককে "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি" ঘোষণা করে দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ইসলামাবাদে নিযুক্ত তিনজন ভারতীয় সামরিক আধিকারিক, তাঁদের পাঁচজন সহায়ক কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

পাকিস্তান হাই কমিশনের মোট কর্মীসংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে

এরপর দশের পাতায়

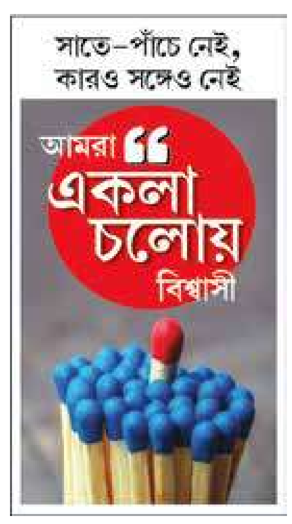

১৯ দিনে বন্যপ্রাণীর শিকার ৬

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : গত ১৯ দিনে জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যপ্রাণীর হামলায় মোট ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে আটজন। কোথাও জঙ্গলে ঢোকার খেসারত, আবার কোথাও বাড়িতে থেকেই প্রাণ হারাতে হয়েছে বুনোর হামলায়। লাগাতার বিভিন্ন জায়গায় বন্যপ্রাণীদের করিডর বন্ধ করে একের পর এক নির্মাণ সমস্যা চরমে তুলেছে বলে উদ্বিগ্ন বন দপ্তরের পাশাপাশি পরিবেশপ্রেমীরাও। পর্যাপ্ত বনকর্মী না থাকা ও মানুষের সচেতনতার অভাবকেই এজন্য দায়ী করছেন উত্তরবঙ্গের উত্তর মণ্ডলের মুখ্য বনপাল শ্যামকুমার মোলে।

চলতি মাসে জলপাইগুড়ি জেলার চার ব্লকে হাতি, বাইসন ও চিতাবাঘের হামলায় ছয়জনের মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন বন দপ্তর। এর মধ্যে বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা হাতির হামলায় হলেও বাইসন ও চিতাবাঘের হামলাও চিন্তায় রেখেছে বন দপ্তরকে। বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমীদের ধারণা, জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হাতি ও বন্যপ্রাণীদের করিডর বন্ধ করে একের পর এক নির্মাণকাজের জন্য বেড়েই চলেছে বন্যপ্রাণীদের লোকালয়ে বেরিয়ে আসার ঘটনা। এছাড়া মানুষের অসচেতনতার জন্যও দিনকে দিন এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলেছে।

চলতি মাসের ৩ তারিখ শিবচুর জঙ্গলে হাতির হামলায় বাইকে সওয়ার এক মহিলার মৃত্যু হয়। ঘটনার দু'দিন পরেই ৫ এপ্রিল আপালচাঁদ রেঞ্জের কাঠামবাড়ির জঙ্গলে খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে

এরপর দশের পাতায়

যোগ্য তালিকা জেলায়, তবুও ধর্না এসএসসিতে

নয়নিকা নিয়োগী

ঘেরাওমুক্ত এসএসসি চেয়ারম্যান, ঝাঁঝ কমল আন্দোলনের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : ১৫,৪০৩ জন যোগ্য শিক্ষকের তালিকা পৌঁছাল জেলায় জেলায়। শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শকদের কাছে ওই তালিকা বুধবার পাঠিয়ে দিয়েছে বিকাশ ভবন। তবে তাতে আন্দোলন শেষ হয়নি। কলকাতায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরের সামনে তৃতীয় দিনেও অবস্থান চলছে শিক্ষকদের। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরির শর্তে অধিকাংশ শিক্ষক কাজে যোগ দিতে নারাজ।

যদিও অবস্থানে গত দু'দিনের ঝাঁঝ আর ছিল না বুধবার। ভিড় কমেছে। আন্দোলনকারীদের অনেকে বাড়ি ফিরেছেন, কেউ কেউ স্কুলে যোগ দিতে চাইছেন। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের নেতা মেহবুব মণ্ডলের গলায় হতাশা, 'এভাবে আন্দোলন করে লাভ হবে না। আজ মাত্র একশোজনের কাছাকাছি শিক্ষক অবস্থানে আছেন।'

নিজেকেই যেন প্রশ্ন করছেন মেহবুব, 'লোকবল না হলে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আমাদের কথা মানবেন কেন?' ধাক্কা আরও লেগেছে তালিকা দেখে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সবার নাম নেই শিক্ষা দপ্তরের তালিকায়। যেমন আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের নাম ওই তালিকায় নেই। তাঁর স্কুলে তাঁর সম্পর্কে কোনও খবরই পৌঁছায়নি। শিক্ষা দপ্তরের দেওয়া তালিকা ধরে স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা বুধবারই যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলে যাওয়ার বার্তা পাঠিয়েছেন।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারও আর ঘেরাও হয়ে নেই। চারটি শর্ত দিয়ে তাঁকে ঘেরাও হয়ে থাকার ৪৮ ঘণ্টা পর বুধবার সকালে কমিশনের দপ্তর থেকে যেতে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বলা ভালো, নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট তাঁকে সশরীরে তলব করায় যেতে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

মৃত্যু উপত্যকা দেখে ফিরছেন কেকারা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : শ্রীনগর বিমানবন্দরে যখন কেকা ঘোষ মিত্রদের ১০ জনকে নিয়ে গাড়িটা পৌঁছাল তখন প্রায় দুপুর দুটো। তখনও ওঁরা ভাবতেই পারছিলেন না, কীভাবে মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এলেন। সেই ঘোর কাটতে না কাটতেই আবার ধাক্কা। চোখের সামনে তখন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালেন পহলগামে জঙ্গি হামলায় স্বজনহারারা। কেউ পাথরের মতো এগিয়ে গেলেন লাউঞ্জের দিকে, কেউ তখনও কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

কাশ্মীর ঘুরতে এসে এমন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি জলপাইগুড়ির শহরের কেকা ঘোষ মিত্র, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলেশ দেব, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দশজন। গতকালের ঘটনার পর বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিমানে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়া পর্যন্ত বিমানবন্দরে তাঁরাও যেন শোকস্তব্ধ হয়েছিলেন। বিমানবন্দরে প্রায় ১০ ঘণ্টা কাটানোর সময়ই তাঁরা দেখেছেন, কত পর্যটক হন্যে হয়ে বিমানের টিকিটের খোঁজ করছেন।

বিমানবন্দর থেকেই ফোনে কেকা বলেন, 'জঙ্গিহানার পর হোটেলের জানলা দিয়ে যতবার বাইরে নজর গিয়েছে ততবারই দেখেছি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা টহল দিচ্ছেন। গত ১৭ তারিখ শ্রীনগর থেকে যে পথ দিয়ে পহলগাম গিয়েছিলাম এদিনও সেই পথ দিয়েই শ্রীনগর বিমানবন্দরে এসেছি। তবে গতকালের ঘটনার পর পুরো রাস্তার ছবিটাই একেবারে বদলে গিয়েছে।' তাঁর কথার সুর ধরেই ওই দলের সদস্য জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'যাওয়ার সময় যে রাস্তা পর্যটক ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে ঠাসা ছিল, বাজার-দোকানে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো, ফেরার সময় সেই রাস্তা একেবারেই শুনসান। শুধু নজরে এসেছে উর্দিধারী জওয়ানদের।'

শ্রীনগর বিমানবন্দরে জলপাইগুড়ির পর্যটকরা। বুধবার।

দলের সদস্য উৎপলেশ দেব বলেন, 'এদিন শ্রীনগর থেকে পহলগামে কোনও গাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছিল না প্রশাসন। হোটেলের মাধ্যমে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রীনগর থেকে গাড়ি আসে আমাদের নিতে। সেই গাড়িতেই ফিরে আসি।'

কেকার সহযাত্রী সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আগে থেকে ঠিক ছিল এদিন দিল্লি ফিরে আসার। পহলগাম থেকে শ্রীনগর বিমানবন্দর পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টার মতো সময় লাগে। আমরা ভেবেছিলাম পহলগাম ঘুরে সন্ধ্যা নাগাদ রওনা দেব শ্রীনগরের উদ্দেশে। কিন্তু এদিন সকালে যত দ্রুত সম্ভব হোটেল ছেড়ে শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথাটা আমাদের সকলকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। হোটেল থেকে শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছানোর

এরপর দশের পাতায়

তোর্ষা একটি জীবনের নাম

ব-এ বিনোদন

অনিমেষ দত্ত ও গৌরহরি দাস

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ২৩ এপ্রিল : সদ্য কোচবিহারে বসবাস শুরু করে একটি উচ্চবিত্ত পরিবার। পরিবারে একমাত্র মেয়ে তোর্ষা। বাবা কোচবিহারের জেলা শাসক। তোর্ষাকে নামী বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করানো হলেও মেয়ের পড়াশোনায় কিছুতেই মন বসে না। সে মানতে চায় না কোনও অনুশাসন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে চায়। পাখি হয়ে তোর্ষা নদীর চরে উড়ে বেড়াতে চায়। কিন্তু বাদ সাধে তার উচ্চবিত্ত পরিচিতি। জেলেবস্তির সমবয়সিদের সঙ্গে মিশতে দিতে চান না বাবা-মা। তবে মেয়েও নাছোড়বান্দা। সে-ও বস্তির ছেলেমেয়ের মতো চায়ে রুটি ডুবিয়ে খেতে চায়।

তোর্ষার জীবনটা খরস্রোতা তোর্ষার মতোই চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ থাকে না আর। বয়ে যায়। আর এই দুই তোর্ষার এক হয়ে যাওয়ার গল্পই ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন পরিচালক কৃষ্ণেন্দু ষান্নিগ্রাহী। তোর্ষাপাড়ের জনজীবনের রোজনামচার গল্প এই প্রথমবার উঠে এসেছে তাঁর 'তোর্ষা একটি নদীর নাম' ছবিতে। ইতিমধ্যেই প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, নয়াদিল্লি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ফিল্ম ফেস্টিভালে জায়গা করে নিয়েছে সিনেমাটি।

উত্তরবঙ্গের নদী বলতেই প্রথমে তিস্তার কথা মাথায় আসে। তারপর আসে তোর্ষার নাম। সাহিত্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, সিনেমায় বারবার তিস্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। তোর্ষা যেন খানিকটা উপেক্ষিত। এই ভাবনা থেকেই কি ছবির চিত্রনাট্যটি কোচবিহারে তোর্ষার পাড়ে এনে ফেলেছেন? একবাক্যে তাতে সায় দিয়েছেন ছবির প্রযোজক নির্মাল্য ঘোষ। তাঁর কথায়, 'তিস্তা-তোর্ষা দুই বোন হলে ছোট বোন কিছুটা দুঃখী বটে। তাই আমরা তোর্ষাকে বেছে নিই।'

তোর্ষা একটি নদীর নাম ছবির দৃশ্য। -সংবাদচিত্র

> অদ্বৈত মল্লবর্মনের কালজয়ী উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আর ঋত্বিক ঘটক আমাদের সবার গুরু। আমাদের গল্পটা এক বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে। তার চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি। তোর্ষা কোনও শ্রেণিবিভাজন মানতে চায় না। ধর্ম, জাতপাতের শিকল ভেঙে সে নিজেই খরস্রোতা তোর্ষা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এই নামটা ছবির জন্য সঠিক অর্থ বহন করবে।
>
> **-কৃষ্ণেন্দু ষান্নিগ্রাহী**
> পরিচালক

২০২৩ সালে ছবিটি তৈরির ভাবনাচিন্তা শুরু করেন নির্মাল্য এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী দীপান্বিতা ঘোষ। তারপর গুটিগুটি পায়ে গতবছর ডিসেম্বরে শেষ হয় শুটিং। আগে বেশ কয়েকটি বাংলা ধারাবাহিকে অভিনয় করলেও এটাই দীপান্বিতার প্রথম ছবি। তোর্ষা মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

ছবির নাম থেকে মনে পড়ে যায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। পরে ঋত্বিক ঘটক এই গল্পের চলচ্চিত্রায়ন করেন। 'তোর্ষা একটি নদীর নাম,' এহেন নামকরণের পিছনে কি মল্লবর্মনের উপন্যাস অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল? পরিচালক কৃষ্ণেন্দুর ব্যাখ্যা, 'অদ্বৈত মল্লবর্মনের কালজয়ী উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আর ঋত্বিক ঘটক আমাদের সবার গুরু। আমাদের গল্পটা এক বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে। তার চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি। তোর্ষা কোনও শ্রেণিবিভাজন মানতে চায় না। ধর্ম, জাতপাতের শিকল ভেঙে সে নিজেই খরস্রোতা তোর্ষা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এই নামটা ছবির জন্য সঠিক অর্থ বহন করবে।'

ছবিতে কলকাতার পাশাপাশি কোচবিহারের থিয়েটার জগতের কলাকুশলীরাও অভিনয় করেছেন। বড় অংশের শুটিং হয়েছে হরিণচওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাগোয়া তোর্ষা এলাকায়। কাকতালীয়ভাবে ছবির গল্পের সঙ্গে বাস্তবের একটা মিল রয়েছে। রিলে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয় জেলেবস্তির বাসিন্দাদের। বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় পাঁচ শিশু। বুলডোজারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে স্বয়ং তোর্ষা। বাস্তবে তোর্ষাপাড়ের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা চলছে।

সিনেমার গল্প লিখেছেন পুলককুমার দাস। সংগীত পরিচালনা করেছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর কণ্ঠে তোর্ষা নদীকে কেন্দ্র করে একটি গানও রয়েছে ছবিতে। একটি গান গেয়েছেন রূপম ইসলাম। আসন্ন গরমের ছুটিতে বাংলার সিনেমা হলগুলিতে মুক্তির অপেক্ষায় 'তোর্ষা একটি নদীর নাম।'

খাবার জোগানে নতুন ভরসা বেত-নলখাগড়া

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : ডুয়ার্সের বনাঞ্চল থেকে বেত-নলখাগড়ার মতো গাছ এবং সবুজ তৃণভূমি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে তৃণভোজীদের খাদ্যসংকট দেখা দিচ্ছে। গত কয়েকবছর ধরে নানা মহল থেকে এমনই আশঙ্কার কথা উঠে আসছে। তাই বেত-নলখাগড়ার চাষ জঙ্গল এলাকায় বাড়ানোর কাজ শুরু করল জলপাইগুড়ি বনবিভাগ।

দলগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জে বেত গাছ পাইলট প্রকল্প হিসেবে রোপণ করে সাফল্য মেলায় এবার নাথুয়া ফরেস্টেও বেত গাছ রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে জলপাইগুড়ি বনবিভাগ। বেতের পরে নলখাগড়ার চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বনবিভাগ। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানান, বেত গাছ হাতি, হরিণ, বাইসনের প্রিয় খাবার। কিন্তু সেই গাছ আজ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তাই বীরপাড়ার দলগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জে ২ হেক্টর জমিতে ৩ হাজার ৬০০টি বেত গাছের চারা ২০২২ সালে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে রোপণ করা হয়েছিল। এক বছরে তা থেকে বীজ তৈরি করে নাথুয়া রেঞ্জেও বেতের চারা রোপণ করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের সমস্ত রেঞ্জ ও বিটের আওতায় থাকা জঙ্গল এলাকায় বেত গাছ রোপণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে তৃণভোজীদের পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

দলগাঁও ফরেস্ট এলাকায় এভাবেই বেত গাছ লাগাচ্ছে বনবিভাগ।

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'বেত ও নলখাগড়া তৃণভোজীর প্রিয় খাদ্য। কিন্তু জঙ্গলে বিভিন্ন সময়ে বন্যপ্রাণীর শুমারিতে গিয়ে দেখা যায়, সেসব গাছ প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তর সঠিক উদ্যোগ নিয়েছে।' একই বক্তব্য পরিবেশকর্মী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডেরও।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বেত ও নলখাগড়া। বাঁশ, বেতের মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলিই গ্রামীণ হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, নলখাগড়া সরস্বতীপুজো সহ নানা প্রয়োজনে দরকার পড়ে। এক দশক আগেও ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রচুর বেত ও নলখাগড়ার গাছ দেখা যেত। হাতি সহ অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর প্রিয় খাদ্য ছিল গাছ দুটির কচি পাতা। কিন্তু বর্তমানে বেত গাছ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। লোকসংস্কৃতির গবেষক দিলীপ বর্মা বলেন, 'বেতের কদর আছে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরিতে। বাঁশ থাকলেও বেত গাছ লোপ পেয়েছে। পুনরায় ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

Government of West Bengal

Tenders are invited by the undersigned vide e-NIT No: 1542/KMD/2024-25; Dated : 22-04-2025 of the Block Development Officer, Kushmandi Dev. Block, Kushmandi, D/Dinajpur. For details in http://wbtenders.gov.in or in this Office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Kushmandi, D/Dinajpur

VACANCY

Dr. P. K. Saha Hospital, Cooch Behar

Position : Technician-Operation Theatre
Qualification : Degree/Diploma in Operation Theatre Technology
Experience : At least 1 to 3 years.

Position : Cleaner-Housekeeping
দায়িত্বসমূহ :
পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ : সমস্ত হাসপাতালের এলাকা মান অনুযায়ী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : চিকিৎসা ও সাধারণ বর্জ্য প্রোটোকল অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা
উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ : পরিষ্কার উপকরণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা
সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ : সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করা
রিপোর্টিং কর্তৃপক্ষ : রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা বা বিপদ হলে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা
রোগীর সাথে কথোপকথন : রোগী ও কর্মীদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণভাবে কথোপকথন করা
নিয়ম মেনে চলা : সমস্ত হাসপাতালের নীতি ও নিয়মাবলি মেনে চলা

Interested candidates are invited to submit their applications by email to recruitment@drpksahahosp.in or contact us at 7797676888

অ্যাফিডেভিট

I, Angmu Bhutia, D/o Dawa Bhutia, resident of Darjeeling, West Bengal, state that in my CBSE Class 10 Certificate (2022), my name appears as Angmu. An affidavit dated 11.06.2024 before the Executive Magistrate, Darjeeling, declares that Angmu and Angmu Bhutia are the same person. (C/116204)

•

আমার প্যান কার্ড নং FDEPB5550C, আধার কার্ড নং 343350748290 নাম ভুল ছাপা হয়েছে। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং রেশন কার্ড নং SPHH 1220283978 জন্মের তারিখ ভুল ছাপা হয়েছে। আমার ঠিকানাও পরিবর্তিত হয়েছে। সে কারণে গত 22.4.25, 2nd Court (S)। কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mampi Barman এবং Mapmpi Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্মের তারিখ 01-01-1990 এর পরিবর্তে 12.01.1994 হলো। আমার পরিবর্তিত বর্তমান ঠিকানা-Shyam Nagar, New Sanganer road,P.S. Shyam Nagar, Jaipur, State : Rajasthan, Pin-302019-এর পরিবর্তে -Vill, Paschim Chakiarcharra, P.O. Nishiganj, P.S. Mathabhanga, Dist. Coochbehar, W.B., Pin-736157 হলো। স্বামীর নাম : Kanteshwar Barman. (C/114697)

কর্মখালি

Wanted staff for book shop/ tea shop near NBU, Girl with proficiency in English preferred. M : 8372059506. (M/M)

•

শিলিগুড়ি সেবক রোডে শপিংমলের জন্য 4 জন সিকিউরিটি গার্ড চাই, দিনে (২), রাতে (২)। বেতন হাতে 10,800/-, 9933119446. (C/116201)

•

শিলিগুড়িতে বই দোকানের জন্য Tally জানা পুরুষ কর্মচারী প্রয়োজন। বই এর দোকানে কাজ জানা লোক অগ্রগণ্য। M: 94342-22599 (C/116206)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 8653198671. (C/116200)

চিকিৎসা

আপনি কি পেট ও লিভারজনিত জটিলতায় ভুগছেন? কিংবা অস্থি ও স্পাইন-এর সমস্যা আছে? সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন চেন্নাই-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে - ডাঃ সুমন্ত শ্রীবৎসন সি, গ্যাস্ট্রো-লিভার সার্জারি বিশেষজ্ঞ এবং ডাঃ দিলীপ চন্দ্র রাজা এস. কনসালটেন্ট স্পাইন ও সিনিয়ার অস্থি সার্জন। উপস্থিত থাকবেন - ২৬ এপ্রিল (শনিবার), সকাল ৯টা-দুপুর ২টা পর্যন্ত, বোধিস পলিক্লিনিকে, বিধান রোড, শিলিগুড়ি (হোটেল ডলি ইন-এর পাশে), ফোন : 96146-55466 / 94740-90952.

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বিজ্ঞপ্তি

আমার ঠাকুরমা মৃত বঙ্কিম চন্দ্র নন্দি, পিতা মৃত চিন্তাহরণ নন্দি, সাকিন মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, নিম্ন তপশীলভুক্ত জমি যাহা ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উভয়ের সাল 1959 মূলে খরিদ করে এবং তিনি তার জীবনকালে কোনও জমি বিক্রি করে নাই। কিছু অসাধু ব্যক্তি একটি দলিল ও আমমোক্তারনামা দ্বারা সেই জমি বিক্রি করেন। উক্ত দলিল ও আমমোক্তারনামাতে পিঠদলিল এ ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উল্লেখ নাই। তারাই উক্ত জমির মূল খতিয়ানের উত্তরাধিকার থেকেও দলিল মূলে সেই জমি বিক্রি করে। যদি কোনও ব্যক্তি নিম্ন তপশিলভুক্ত জমি ক্রয় করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বে করবেন। তপশিল- মৌজা বিন্নাগুড়ি শিট নং ১১, মোট জমি ১০ একর, দাগ নং ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪ ও ৫৮৫, খতিয়ান নং ৪৮৩/১ ও ৪৮৩/২, জেলা জলপাইগুড়ি।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পে' এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

নিউ আলিপুরদুয়ার এবং দিনহাটা স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম ঠিকা। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. পাণ্ডু-১৩

প্রাইবিড সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-টিওআই-১১-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	দিনহাটার প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-এনওকিউ-টিওআই-৫৩-২৪-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)	নিউ আলিপুরদুয়ারে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন
এবি/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-ডব্লিউআরএল-৪৫-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)	নিউ মাল জংশনের ক্লোক রুমে মানব নিযুক্তি এবং পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১০.৫০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কোচগুলির মেকানাইজড পরিষ্কারকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : জিইএম/২০২৫/বি/৬১৫৪৯৭২; তারিখ : ২১-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : ৪ (চার) বছরের জন্য ক্লিন ট্রেন স্টেশন (সিটিএস) প্রকল্পের অধীনে হল্টের সময় কাটিহার প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং ট্রেনগুলির কোচের মেকানাইজড পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্য : ১৭,৮৭,৪৮,৫২৬.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১০,৪৩,৭৫০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮:০০ টায় এবং খোলা ১২-০৫-২০২৫ তারিখে ১৮:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender Notice

The Undersigned is inviting Sealed Tender from Experienced & Resourceful bidders for 56 Nos work Nit No-01,02 & 03/2025-26 Ref Memo No 215,216 & 217/AGP Dated 17/04/2025 Out of Fund: 2-ND Installment of 15-th CFC TIED & UN TIED, PBG-IBRD, PBG-SFC. Details Office Notice Board. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Araidanga Gram Panchayet
Ratua-II, Panchayat Samity
Pukhuria, Malda

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে মে'/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	মে/২০২৫	জিএসডিপিএনও২৫এন২৬০৪	০৭/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
২		জিএসডিপিএনও২৫এন২৬০৫	১৪/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
৩		জিএসডিপিএনও২৫এন২৬০৬	২১/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
৪		জিএসডিপিএনও২৫এন২৬০৭	২৮/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

দুগ্গামণিকে গায়ত্রীর বিষয়ে প্রশ্ন করে কঠিন সত্যের মুখোমুখি প্রকাশ। এদিকে আশ্রমে গায়ত্রীর পিছু নিয়ে হাজির নীলাভ। **দুগ্গামণি ও বাঘমামা** রাত ৯.৩০ জি বাংলা।

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গরীবের সম্মান, ১০.০০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.১৫ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধ্যা ৭.১৫ বিদ্রোহ, রাত ১০.১৫ লভ ম্যারেজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বৌমার বনবাস, দুপুর ২.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৫.০০ আসল নকল, রাত ১০.০০ বউরাণী, ১.০০ লকডাউন
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৩০ অমানুষ, সন্ধ্যা ৭.৩৫ হার জিত, রাত ১০.২০ ওয়ান
কালার্স বাংলা : বিকেল ৩.০০ গ্যাঁড়াকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাজা রামমোহন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মায়াবী রাত
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৯ আরআরআর, বিকেল ৩.৩৩ বিজনেসম্যান-টু, সন্ধ্যা ৬.২৭ তুম্বাড়, রাত ৮.৩০ স্কন্দ, ১১.৫২ রাজা সাহেব কা কমরা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫৯ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৩০ স্পাইডার, বিকেল ৪.১১ আ অব লওট চলে, সন্ধ্যা ৭.৩০ শাদি মে জরুর আনা, রাত ১০.০৫ ভৈরবাকোনা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৩ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১.৩৩ মিশন মজনু, বিকেল ৩.৪৬ ডন-টু, ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ কেদারনাথ, ১০.৫৮ মর্দ কো দর্দ নহি হোতা
মুভিজ নাউ : সকাল ১০.২০ রকি, দুপুর ১২.১৫ দ্য হবিট : অ্যান আনএক্সপেক্টেড জার্নি, ২.৫৫ এক্স মেন : ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৫.০৫ স্পিসিজ, সন্ধ্যা ৬.৪০ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, রাত ৮.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ১০.২০ শাটার, ১১.৪০ আওয়ার্স

ডন-টু বিকেল ৩.৪৬ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

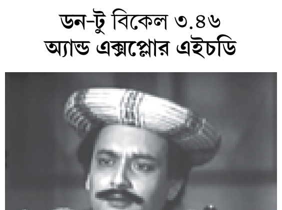

রাজা রামমোহন দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন বিকেল ৫.৪৮ রমেডি নাউ

ডেডলিয়েস্ট স্নেকস অফ সাউথ আফ্রিকা রাত ৯.৫০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

ইউপিএসসিতে সাফল্য অ্যাপটি প্লাসের

নিউজ ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অ্যাপটি প্লাস অ্যাকাডেমির ষাটজনের বেশি পড়ুয়া তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা এআইআর ৮, এআইআর ৩৪, এআইআর ৪৮, এআইআর ৪৫২ এবং এআইআর ৭৮৯ পেয়েছে। সফল প্রার্থীদের মধ্যে কলকাতার সাতজন রয়েছেন। পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরোনো সিভিল সার্ভিস কোচিং প্রতিষ্ঠান হল অ্যাপটি প্লাস অ্যাকাডেমি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট শিক্ষকদের কলকাতায় এনে ক্লাস পরিচালনা করানো হচ্ছে। ২০২৩ সালে ইউপিএসসি-র পরীক্ষাতেও ওই অ্যাকাডেমির ৮০ জনের বেশি পড়ুয়া সফল হয়েছিলেন। এছাড়া, ওই বছরের রাজ্য পিএসসি পরীক্ষায় প্রায় পাঁচশো প্রার্থী সফল হয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার

ফালাকাটা, ২৩ এপ্রিল : প্রথমে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে রাজি না হওয়ায় এক তরুণীর আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। নাম অরূপ বিশ্বাস (২৬)। তার বাড়ি ফালাকাটা থানার ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

JOB
সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। বৃষ : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে বাগবিতণ্ডা। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্কট : অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সিংহ : সামান্য বিষয় নিয়ে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তর্কে গিয়ে অনুশোচনা। বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। কন্যা : কোনও প্রিয়জনের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। তুলা : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের অসুখে সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কাহিল হতে পারেন। বাড়িতে অতিথিদের আগমনে আনন্দ। ধনু : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় মানসিক স্বস্তি। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। রাজনীতি থেকে সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজন। মীন : শান্ত মাথায় থাকুন। কোনও অপরিচিত লোকের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল, ২০২৫, ১০ বহাগ, সংবৎ ১১ বৈশাখ বদি, ২৫ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৫।৫৮। বৃহস্পতিবার, একাদশী দিবা ১০।৫। শতভিষানক্ষত্র দিবা ৬।৪৫। ব্রহ্মযোগ দিবা ১২।২৭। বালবকরণ দিবা ১০।৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৬।৪৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১১।৫৩ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৬।৪৫ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।৫ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।৪৭ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৬ গতে ১।০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।২৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১০।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৭ মধ্যে দীক্ষা ধান্যরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ, দিবা ৬।৪৫ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৬।৪৫ গতে ১০।৫ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয় দিবা ৬।৪৫ গতে ২।৪৭ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গরমে স্বস্তির খোঁজে।। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে পড়ুয়ারা। বুধবার মৌলানিতে ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা।

বেহাল হুসলুরডাঙ্গা হাটের সংস্কার দাবি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : গোটা হাট চত্বর জলকাদায় ভরে রয়েছে। কোনও কোনও দোকানের সামনে আবার একহাঁটু জল। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। হাট চত্বরে দুটি শৌচাগারের বেহাল অবস্থা। নিকাশি ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। নর্দমা ভরাট হয়েছে আবর্জনার স্তূপে। জেলা পরিষদের শেড বেদখল হয়ে গিয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হুসলুরডাঙ্গা হাটের বর্তমান এমনই হল। ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই ক্ষুব্ধ। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন এই হাটে নজর নেই কর্তৃপক্ষের বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, এলাকার জেলা পরিষদ সদস্যার সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

এখানে স্থায়ী দোকানপাট রয়েছে অন্তত একশোটি। সোমবার এবং বৃহস্পতিবার দু'দিন সাপ্তাহিক হাট বসে। বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজীবীরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে হাজির হন এই হাটে। বহু বছরের পুরোনো এই হাট। পরিষেবা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। বেশিরভাগ দোকানের সামনেই একহাঁটু জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও জমে রয়েছে কাদা। ব্যবসায়ী প্রদীপ দেবশর্মা বলেন, 'দোকানের সামনেই জলকাদায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। এর ওপর দিয়ে চলছে যানবাহন। ক্রেতাদের স্বস্তিতে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই।' ফল ব্যবসায়ী ফুলচাঁদ বাড়ুইয়ের কথায়, 'দীর্ঘদিনের সমস্যা। দোকানের সামনে জলকাদা জমে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ক্রেতাদের দোকানে ঢোকার মুখেই এই অবস্থা। বহুবার এখানকার ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সুফল মেলেনি।'

ময়নাগুড়ি শহর থেকে ধূপগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ১০ কিলোমিটার দূরে হুসলুরডাঙ্গা মোড়। এই মোড় থেকে ডান দিকে পাঁচশো মিটার দূরত্বে পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে হুসলুরডাঙ্গা বাজার। বাজারের মধ্যেই এই হাট। এলাকার বাসিন্দা কৃষিজীবী সুশীল রায়ের কথায়, 'সকালে শসা নিয়ে এসেছিলাম। হাট চত্বর জলকাদায় ভর্তি দেখে ভেতরে ঢুকিনি। বাইরে থেকে পাইকারের কাছে শসা বিক্রি করে দিয়েই বাড়ি ফিরছি।'

হাটের আগের কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে তিন বছর আগে। তারপর নতুন করে হাট কমিটি গঠন করা যায়নি। হুসলুরডাঙ্গা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অনুপ বিনানি হাট এবং হুসলুরডাঙ্গা বাজারের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য দীপালি রায় বর্মন বলেন, 'কিছুদিন আগেই হাট চত্বরে একটি নর্দমা নির্মাণ করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা আবর্জনার স্তূপে ভরাট হয়ে গিয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে আলোচনা করা হবে।' ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'যদিও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন হাট হুসলুরডাঙ্গা। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে হাট চত্বরে একটি মাছ বাজার বসার জন্য পাকা শেড নির্মাণ করা হয়েছে। চালু করে দেওয়া হয়েছে শেডটি। হাট এবং বাজারের সমস্যার বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

জলমগ্ন হুসলুরডাঙ্গা হাট চত্বর। -সংবাদচিত্র

সমস্যা কোথায়

- গোটা হাট চত্বর জলকাদায় ভরে রয়েছে
- কোনও কোনও দোকানের সামনে আবার একহাঁটু জল
- হাট চত্বরে দুটি শৌচাগারের বেহাল অবস্থা
- নিকাশি ব্যবস্থা নেই বললেই চলে
- নর্দমা ভরাট হয়েছে আবর্জনার স্তূপে
- জেলা পরিষদের শেড বেদখল হয়ে গিয়েছে

জলকাদায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়া বাঁধের বাজার থেকে তিস্তা নদীর দিকে যে রাস্তাটি নেমে গিয়েছে, তার কিছুটা অংশ পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। তারপর থেকেই খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সুকান্তনগর। পুরসভার সীমানা পেরিয়ে পঞ্চায়েত এলাকাতে ঢুকতেই জলকাদায় আটকে যাবে টোটো ও বাইকের চাকা। পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সুকান্তনগরের বাসিন্দারা বুধবার বাঁশ দিয়ে পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান। জলকাদার মধ্যে দাঁড়িয়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। তবে রাস্তাটি নতুন করে তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, অল্প বৃষ্টিতেই হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যায় রাস্তার ওপর। নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ওই এলাকায় নতুন রাস্তা তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। ভোট এলেই রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন নেতারা। কিন্তু ভোট চলে গেলেই আর দেখা মেলে না নেতাদের। রাস্তার প্রতিশ্রুতি পূরণ তো দূরের কথা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষা এখনও আসেনি। তবে এখনই রাস্তার জায়গায় জায়গায় প্রায় পুকুর তৈরি হয়ে গিয়েছে। কোনও টোটো ওই ভাঙা রাস্তায় ঢুকতে চায় না। ফলে রাস্তা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। উত্তর সুকান্তনগরের বাসিন্দা শম্ভু সেন বলেন, 'প্রায় ১৫ বছর ধরে আমাদের এই রাস্তাটা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। এখন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। বর্ষার সময় একহাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায়। নিকাশি ব্যবস্থা খুবই খারাপ। আমার দাবি, দ্রুত এই রাস্তাটি পাকা করা হোক।'

একই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দা কল্যাণ সেনের। তাঁর কথায়, 'ভোটের সময় নেতারা এসে রাস্তা নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু তারপর কেউ আর আমাদের খোঁজ পর্যন্ত নিতে আসেন না। আমরা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে বহুবার জানিয়েছি। কিন্তু কেউ রাস্তা তৈরির কোনও উদ্যোগ নেননি। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতে বাধ্য হয়ে আজ আমরা পাড়ার এই রাস্তা দিয়ে মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছি।'

এ বিষয়ে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষের বক্তব্য, 'উত্তর সুকান্তনগরের একটি রাস্তা নতুন করে তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা সব রাস্তাই তৈরি করব।'

> ভোটের সময় নেতারা এসে রাস্তা নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু তারপর কেউ আর আমাদের খোঁজ পর্যন্ত নিতে আসেন না।
>
> **কল্যাণ সেন**, *এলাকাবাসী*

একাধিক কারণে পরিবর্তন হতে পারে সংখ্যা

যোগ্য তালিকায় ৪৮৯

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ এপ্রিল : ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) প্যানেলভুক্ত এমন নন টেন্টেড বা যোগ্য ৪৮৯ জন শিক্ষকের তালিকা স্কুলগুলিকে পাঠাল জলপাইগুড়ি জেলা শিক্ষা দপ্তর। ডিআই অফিসের তরফে পাঠানো ওই তালিকায় নাম থাকা শিক্ষকদের তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছিল। স্কুলগুলি তা পাঠিয়েও দিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই তালিকা তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের স্কুলগুলিতে কাজে প্রথম যোগদানের ওপর ভিত্তি করে। যদিও পরবর্তীতে বহু স্কুলে অন্য জেলা থেকে শিক্ষক বদলি হয়েও এসেছেন। তাঁদের নাম ওই তালিকায় নেই। তবে স্কুলগুলি যে তথ্য জমা দিয়েছে তাতে ওই ধরনের শিক্ষকদের বিষয়টি জানানোর অপশন ছিল। যে কারণে বদলি হয়ে আসা শিক্ষকদের তথ্যও স্কুলগুলি পাঠায়। এতে কোন জেলা থেকে তাঁরা এসেছিলেন সেটাও লিখে দেওয়া হয়েছে। পরে রাতে ডিআই অফিস থেকে ফের ওই শিক্ষকদের পুরোনো স্কুলের নাম জানতে চেয়ে স্কুলগুলির কাছে বার্তা আসে। তড়িঘড়ি করে সেটাও স্কুলগুলি পাঠিয়ে দেয়।

জেলার এক শিক্ষাকর্তা বলেন, 'এবারে যে জেলা থেকে শিক্ষকরা বদলি হয়ে এসেছিলেন সেই জেলার নন টেন্টেড বা যোগ্যদের তালিকায় তাঁদের নাম আছে কি না সেটা যাচাই করার পরই বেতন সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' সবমিলিয়ে এদিন অবশ্য স্কুলগুলি পোর্টাল মারফত বেতনের রিকুইজিশন জমা দিতে পারেনি। যদিও বৃহস্পতিবারের মধ্যে কাজটি হয়ে যাবে বলে শিক্ষক মহলের ধারণা।

শাসকদলের শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, 'প্রধান শিক্ষকদের যোগ্য-অযোগ্যদের বেতন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে সংশয় ছিল তা এর ফলে দূর হয়ে গেল। রাজ্য সরকার যোগ্যদের পাশে রয়েছে। সরকার তাঁদের জন্য আইনি লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছে।' অন্যদিকে, সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'কোন ভিত্তিতে এসএসসি যোগ্যদের তালিকা পাঠিয়েছে সেই ব্যাখ্যা একমাত্র তারাই দিতে পারবে। আমাদের দাবি, একজন যোগ্য শিক্ষকও যেন বাদ না পড়েন। দ্রুত সবার বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে।' যদিও প্রাথমিকভাবে তালিকা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ মেলেনি।

তবে তালিকার ৪৮৯ জনের সংখ্যাটি কিছু-কম বা বেশি দুই-ই হতে পারে বলে স্কুলগুলির ধারণা। এর কারণ যাঁরা ট্রান্সফার ইন বা বদলি হয়ে এই জেলায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ যোগ্য বা অযোগ্য হলে সংখ্যার ক্ষেত্রেও রদবদল হয়ে যাবে। আবার এখান থেকে বদলি হয়ে যাঁরা অন্য জেলায় গিয়েছেন, অথচ প্রথম কর্মস্থল হিসেবে কিছু শিক্ষকের নাম এই জেলার স্কুলের তালিকায় রয়ে গিয়েছে। তা পরবর্তীতে অন্য জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার চা বলয়ের একটি স্কুলের তথ্য বলছে সেখানে যে ১১ জন চাকরিহারা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম এদিনের পাঠানো তালিকায় নেই। মালবাজার মহকুমার একটি স্কুল থেকে একজনের নাম নেই। ধূপগুড়ি শহরের একটি স্কুলের দুই শিক্ষকের ও আরেকটি স্কুলের একজনের নাম নেই। আবার সমস্ত চাকরিহারার নামই যোগ্যদের তালিকায় রয়েছে এমন স্কুলও বহু।

জলপাইগুড়ির একটি স্কুলে। বুধবার। -সংবাদচিত্র

> প্রধান শিক্ষকদের যোগ্য-অযোগ্যদের বেতন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে সংশয় ছিল তা এর ফলে দূর হয়ে গেল। রাজ্য সরকার যোগ্যদের পাশে রয়েছে। সরকার তাঁদের জন্য আইনি লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছে।
>
> **অঞ্জন দাস**, *জেলা সভাপতি তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি*

> কোন ভিত্তিতে এসএসসি যোগ্যদের তালিকা পাঠিয়েছে সেই ব্যাখ্যা একমাত্র তারাই দিতে পারবে। আমাদের দাবি, একজন যোগ্য শিক্ষকও যেন বাদ না পড়েন। দ্রুত সবার বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে।
>
> **প্রসেনজিৎ রায়**, *জেলা সম্পাদক, এবিটিএ*

হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে ব্যাম্বু ফডারের ভাবনা

গয়েরকাটা, ২৩ এপ্রিল : হাতি-মানুষ সংঘাত ঠেকাতে হলে জঙ্গলের ভিতরেই হাতির প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। জঙ্গলে খাদ্যের অভাবে খিদের জ্বালায় হাতি সহ বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। যে কারণে ফসলের ক্ষতি তো হচ্ছেই। এমনকি জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। এখন হাতির বিচরণস্থল থেকে বাদ যাচ্ছে না ধূপগুড়ি, ফালাকাটার মতো শহরও।

এই পরিস্থিতিতে জঙ্গলের ভিতরেই হাতিকে আটকে রাখার জন্য ব্যাম্বু ফডার বা বাঁশ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে মোরাঘাট রেঞ্জ। জঙ্গলের প্রায় ৩০ হেক্টর জমিতে প্রাথমিকভাবে এই বাঁশ গাছ লাগানো হবে। সেজন্য বন দপ্তরের নার্সারিতে সেই বিশেষ ধরনের বাঁশ গাছের চাষ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে বন দপ্তর।

মোরাঘাট রেঞ্জ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোরাঘাট জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় এক ধরনের বিশেষ বাঁশ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বাঁশ হাতির খুব প্রিয় খাদ্য। এছাড়া আমড়া, বয়ড়া, কাঁঠাল গাছ লাগানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে চেপ্টি, থাড্ডা, মলশা, পুরান্ডি প্রজাতির ঘাস লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। হাতির দলের জন্য বাঁশের বন তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে।

মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'হাতি আর মানুষের সংঘাত ঠেকাতে আমরা বেশকিছু পরিকল্পনার কথা ওপরমহলে জানিয়েছি। সেগুলি অনুমোদন পেলেই কাজ করা হবে। আগে শুধু ওয়াইল্ডলাইফ সেকশনে এই গাছগুলি লাগানো হত। তবে এখন আমরা টেরিটোরিয়াল সেকশনেও হাতির বিভিন্ন ব্যাম্বু ফডার লাগানোর কথা ভাবছি।'

লেভেল ক্রসিংয়ে নিত্য দুর্ভোগ

ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : লেভেল ক্রসিং ঘিরে ঘোর ঝঞ্ঝাট। ফলে প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন কয়েক হাজার মানুষ। ভোগান্তির এই লেভেল ক্রসিংটি ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি থেকে হেলাপাকড়ি যাওয়ার পথে পূর্ত দপ্তরের রাস্তার উপর অবস্থিত।

রোজ এই এলাকায় রেলপথে অন্তত ৫০টি যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করে। ওই ট্রেনগুলোর চলাচলের জন্য দিনের নানা সময়ে প্রায় সাত থেকে আট ঘণ্টা রেলগেট বন্ধ রাখতেই হয়। এতে ওই পথ দিয়ে চলাচলকারী মানুষজন প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি এলাকার ওই লেভেল ক্রসিংটি তুলে দিয়ে সেখানে ওভারব্রিজ অথবা আন্ডারপাস নির্মাণ করা হোক। এতে সমস্যার সমাধান হবে।

ময়নাগুড়ির বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন, 'সমস্যার কথা শুনেছি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

কোচবিহার থেকে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ময়নাগুড়ির তিস্তা সেতুর আগে দোমোহনি এলাকায় অবস্থিত এই রেলপথ মেইন লাইনে গিয়ে মিশেছে। এই লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে ভোটপট্টি ছাড়াও হেলাপাকড়ি, জোড়পাকড়ি, ধর্মপুরের বাসিন্দা স্কুল ও কলেজের পড়ুয়া, অফিস যাত্রী সহ এলাকার অন্য বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। অতীতে লেভেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়ায় রোগীমৃত্যুর মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে।

এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী দীপেশ বাড়ুই বললেন, 'লেভেল ক্রসিংয়ের জন্য স্থানীয় মানুষজনের দুর্ভোগের অন্ত নেই। অবিলম্বে এখানে আন্ডারপাস অথবা ওভারব্রিজ তৈরি করা হোক।' স্থানীয় আরেক বাসিন্দা অমল সরকারের কথায়, 'ট্রেন আসার অনেক আগে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে রাস্তার দু'ধারে যানবাহনের লম্বা লাইন পড়ে যায়। আন্ডারপাস বা ওভারব্রিজ হলে গাড়ি আটকানোর দরকার হবে না।' একই দাবি জানিয়েছেন নীতিন রায়ের মতো স্থানীয় বাসিন্দারাও।

ভোটপট্টি রেলগেটে এভাবেই আটকে থাকেন সাধারণ মানুষ।

শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহে গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে মঙ্গলবার প্রতিবেশী এক বয়স্ক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের একটি গ্রামে। অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে শিশুটিকে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে নিয়ে যৌন নিগ্রহ করত ওই ব্যক্তি।

মঙ্গলবার শিশুটির বাবা-মা কাজে বের হলে একইভাবে তাকে ডেকে যৌন নিগ্রহ করতে গেলে প্রতিবেশীরা ধরে ফেলেন। তখন সবাই মিলে ওই ব্যক্তিকে গণধোলাই দেন। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে তাকে আটক করে। পরবর্তীতে শিশুটির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মহিলা থানার আইসি ডিকি লামু ভুটিয়া বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।'

জন বারলার স্ত্রী প্রয়াত

নাগরাকাটা, ২৩ এপ্রিল : বুধবার দুপুরে প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার স্ত্রী মহিমা বারলা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। মহিমা দীর্ঘদিন ধরে নয়াদিল্লির এইমসে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

কিডনির অসুখে ভুগছিলেন তিনি। কিডনি প্রতিস্থাপনও করা হয়েছিল। এইমসে ডায়ালিসিস চলছিল মহিমার। মাঝে অস্ত্রোপচারও করা হয়। ফের কিডনি প্রতিস্থাপনের কথা ছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রী বিয়োগের পরে শোকার্ত জন বলেন, 'আমার জীবনে মহিমার অবদান এবং আত্মত্যাগ কোনওদিন ভোলার নয়।'

বৃহস্পতিবার মহিমার মরদেহ বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে শেষকৃত্যের জন্য আনা হবে। বারলা দম্পতির এক পুত্র বর্তমান। মহিমার প্রয়াণের পর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের নেতারাও।

মহোৎসব

চালসা, ২৩ এপ্রিল : চালসার মা আনন্দময়ী কালীবাড়িতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বার্ষিক মহোৎসবে বুধবার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বরুণানন্দ। এছাড়া ছিলেন সংঘের চালসা শাখার সভাপতি শেলি চৌধুরী, সম্পাদিকা মধুমিতা বিশ্বাস প্রমুখ। মূলত মহিলারা এই মহোৎসবের আয়োজন করেন। সকালে মহিলাদের শোভাযাত্রা বের করা হয়। দিনভর চলে শান্তিযজ্ঞ, ধর্মালোচনা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান।

ব্যবসায়ী সভা গয়েরকাটায়

গয়েরকাটা, ২৩ এপ্রিল : বুধবার সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবাহ ভবনে গয়েরকাটা ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, ফোসিন-এর সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, গয়েরকাটা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রঞ্জন দত্ত প্রমুখ। গয়েরকাটায় ব্যবসা বৃদ্ধি, ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা, মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি ইত্যাদি নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়।

অবহেলায় গোঁসাইরহাট ইকো পার্ক

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৩ এপ্রিল : এককালে সেখানে পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসত। ওয়াচটাওয়ারও ছিল। পাখিদের দেখতে ভিড় জমাতেন পর্যটকরা। কিন্তু সেসবই এখন অতীত। গত ১১ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা গোঁসাইরহাট ইকো পার্ক এবং পাখিরালয়ে এখন আর পাখিরাও আসে না। পর্যটকদেরও দেখা যায় না। একসময় এই ইকো পার্ককে ঘিরে স্থানীয় রাভা জনজাতির একটা বড় অংশের মানুষের রুজিরুটির সংস্থান হত। ইকো পার্কটি বন্ধ হওয়ার পর থেকে সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁদের কথা ভেবে এবার ইকো পার্কটি ফের চালু করা হোক, চাইছেন স্থানীয়রা।

ইকো পার্কটি চালু থাকাকালীন ওই এলাকায় বিভিন্ন খাবারের দোকান, খেলার সামগ্রী নিয়ে বসেছিলেন অনেকে। সেটি বন্ধ হওয়ায় তাঁদের রুজিরুটিতে কোপ পড়ে। সেরকমই একজন সন্তালি রাভা। তিনি একটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য। তাঁর কথায়, 'আগে পার্কে আসা লোকদের কাছে আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন জিনিস, খাবার বিক্রি করে আয় হত। পার্কটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাদের সেই আয়ের উৎসও বন্ধ হয়ে যায়।'

২০০৬ সালে জলপাইগুড়িতে মোরাঘাট বনাঞ্চলে ইকো পার্কটি স্থাপিত হয়েছিল। দেশি-বিদেশি পাখিদের আগমনে প্রথম থেকে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর পর থেকে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। বনকর্মীর অভাব, রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা ইত্যাদি কারণে ২০১৪ সালে ইকো পার্কটি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় ইকো পার্কের পাশে থাকা শিশু উদ্যানটিও। এবছর জানুয়ারি মাসে সেটি খুলে দিয়েছে বন দপ্তর। সেখানে পর্যটকরা এলেও সংখ্যাটা খুব বেশি নয়। অবহেলায় পড়ে থাকা ইকো পার্ক এবং পাখিরালয় খোলা নিয়ে এখনও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য অবশ্য বললেন, 'ইতিমধ্যে পার্কের গেটটি সংস্কার করা হয়েছে। শিশু উদ্যানটি খোলা হয়েছে। পাখিরালয়টি খোলার ব্যাপারে যাবতীয় রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন এলে পদক্ষেপ করা হবে।'

বনাঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি জলাশয়কে কেন্দ্র করে পাখিরালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। ওয়াচটাওয়ার দুটিতে পর্যটকদের থাকারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় পরবর্তীতে। চালু হয় নৌকাবিহারের ব্যবস্থা। বনকর্মীর অভাব থাকায় নজরদারি ঠিকঠাক দেওয়া হচ্ছিল না। প্রায়ই বসত মদের আসর, সেখানে তরুণদের সঙ্গে দেখা যেত তরুণীদেরও। অন্যদিকে, নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জলাশয়টি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। কমে যায় পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা। পর্যটকের সংখ্যাও কমে যায়। এরপরই ইকো পার্কটি বন্ধ করে দেয় বন দপ্তর। বন্ধ পার্কে নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগে পার্কের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। ইকো পার্কটি চালুর দাবি তুলেছেন রাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রবি রাভাও।

গোঁসাইরহাটের ইকো পার্ক।

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA

Approved under section 2(f) of the UGC Act 1956

NAAC ACCREDITED

21 OVER TWO DECADES OF EXCELLENCE IN PROFESSIONAL EDUCATION

MERIT SCHOLARSHIP upto 2.1 Lakh

ADMISSION OPEN

240+ Recruiters Ready to Provide You with the Best Job Offers upto 10 Lakhs per annum

amazon, wipro, IndiGo, Deloitte, Capgemini, Flipkart, NABARD, tcs, genpact, AXIS BANK, LUX & many more

AAA RANKED India's Best Engineering Institute 2024 CAREERS 360 | AAA RANKED India's Best Law Institute 2024 CAREERS 360 | AA+ RATING India's (Northeast Zone) Best B-School 2025 CAREERS 360 | 1 RANKED Top Engineering Colleges by State CSR-GHRDC | 2 RANKED CSR-GHRDC | 5 RANKED CSR-GHRDC

PROGRAMS OFFERED

Engineering & Science
- B.Tech (CE, ME, ECE, EE, CSE)
- B.Tech (Lateral Entry)
- BCA
- B.Sc. in Data Science & AI
- Int. MCA
- MCA
- M.Tech - CSE
- M.Tech - Structural Engineering
- M.Tech - Water Resource
- B.Sc. Mathematics (Hons.)
- B.Sc. Chemistry (Hons.)
- B.Sc. Physics (Hons.)
- M.Sc. Physics
- M.Sc. Chemistry
- M.Sc. Mathematics

Management & Commerce
- BBA
- B.Com (Hons.)
- B.A./B.Sc. Economics (Hons.)
- MBA
- Executive MBA
- M.Com
- MA./MSc. Economics
- Master in Hospital Administration (MHA)

Law
- BA-LLB (Hons.)
- BBA-LLB (Hons.)
- LL.B (3 Years)
- LL.M (2 Years)

Special Education
- D.Ed.Spl. Ed. (ID)
- B.Ed Spl. Ed. (ID)
- M.Ed Spl. Ed. (ID)
- Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID)
- Int. B.Com. B.Ed. Spl. Ed. (ID)
- Int. B.Sc. B.Ed. Spl. Ed. (ID)
- Integrated B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)

Liberal Arts
- B.A. English (Hons.)
- B.A/B.Sc. Psychology (Hons.)
- MA English
- M.A/M.Sc- Psychology
- M.A. Journalism and Mass Communication

Allied Health Science
- BSc. in Emergency Medical Technology
- BSc. in Cardiac Care Tech.
- BSc. in Dialysis Therapy Technology
- Bachelor in Health Information Management
- B.Sc Medical Lab Technology(BMLT) (Regular/Lateral Entry)
- M.Sc Medical Lab Technology(MMLT)

Nursing
- GNM

Clinical Psychology
- M.Phil in Clinical Psychology

Education
- B.Ed
- MA Education
- M.Ed

Physical Education
- D.P.Ed
- B.P.Ed
- B.P.E.S
- M.P.E.S

Ph.D Engineering (CE, CSE, ME, ECE, EE), Science (Physics, Chemistry, Mathematics), Allied Health Sciences, Management, Economics, Commerce, Law, English, Psychology, Education, Spl. Education, Sociology, Physical Education, Political Science, Philosophy.

Siliguri Office : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001 Ph: 9933377454

University Campus : Kamalghat, Agartala - 799210 Tripura (West) Ph: 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069

APPLY ONLINE iutripura.in

Scan to Apply online

6909879797, Toll Free No. 18003453673, iutripura

ধর্ষণের দায়ে সশ্রম কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক তরুণকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ২০২১ সালে ধূপগুড়ি থানার একটি গ্রামীণ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সেইসময় নাবালিকার বয়স ছিল ১৪ বছর। অভিযুক্ত নাবালিকারই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। সেই সূত্রে নাবালিকার বাড়িতে যাতায়াত ছিল ওই তরুণের। জানা গিয়েছে, ঘটনার সন্ধ্যায় নাবালিকার এক প্রতিবেশীর মোবাইলে ফোন করে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চায় অভিযুক্ত। ফোনে জানায়, বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে নাবালিকা যেন তার সঙ্গে দেখা করে।

নাবালিকা তাতে রাজি না হলে অভিযুক্ত হুমকি দেয়, না দেখা করতে এলে সে নাবালিকার বাড়ির সামনে আত্মহত্যা করবে। এতে ভয় পেয়ে যায় নাবালিকা। অভিযুক্তকে বাড়ির সামনে আসতে বলে নাবালিকা। অভিযুক্ত একটি গাড়ি নিয়ে নাবালিকার বাড়ির সামনে আসে। অভিযুক্ত তরুণ নাবালিকাকে প্রস্তাব দেয় ঘুরতে যাওয়ার জন্য। নাবালিকা সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গাড়িতে ওঠে। তারপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় নাবালিকা। প্রায় দেড়মাস বাদে ধূপগুড়ির এক জায়গা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার পর জানা যায়, সে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। নাবালিকা তার পরিবারকে জানায়, একটি ঘরে প্রায় দেড়মাস ধরে ওই তরুণ তাকে আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণ করে। নাবালিকার পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত। মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'দশজনের সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

হাঁস ও মুরগির ছানা বিলি

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর জানাল, গ্রামের মহিলাদের রোজগারের ব্যবস্থা করতে হাঁস ও মুরগির ছানা বিলি করবে তারা। চলতি বছর জলপাইগুড়ি জেলায় দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা ২৪,৪৬০ জন মহিলাকে ১০টি করে মুরগির ছানা ও ৩,৫৩০ জন মহিলাকে খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের ছানা দেওয়া হবে। জেলার ৯টি ব্লক অফিস থেকে উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি থেকে উপভোক্তাদের নামের তালিকা ব্লক অফিসে জমা দেওয়া হবে।

গত বছর জেলায় ২৩,৫৫০ জন মহিলাকে ১০টি করে মুরগির ছানা ও ২২৮২টি হাঁসের ছানা বিলি করা হয়েছিল। জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপঅধিকর্তা সুবোধ পাল জানান, হাঁস ও মুরগির ডিম বিক্রি করে শুধু উপার্জন নয়, পরিবারের অপুষ্টিও দূর হবে।

প্রতিবাদ সভা

মালবাজার, ২৩ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বুধবার মাল ব্লকে তেশিমলার মিঠু মোড় এলাকায় সভা করল কয়েকটি মুসলিম সংগঠন। কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিহানায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ওই সভায়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচারের দাবি তোলেন সংগঠনের নেতারা। সভায় জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি সফিকুল মৌলানা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নেতারা।

তিস্তা ব্যারেজ সেতু বন্ধ থাকার প্রভাব ওদলাবাড়ি, গজলডোবায়

ভিনরাজ্যে তিনশো ডাম্পার

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৩ এপ্রিল : কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে ওদলাবাড়ি এবং গজলডোবার প্রায় তিনশো ডাম্পার। গতবছর ৪ অক্টোবর থেকে তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে বালি, পাথর পরিবহণে যুক্ত ডাম্পার চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল জেলা প্রশাসন। ২৭ এপ্রিল থেকে সেখান দিয়ে সমস্ত রকমের গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে ১৪০ দিনের জন্য।

ওদলাবাড়ির ব্যবসায়ী নীতীশ আগরওয়ালের নামে নয়টি ১২ চাকার ডাম্পার রয়েছে। এতগুলো ডাম্পার নিয়ে কী করবেন? নীতীশের উত্তর, 'অসমে পাঠিয়ে দেব। ওখানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ চলছে। মাসিক ভাড়ার চুক্তিতে অসমের ঠিকাদারদের অধীনে আগামী কয়েকমাস চালানো হবে।'

ভরা কাজের মরশুমে ওদলাবাড়ির লেতি, ঘিস এবং চেল নদী থেকে বালি-পাথর তুলে ডাম্পারগুলো পাড়ি দিত চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে। নাহলে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যেত। শিলিগুড়িতেও যেত বেশ কয়েকটি ডাম্পার। এই কারবারে লাভ হচ্ছে দেখে এলাকার অনেকে ইএমআই দিয়ে ডাম্পার কেনেন। লাভের টাকা ভালোই ঘরে আসছিল।

- ফাইলচিত্র

> বাইরে না পাঠিয়ে উপায় কী? কতদিন আর ঘরে বসিয়ে রাখব? চালক, খালাসিদের মাসে মাসে বেতন দিতে হবে। তার ওপর ইএমআই রয়েছে। গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ রয়েছে। এগুলো সামলাতে হবে তো!
>
> **রাসেল সরকার**
> *সভাপতি, ওদলাবাড়ি ট্রিপার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন*

ওদলাবাড়ির মতো ছোট জায়গায় ডাম্পারের সংখ্যা একটা সময় বেড়ে প্রায় পাঁচশো হয়ে গিয়েছিল। জোয়ার এসেছিল স্থানীয় অর্থনীতিতেও।

এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। এর মধ্যে প্রথম ধাক্কাটা লাগে গতবছর অক্টোবরে। এরপর বাংলাদেশে চেল, ঘিস এবং লেতির বালি-পাথরের চাহিদা কমে যাওয়ায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে পরিবহণের দরও কমিয়ে দেন রপ্তানিকারকরা। দু'বছর আগেও প্রতি টন বালি-পাথরের জন্য মিলত ৫০০-৬০০ টাকা (একেকটি ১২ চাকার ডাম্পারে ন্যূনতম ৪০ টন থাকে)। সেটা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৩৬০ টাকায়। ডাম্পার মালিকদের ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়তে হয়।

ব্যারেজ বন্ধ হওয়ার পর বিকল্প পথে কখনও কাঠামবাড়ি-ক্রান্তি ক্যানাল রোড ধরে ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি বা ফুলবাড়িতে বালি-পাথর পৌঁছে দেওয়া হত। কখনও আবার মালবাজার, চালসা, ময়নাগুড়ি হয়ে যেত। এতে পরিবহণের খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। অনেকেই সময়ে ফিন্যান্স কোম্পানির ইএমআই মেটাতে পারেননি। রাস্তা থেকে ডাম্পার তুলে নিয়ে গিয়েছেন ফিন্যান্স কোম্পানির লোকজন।

ওদলাবাড়ি ট্রিপার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাসেল সরকারের নামে ১৫টি ডাম্পার চলে। তিনিও অসম অথবা বিহারে ডাম্পার পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাসেল বলেন, 'বাইরে না পাঠিয়ে উপায় কী? কতদিন আর ঘরে বসিয়ে রাখব? চালক, খালাসিদের মাসে মাসে বেতন দিতে হবে। তার ওপর ইএমআই রয়েছে। গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ রয়েছে। এগুলো সামলাতে হবে তো!'

গজলডোবা ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ মণ্ডল জানান, এতদিন ব্যারেজ পেরিয়ে শিলিগুড়িতে বালি-পাথর পরিবহণ করা হত। কিন্তু এখন অনেকটা ঘুরে শিলিগুড়িতে যেতে যা খরচ, সেই অনুযায়ী বালি-পাথরের দাম মেলে না। শিলিগুড়ির কারবারিদের কাছে তাই এই মুহূর্তে মহানন্দা এবং বালাসন নদীর বালি-পাথরের কদর বেড়েছে। আক্ষেপের সুরে বললেন, 'গত ছয়মাস ধরে ডাম্পার বসে আছে। লোকসানের বহর বেড়েই চলেছে। আর পারা যাচ্ছে না।'

সামনেই বর্ষা। ফুলেফেঁপে উঠবে নদীগুলো। সেসময় সেখান থেকে বালি-পাথর তোলায় প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। তখন কী করবেন ডাম্পার মালিকরা?

মৃত হরিদাস রায়ের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের ভিড়।

দার্জিলিংয়ে কাজে গিয়ে মৃত শ্রমিক

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : ফের বাইরে কাজে গিয়ে বুধবার এক শ্রমিকের মৃত্যু হল। এবার দার্জিলিংয়ে নির্মাণকাজ করতে গিয়ে মাটি ধসে বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দামবাড়ি এলাকার শ্রমিক হরিদাস রায়ের (৪০) মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে হরিদাস গ্যাংটকে কাজ করতেন। এবারে বাড়ি ফেরার পর আর সেখানে না গিয়ে দার্জিলিংয়ে কাজে যান। সেখানে তিনি রাজমিস্ত্রির ঠিকাদারির কাজ করতেন। বুধবার সকালে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য পিলার তৈরির গর্তে নেমে তিনি মাপজোখের কাজ করছিলেন। তখনই মাটি ধসে তিনি গর্তের ভিতরেই আটকে যান। তড়িঘড়ি মাটি সরিয়ে হরিদাসকে দার্জিলিং হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। হরিদাসের সঙ্গে কর্মরত অন্য শ্রমিকরা তাঁর পরিবারে ফোন করে ঘটনা জানান। এরপরই পরিবারের লোকেরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

শ্রমিকের মৃত্যু

- হরিদাস বুধবার সকালে বিল্ডিং নির্মাণের পিলারের গর্তে নেমেছিলেন
- তখনই মাটি ধসে তিনি গর্তের ভিতরে আটকে যান
- পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন

মৃতের এক দাদা ধনপতি রায় বলেন, 'ভাই বাড়িতে না থাকায় তাঁর স্ত্রী দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই তিনি প্রথম খবর পান। তারপরই আমরা ঘটনাটি জানতে পারি। এরপর ধূপগুড়ি থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।' এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে গধেয়ারকুঠির গ্রাম পঞ্চায়েতের চরচরাবাড়ির বাপের বাড়িতে থাকা হরিদাসের স্ত্রী সহ অন্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। দামবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দা খুশি মণ্ডল জানিয়েছেন, হরিদাস দীর্ঘদিন ধরেই বাইরে ঠিকাদারির কাজ করতেন। এদিকে মৃত শ্রমিক পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য ছিলেন। স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে সংসারের হাল ধরতেই তিনি অতিরিক্ত আয়ের আশায় বাইরে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনা শোনার পর ওই শ্রমিকের দামবাড়ির বাড়ির সামনে প্রতিবেশীরা ভিড় জমিয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার একই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেমটিয়া এলাকাতে কেরলে কর্মরত অপর শ্রমিকের নিথর মৃতদেহ এসে পৌঁছেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য তরুণকে ভিনরাজ্যে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের লোকেরা দাবি তুলেছেন। ওই ঘটনাতে মৃত সুশান্ত রায়ের পরিবারও ধূপগুড়ি থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

ভুয়ো মিটারে জ্বলছিল আলো

আবদুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২৩ এপ্রিল : নথি লাগবে না! শুধু টাকা দিলেই মিলছে বিদ্যুৎ সংযোগ। এভাবে বাড়িতে ভুয়ো মিটার বসিয়ে ঠকানো হচ্ছে উপভোক্তাদের। বানারহাট ব্লকে এরকমই একটি প্রতারণাচক্রের খোঁজ মিলেছে।

ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সজনাপাড়া খড়িয়াবস্তির লছমি খড়িয়া, শুক্রা খড়িয়াদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় কানেকশনের আবেদনও করতে পারছিলেন না। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নকল বৈদ্যুতিক মিটার সরবরাহ করছেন চক্রটির সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দা লছমি খড়িয়া বলেন, 'কাগজপত্র না থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে পারছিলাম না। একজন এসে বলে ১৮০০ টাকায় মিটার লাগিয়ে দেবে। সেইমতো টাকা দিই। পরে জানতে পারি মিটারটা নকল।' এভাবেই মাস ছয়েক ধরে ভুয়ো মিটারে আলো জ্বলছিল, ফ্যান চলছিল। কিন্তু এত মাস কেটে যাওয়ার পরেও বৈদ্যুতিক বিল না আসায় সন্দেহ হয় তাঁদের। তাঁরা বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিনোদ রায়কে জানান। তিনি প্রতারিতদের বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ করতে বলেন।

জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীর পরিচয়ে ওই বাসিন্দাদের বাড়িতে যে মিটার বসানো হয়েছিল, সেগুলি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান থেকে ক্রয় করা সাব-মিটার। গয়েরকাটা বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার অলোক প্রধান বলেন, 'এই ধরনের মিটার বিদ্যুৎ দপ্তর সরবরাহ করে না। ওরা এই মিটার কোথা থেকে পেল, জানা নেই। গ্রাহকদের আরও সচেতন হতে হবে।' এধরনের কাজে বিদ্যুৎ বিভাগের কেউ জড়িত নেই বলে দাবি তাঁর। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

ব্যাটারি চুরি

চালসা, ২৩ এপ্রিল : জনবহুল বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার এলাকায় মঙ্গলবার রাতে একসঙ্গে দুটি ট্রাকের ব্যাটারি চুরি হয়েছে। বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের জাতীয় সড়কের পাশে পেট্রোল পাম্পে রাখা ছিল ট্রাক দুটি। গাড়ির জানলা ও তালা ভেঙে ব্যাটারি চুরি হয়ে যায়। বুধবার সকালে গাড়ির চালক এলে বিষয়টি তাঁর নজরে পড়ে।

দক্ষিণ ধূপঝোরার বাসিন্দা গাড়ির মালিক ইয়াসিন আলি বলেন, 'এর আগেও এই পেট্রোল পাম্প থেকে ট্রাকের ব্যাটারি চুরি হয়েছে।' হাফিজুল ইসলাম নামে আরেকজনের ট্রাক থেকেও এদিন ব্যাটারি চুরি হয়েছে। চুরির কিনারা করতে পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন গাড়ির মালিকরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সচেতনতা শিবির

মেটেলি, ২৩ এপ্রিল : চা বাগানের মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের বিষয়ে সচেতন করতে শিবিরের আয়োজন করল মাটিয়ালি ব্লক প্রশাসন। মঙ্গলবার থেকে বিভিন্ন চা বাগানে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার আইভিল ও বুধবার ইনডং চা বাগানে মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে শিবির করা হয়। শিবিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের ফলে মহিলারা কী সরকারি সুযোগ সুবিধা পাবেন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে সেবিষয়ে জানানো হচ্ছে। শিবিরে ছিলেন মাটিয়ালি বিডিও অভিনন্দন ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকি, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান প্রমুখ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সুরের আসর।। তারাপীঠে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির ঋতুপর্ণা অধিকারী।

বদলি দুই ভূমি আধিকারিক

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : রাজ্যজুড়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। এই রদবদলে একযোগে বদলি করা হল রাজগঞ্জ ও মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের। জমি দুর্নীতিতে বারবার নাম জড়িয়েছে এই দুই ব্লকের। প্রশাসন ও শাসক তৃণমূল বিষয়টিকে রুটিন বদলি হিসেবে চালাতে চাইলেও তা মানতে নারাজ বিরোধীরা। ফলে একসঙ্গে এতজন আধিকারিকের বদলির ঘটনায় উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

গত ২১ এপ্রিল নবান্ন থেকে বদলি সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি হয়। সেই নির্দেশিকায় রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকেই আধিকারিকদের বিভিন্ন জায়গায় বদলি করা হয়। দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'প্রতি দুই-আড়াই বছর অন্তর এমনটা হয়েই থাকে।' নির্ধারিত সময়ের আগেই রাজগঞ্জ বা মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের বদলি কেন?

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় বছর দেড়েক আগে রাজগঞ্জ ব্লকে বিএলআরও পদে দায়িত্ব নেন সুখেন রায়। মাত্র কয়েকমাস আগে মাটিগাড়াতে বিএলআরও পদে যোগ দেন ক্লেমেন্ট ক্রিসথোপ ভুটিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার এই দুই এলাকার জমি দুর্নীতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এই ব্যাপারে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সমন পাঠক বলেন, 'এই সরকারের আমলে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি তো অবশ্যই হয়েছে। জমি দুর্নীতিতে যতজন গ্রেপ্তার হয়েছে সবই তো তৃণমূলের লোকজন। সব দুর্নীতির মাথায় রয়েছে তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকার। দুর্নীতি আড়াল করার জন্য নীচুতলার আধিকারিকদের বদলি করা হচ্ছে। গোটাটাই আইওয়াশ।'

> এসব বদলি করে আসলে লোকদেখানো কাজ করছে রাজ্য সরকার। সরকারি মদতে বাজার থেকে যা টাকা তোলার এই আধিকারিকদের অনেকেই সেটা তুলে ফেলেছেন।
>
> **জয়ন্ত রায়**
> *সাংসদ, জলপাইগুড়ি*

প্রায় একইভাবে শাসকদলকে একহাত নিয়েছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়। তিনি বলেন, 'এসব বদলি করে আসলে লোকদেখানো কাজ করছে রাজ্য সরকার। সরকারি মদতে বাজার থেকে যা টাকা তোলার এই আধিকারিকদের অনেকেই সেটা তুলে ফেলেছেন। সমস্ত দুর্নীতিতে জড়িত তৃণমূল নেতারা, নেতাদের নির্দেশে আধিকারিকরা বাধ্য হচ্ছেন এসব দুর্নীতিতে জড়াতে।'

যদিও বিরোধীদের কথায় আমল দিতে নারাজ শিলিগুড়ির মেয়র ও তৃণমূলের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না। রাজ্যের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই গোটা বিষয়টা দেখছেন।' গৌতম এমনটা দাবি করলেও অনেকের অভিযোগ, বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া দুর্নীতিতে তৃণমূলেরই হাত রয়েছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা সহ বিভিন্ন শহর ও জেলাতে বহু তৃণমূল নেতার নাম জমি কাণ্ডে জড়িয়েছে বিভিন্ন সময়। ফলে শুধু আধিকারিকদের বদলিতে এই দুর্নীতি রোখা সম্ভব নয় বলেই মন্তব্য করেছে বিরোধীরা।

মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিহানায় মৃত পর্যটকদের প্রতি বুধবার জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় রাজীব ভবনের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে জেলা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কর্মী-সমর্থকরা। হত্যালীলার প্রতিবাদ, গোয়েন্দা বিভাগ ও সরকারের ব্যর্থতাকে ধিক্কার জানিয়ে মিছিল করে সিপিএমের সদর পূর্ব এরিয়া কমিটি। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট মার্চেন্ট রোড অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক মাড়োয়ারি সম্মেলন ও মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ একত্র হয়ে শহরের পিসি শর্মা মোড়ে শহিদ বেদিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। মার্চেন্ট রোড ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির তরফে বুধবার রাত ৮টায় মার্চেন্ট রোডের প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ৫ মিনিটের জন্য লাইট বন্ধ রেখে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়।

এছাড়াও কালো ব্যাজ পরে মোমবাতি হাতে মৌনমিছিল করেন তাঁরা। নাগরিক সংসদের তরফে থানা মোড়ে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। নাগরাকাটাতেও বুধবার কাশ্মীরে নিহতদের স্মরণে মোমবাতি মিছিল করেন এলাকার বাসিন্দারা। জাতীয় পতাকা নিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানান তাঁরা। বুধবার ময়নাগুড়ি শহরে বিজেপির কার্যালয় থেকে মৌন মিছিল বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে শহরের কেন্দ্রস্থল ট্রাফিক মোড়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে শোকজ্ঞাপন করা হয়। বিজেপির ময়নাগুড়ি টাউন মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বর্ধন বলেন, 'এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।'

সীমানা প্রাচীর নেই, মাঠে চরে গোরু-ছাগল

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৩ এপ্রিল : নানা সমস্যায় জর্জরিত রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরির ফকিরটিপ এসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কবে এই সমস্যাগুলির সমাধান হবে তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। ১৯৬২ সালে স্থাপিত এই স্কুলটি বেলাকোবা-ফাটাপুকুর রাজ্য সড়ক সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০৪ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৬ জন।

স্কুলটি রাজ্য সড়ক সংলগ্ন। এদিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় নিরাপত্তাজনিত কারণে অভিভাবকদের অনেকেই সন্তানকে এই স্কুলে ভর্তি করছেন না, জানালেন প্রধান শিক্ষক কুমারেশ রায়। স্কুল চত্বরে মদের বোতল পড়ে আছে।

ফকিরটিপ, কালোয়ার বাড়ি ইত্যাদি এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এই স্কুলে পড়াশোনা করছে। নিকটবর্তী প্রাথমিক স্কুল প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে শিকারপুরে। সীমানা প্রাচীর না থাকায় স্কুল চত্বরে অবাধে বিচরণ করছে গোরু-ছাগল। অভিভাবক বেবি রায় বললেন, 'রাজ্য সড়ক সংলগ্ন স্কুলে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত খুব দুশ্চিন্তায় থাকি।' সমস্যা আরও রয়েছে। যেমন, ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত বেঞ্চ না থাকায় প্রাকপ্রাথমিক এবং প্রথম শ্রেণির পড়ুয়াদের মেঝেয় বসে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষিকা রুমকি দত্ত পাল বললেন, 'সব ক্লাসে পড়ুয়াদের বসার ব্যবস্থা থাকা দরকার।'

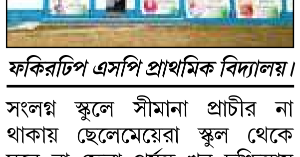

ফকিরটিপ এসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গভীর নলকূপ থাকলেও সবসময় তাতে জল মেলে না। এছাড়া জল আয়রনযুক্ত। ওই জলই পড়ুয়াদের বাধ্য হয়ে পান করতে হচ্ছে। আয়রনযুক্ত জল দিয়ে মিড-ডে মিল তৈরির কাজও চলছে। সেই মিড-ডে মিল খাওয়ার আলাদা ঘরও নেই। স্কুলের আরেক শিক্ষিকা নিবেদিতা দাস বললেন, 'মিড-ডে মিল খাওয়ানোর জন্য পৃথক জায়গা দরকার। এছাড়া জলের ব্যবস্থা না থাকায় স্কুলের শৌচাগারের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর।' এ ব্যাপারে ডিআই (প্রাথমিক বিদ্যালয়) শ্যামল রায় বলেন, 'স্কুল ইনস্পেকটরের কাছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে আবেদন করতে হবে। আমরা ওই আবেদন হাতে পেলে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেব।'

গুলি চলছে শুনেই অসুস্থ বোধ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল : 'বাহার মত যাইয়ে। গোলিয়া চল রহে হে।' চিৎকার করে হোটেলকর্মীর বলা সেই কথাগুলো এখনও কানে বাজছে সাগর চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের লোকজনের। আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা সাগর, বাবা সজল চক্রবর্তী, মা শুক্লা চক্রবর্তী ও স্ত্রী প্রিয়াংকা চক্রবর্তীকে নিয়ে শ্রীনগরে গিয়েছেন ঘুরতে। মঙ্গলবার দুপুরে যেখানে সেই জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে, তার থেকে ৩ কিলোমিটার দূরের হোটেলে ছিলেন তাঁরা। বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে সেদিন আর বৈসরণ যাননি। ভেবেছিলেন, বুধবার যাবেন 'মিনি সুইজারল্যান্ড' ঘুরতে। তাহলে কী যে হত, ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠছেন সাগররা।

চারজন মিলে গত ১৫ এপ্রিল ট্রেনে রওনা দিয়েছিলেন শ্রীনগরের উদ্দেশে। পহলগামে তিনদিন থাকার পরিকল্পনা করে ২২ এপ্রিল সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা দেন। মঙ্গলবার দুপুরে আড়াইটে নাগাদ তারা পহলগামে পৌঁছান। হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে বাইরে বেরোনোর পরিকল্পনা ছিল।

যেই না বের হতে যাবেন, পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন হোটেলের কর্মীরা। বুধবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে সাগর বললেন, 'আমরা আগে কিছু বুঝিনি। তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পারি বাইরের পরিস্থিতির কথা। তারপর সারারাত হোটেলের ঘরে বন্দি ছিলাম। বারবার হোটেলের কর্মীদের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলাম, বাইরে কী চলছে।'

কাশ্মীরে সাগর চক্রবর্তী।

সেই মুহূর্তে হাত-পা কাঁপছিল তাঁদের। সাগরের বয়স্ক বাবা খবর শোনার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। সন্ধে থেকেই হোটেলের সামনে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা পাহারায় ছিলেন। আর হোটেলের লোকও খুব সহযোগিতা করেছেন, বলছিলেন সাগররা।

সাগরের স্ত্রী প্রিয়াংকা বলেন, 'রাতে বাইরে গিয়ে খাবার খাওয়ার উপায় ছিল না। সাহসও ছিল না। এবারই প্রথম কাশ্মীর ঘুরতে আসা। কিন্তু প্রথমবার এসেই যা অভিজ্ঞতা হল, তা জীবনে ভোলার নয়।'

এদিন সকালে সেনাবাহিনীর তরফে তাঁদের বাসে করে শ্রীনগর পাঠানো হয়। পহলগাম থেকে দূরে গিয়ে তাঁরা খানিকটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন। বুধবার রাতটা তাঁরা শ্রীনগরের একটি হোটেলেই কাটিয়েছেন।

বুধবার দুপুরেই তো তাঁদের বৈসরণে ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল। সাগর বলেন, 'এই ঘটনার পর আমরা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি যে আর কিছু ভাবতেই পারছি না। কেবল ভাবছি, কতক্ষণে নিজের বাড়িতে যেতে পারব।' বুধবার তাঁরা বিমান বা ট্রেনের টিকিট কাটতে পারেননি। চেষ্টা করছেন, বৃহস্পতিবার যেভাবেই হোক কাশ্মীর ছাড়বেন। তবে তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে টিকিটের সাংঘাতিক দাম। যা-ই হোক, মৃত্যু উপত্যকায় আর থাকতে চাইছেন না সাগররা।

রক্তাক্ত ভূস্বর্গ

বৈসরণ ভ্যালি পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বুধবার পহলগামের কাছে।

ফেরার টিকিট খুঁজতে হাহাকার

বিশ্বজিৎ সাহা

গুলমার্গ, ২৩ এপ্রিল : বাড়ি ফেরাটাই এখন যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে মাথাব্যথার সবথেকে বড় কারণ। বিমানের টিকিটে তো হাত ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। ট্রেনের টিকিটেরও হাহাকার।

যেমন ধরা যাক বেঙ্গালুরু থেকে আসা দম্পতি নন্দিশ বাসবরাজ ও বাঁশুরি বাসবরাজের কথা। আগামী শনিবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁদের। আগে যাতায়াতের টিকিটের দাম পড়েছিল ৩৮ হাজার টাকা। জঙ্গি হামলার জেরে সমস্ত ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করে ৩০ হাজার টাকায় স্রেফ ফেরার টিকিট কেটে বুধবারই গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর হয়ে কাশ্মীর ছাড়লেন তাঁরা।

সপরিবার কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী, ব্যারাকপুরের বাসিন্দা জয়ন্ত সরকার। মঙ্গলবার গুলমার্গে পৌঁছেছিল ৮ সদস্যের পর্যটকদলটি। এর আগে দু'বার কাশ্মীরে আসার পরিকল্পনা ছিল জয়ন্তদের। একবার পারিবারিক কারণে, আরেকবার পুলওয়ামার ঘটনার জেরে আসতে পারেননি। মঙ্গলবার দুপুরে গুলমার্গে গন্ডোলা রাইড করে নামার সময় ছোট ছেলের ফোনেই প্রথম হামলার খবর পান। ঘটনার পর সড়কপথে ও রেলপথে বাড়ি ফেরার ভাবনা বাতিল করে চড়া দামে অনলাইনে বিমানের টিকিট কেটে ফেলেন তাঁরা। টিকিটের দাম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জয়ন্ত বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এভাবে বিমানের টিকিটের দাম দ্বিগুণ ও তিনগুণ হয়ে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সরকারের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।'

আতঙ্কিত পর্যটকদের নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি কোনও উদ্যোগ বুধবার পর্যন্ত চোখে পড়েনি। তাতে ব্যাপক ক্ষুব্ধ পর্যটকরা। অথচ কাশ্মীরের স্থানীয়রা কিন্তু তাঁদের জন্য যথাসাধ্য করছেন। স্থানীয় ট্যাক্সিচালকরা পর্যটকদের জন্য বিনামূল্যে ট্যাক্সি পরিষেবা দিচ্ছেন। তাহলে সরকার কেন বিমানের টিকিটের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে না? প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ পর্যটকরা।

অনেকদিন থেকেই ভূস্বর্গের সৌন্দর্য উপভোগ করার ইচ্ছা ছিল জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ২৫ বছরের রায়া সরকারের। ভ্রমণের প্রথম পাঁচদিন চুটিয়ে ঘুরেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে পহলগামের খবর শোনার পরই ছন্দপতন। বুধবারই সেখানে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল। পরিকল্পনা বদলে গুলমার্গ থেকে সোজা শ্রীনগরে চলে গিয়েছেন। ফেরার জন্য ট্রেনের টিকিট বাতিল করে বাড়তি টাকা দিয়ে ২৬ তারিখের বিমানের টিকিট পেয়েছেন রায়ারা।

মুম্বইয়ের বাসিন্দা সন্দীপ সিন্ধে মঙ্গলবারের ঘটনার সময় সপরিবারে পহলগামে ছিলেন। বৈসরণ যাওয়ার পথে সেনাবাহিনী তাদের আটকে দেয় এবং হোটেলে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়। তখনই জানতে পারেন জঙ্গি হামলার কথা। পহলগামের হোটেলে আতঙ্কের রাত কাটিয়ে বুধবার শ্রীনগরে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। টিকিটের চড়া দামে বাজেট কুলোচ্ছে না তাঁর। সন্দীপের মতোই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন দিল্লি থেকে কাশ্মীর ঘুরতে আসা ২৪ বছরের নেভি অফিসার যশ কৌশল। দুপুরে খাওয়ার পর ঘোড়ায় চেপে বৈসরণ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেসময় ট্যাক্সিচালকদের কাছে শোনেন ঘটনার কথা। বুধবার সকালেই শ্রীনগর ফিরে গিয়েছেন যশও।

ঝোপ বুঝে কোপ বিমান সংস্থাগুলির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : আক্ষরিক অর্থেই কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ দশা চলছে পহলগাম হামলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে। পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনায় এই মুহূর্তে কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। বেড়াতে এসে জঙ্গি হামলার আতঙ্কে ভুগছেন হাজার হাজার পর্যটক। নিরাপদে ঘরে ফিরতে তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু চাইলেই যে সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ, বিমানের টিকিটের আকস্মিক দামবৃদ্ধি। বহু পর্যটক দ্রুত টিকিট বাতিল করে নিজের রাজ্যে ফিরতে চাইছেন। কিন্তু বিমানের টিকিটের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন অনেকেই।

সাধারণ সময়ের তুলনায় এখন শ্রীনগর থেকে দিল্লি বা কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া ছুঁয়েছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। যা মধ্যবিত্ত পর্যটকদের জন্য কার্যত অসম্ভব। এই অবস্থায় বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে টিকিটের দাম নাগালের মধ্যে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু। তিনি বলেছেন, 'পর্যটকরা যাতে শ্রীনগর থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন সেই চেষ্টা করছি। বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে আমরা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি, কোনওরকম দাম বাড়ানো চলবে না। নাগালের মধ্যে টিকিটের দাম রাখতে বলা হয়েছে।' টিকিটের দামের ওপর কড়া নজরদারির কথাও বলেছেন তিনি। বহু পর্যটক ইতিমধ্যে বেশি দামের টিকিট কেটেই ঘরে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছেন।

জঙ্গিদের বাধা দিয়ে হত টাট্টুওয়ালা

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সাহস করে রুখে দাঁড়ানোই কাল হল স্থানীয় টাট্টুওয়ালা সৈয়দ আদিল হুসেন শাহের। পহলগামে হামলাকারী এক জঙ্গিকে বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যু হল তাঁর।

মঙ্গলবার দুপুরে কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় আতঙ্কে যখন পর্যটকরা প্রাণ বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছুটছেন, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ বাধা দেন এক জঙ্গিকে। প্রাণপণে চেষ্টা করেন ওই আক্রমণাত্মক জঙ্গির হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু পারেননি। তাঁর দিকে তাক করা একে৪৭ গর্জে ওঠে। জঙ্গিদের নিরস্ত্র করার দুঃসাহস দেখানোর পরিণাম হিসাবে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আদিল হুসেনের শরীর।

পহলগামের গাড়ি পার্কিং এলাকা থেকে বৈসরণ ময়দান পর্যন্ত পর্যটকদের টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল কাজ সৈয়দ আদিলের। মঙ্গলবারও তিনি এক দম্পতিকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। হামলার সময় তিনি ওই পর্যটকদের রক্ষা করতে গিয়েই সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে নিহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সশস্ত্র হামলাকারীরা আগে নিশানা ঠিক করতে ধর্ম জানতে চাইছিল এবং ধর্মীয় শ্লোক আওড়াতে বলছিল। সেই অনুযায়ী তারা ২৬ জন পর্যটককে চিহ্নিত করে হত্যা করে। তবে স্থানীয়দের মধ্যে একমাত্র সৈয়দ আদিল শাহই নিহত হয়েছেন।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন সৈয়দ আদিল। তাঁর উপার্জনেই সংসার চলত। পরিবার বলতে আদিলের বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা। সমর্থ ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করে সৈয়দের বাবা হায়দার শাহ বলেন, 'মঙ্গলবার জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে তার। এর জন্য যে-ই দায়ী হোক, তারা যেন কঠিনতম শাস্তি পায়।'

বুধবার শতাধিক মানুষ অংশ নেন আদিলের অন্ত্যেষ্টিতে। উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। তিনি বলেন, 'আমি আর কী বলব? আমাদের অতিথিরা ছুটি কাটাতে এসেছিলেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে কফিনবন্দি হয়ে

কাজে পহলগামে গিয়েছিল ছেলে। বিকাল ৩টে নাগাদ আমরা হামলার খবর পাই। ওকে বারবার ফোন করেছিলাম, কিন্তু ফোন বন্ধ ছিল। কোনওভাবেই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। পরে বিকাল ৪টে ৪০ মিনিট নাগাদ ওর ফোন চালু হয়। কিন্তু কেউ ফোন তোলেনি। এরপরেই আমরা দ্রুত থানায় যাই। সেখানেই জানতে পারি, ফিরতে হল তাঁদের। এই তরুণ কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাজে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ফিরলেন কফিনবন্দি হয়ে। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে জঙ্গিদের থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এরপরই তাঁকে গুলি করা হয়। আমরা তাঁর পরিবারের পাশে থাকব। প্রশাসন সাহায্য করবে।'

মূলচক্রী সইফুল্লা কাসুরি

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীহানার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি। কেন্দ্রীয় সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা হাফিজ সঈদের ঘনিষ্ঠ সইফুল্লা। সে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, হত্যালীলা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) চালালেও সন্ত্রাসের ছক সইফুল্লা কষেছিল।

মুখভর্তি দাড়ির সইফুল্লা কাসুরি পাকিস্তানে লস্কর-ই-তৈবার সিনিয়ার কমান্ডার। তার সঙ্গে পাক সেনাবাহিনীর দহরম-মহরম রয়েছে। সশস্ত্র সেনা সইফুল্লার বিলাসবহুল গাড়ি ঘিরে থাকে। লস্করের পেশোয়ারে যে সদর দপ্তর রয়েছে তার প্রধান সইফুল্লা জেইউডির অধীনে থাকা পাক পঞ্জাব প্রদেশের সমন্বয় কমিটিতেও রয়েছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক ২০১৬ সালে জানিয়েছিল, জেইউডি আসলে লস্কর-ই-তৈবার ছদ্মনাম।

গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পহলগাম হামলার ঠিক দু'মাস আগে পাক পঞ্জাবের কাঙ্গালপুরে সইফুল্লাকে দেখা যায়। ওই সময় সেনাকর্মীদের মনোবল বাড়াতে সইফুল্লাকে আমন্ত্রণ করেন পাক সেনার কর্নেল জাহিস জারিন। সইফুল্লার বক্তৃতায় ভারতবিরোধী বার্তা ছিল। সে ভারতীয় সেনার ওপর হামলা চালাতে পরামর্শ দেয়। কাশ্মীর দখলের হুংকার পর্যন্ত দিয়েছে। পাক বাহিনীতে তার জনপ্রিয়তা সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল, পাক সেনাছাউনিতে তার গাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি।

শোকস্তব্ধ গোটা ভারত। এই ছবিটাই যেন তার প্রতিচ্ছবি।

পর্যটকদের স্বপ্নে জঙ্গিহানা

কাশ্মীর মানেই স্বপ্নের ট্রিপ। প্রত্যেকেরই জীবনে ইচ্ছে থাকে অন্তত দু'বার কাশ্মীর যাওয়ার। এক, বরফ দেখতে, দুই, টিউলিপ। চলতি টিউলিপের মরশুমে উত্তরবঙ্গ থেকেও বহু পর্যটক কাশ্মীর যাবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন। কেউ কেউ টিকিটও কেটে ফেলেছিলেন।

সানি সরকার ও অভিজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল : টিউলিপে রক্তের দাগ। ভূস্বর্গ পরিণত মৃত্যু উপত্যকায়। জঙ্গিহানায় হঠাৎ বদলে যাওয়া কাশ্মীরে এখন আর কেউ থাকতে চাইছেন না, ফিরতে চাইছেন নিজভূমে। নতুন করে ভূস্বর্গে যেতে চাইছেন না তেমন কোনও পর্যটকই। মানতেও পারছেন না, দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লালন করা কাশ্মীর বেড়ানোর স্বপ্ন এভাবে চুরমার হয়ে যাবে। 'আজ ইচ্ছে হল, কাল চললাম', - এভাবে তো ভূস্বর্গে যাওয়া যায় না। কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা নিতে হয় অনেকদিন ধরে। নতুন করে পরিকল্পনা নিয়ে ফের কি ব্যাগ গোছানো সম্ভব? পহলগামে জঙ্গিহানা এবং পর্যটক নিধনের ২৪ ঘণ্টার পর উত্তর খোঁজার চেষ্টায় পর্যটকরা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টিভির সামনে বসেই ভূস্বর্গে রক্তের দাগ দেখেছেন শ্রেয়সী দাশগুপ্ত। তখনই তাঁর মনে অমঙ্গলের বান ডেকে যায়। তাহলে কী হবে? নিজের মতো করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন বারবার। কর্মস্থল থেকে রাতে স্বামী প্রীতম ফিরলে দুজনে বসে পড়েন পহলগাম যাওয়ার আলোচনায়। কিন্তু কিছুতেই নিজেদের কর্তব্য ঠিক করতে পারেননি। বুধবার সকালে বুকিং বাতিল করে দেন। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার শ্রেয়সী বললেন, 'প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই। কিন্তু কাশ্মীর যাব বলে এবার পুজোয় কোথাও যাইনি। টাকাটা জমিয়ে রেখেছিলাম। ৩০ এপ্রিল কলকাতা থেকে বিমান ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সাহস হল না। ট্যুর প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছি।' ভবিষ্যতে কোনওদিন যাওয়া হবে কি না, অনিশ্চয়তায় তিনি।

মে মাসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কামাখ্যাগুড়ির

দেবাশিস গোপ। তবে জঙ্গিদের বন্দুকের নিশানা পর্যটকরা হওয়ায় ভূস্বর্গে যাওয়া ঠিক হবে কি না, দ্বিধায় রয়েছেন তিনি। দেবাশিস বলছেন, 'কাশ্মীর আমি ঘুরে এসেছি। এবার পরিবারকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। আরও পনেরোদিন দেখব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।' তবে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে নারাজ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা শিবনাথ দাস। বুধবার ট্যুর প্রোগ্রাম বাতিল করে দেন তিনি। আগামী মাসে সাতজন মিলে তাঁদের ভূস্বর্গে যাওয়ার কথা ছিল। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কর্মী শিবনাথ বলছেন, 'ট্রেনের টিকিট কাটা সহ ঘুরতে যাওয়ার সমস্ত কাজ সেরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যাচ্ছি না।' পর্যটকদের বুকিং বাতিলে চিন্তায় পড়েছেন আলিপুরদুয়ারের ট্রাভেল এজেন্ট, পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এমনই একজন স্বরূপ দে বলেন, 'যেভাবে বুকিং বাতিল হচ্ছে, তা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাদের। এমনটা চলতে থাকলে ব্যবসায় চরম ক্ষতি হবে।'

পহলগামের ঘটনায় দুশ্চিন্তায় কাশ্মীর সফর বাতিল করেছেন কিশোরকুমার সিনহা। স্ত্রী মীনাক্ষী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে একটি পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে আগামী মাসের শুরুতেই তাঁর শ্রীনগরে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে পহলগাম, গুলমার্গ। সফর বাতিল করে কিশোরকুমার বলছেন, 'জঙ্গিদের বন্দুকের সামনে তো পরিবার নিয়ে দাঁড়াতে পারি না? তাই আর কাশ্মীর যাচ্ছি না। ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতে করব।'

আসলে পহলগামে জঙ্গিহানা ভূস্বর্গের পর্যটনের ভীতটাই নাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুতেই কাশ্মীরে পা রাখতে চাইছেন না পর্যটকরা। কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেন পর্যটকরা, জঙ্গিরা যেন সেই স্বপ্নেই আঘাত এনেছে।

বড় কিছু হতে পারে, ইঙ্গিত ছিলই!

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। মৃতদের মধ্যে ২৭ জন পর্যটক। একসঙ্গে এতজন পর্যটকের খুন হওয়ার ঘটনা উপত্যকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। মঙ্গলবারই পহলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি)-র ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। এদিকে গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, কাশ্মীরে জঙ্গিরা যে বড় কোনও ঘটনা ঘটাতে চলেছে দিনকয়েক আগেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঘাঁটি গেড়ে থাকা এক জঙ্গি নেতার একটি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য গোয়েন্দাদের নজরে এসেছিল। কিন্তু সেই বার্তা বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ করার আগেই পহলগামে হামলা চালায় জঙ্গিরা।

হামলার চরিত্র বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একমত যে পুরোদস্তুর ছক কষেই মঙ্গলবারের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। হামলার আগে এলাকায় রেইকি চালিয়েছিল জঙ্গিরা। যে দলটিকে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে কাশ্মীরি ও পাকিস্তানি দুই তরফের জঙ্গিরা ছিল। ইতিমধ্যে ৩ জন জঙ্গির নাম সামনে এসেছে। আসিফ ফৌজি, সুলেমান শাহ এবং আবু তালহা। আততায়ীদের অন্তত ২ জন পাকিস্তানের নাগরিক। আরও জানা গিয়েছে, জঙ্গিদের সঙ্গে থাকা বডি ক্যামেরা ও হেলমেট মাউন্ট ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে থাকা মাস্টারমাইন্ডরা হত্যার খুঁটিনাটি দেখেছে। শুধু তাই নয়, গণহত্যা চলাকালীন আততায়ীদের রিয়েল টাইম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসাবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার নাম সইফুল্লা কাসুরি ওরফে খালিদ। লস্করের সিনিয়ার কমান্ডার খালিদের টিআরএফের অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা দুই সংগঠনের অভিন্ন উৎসের প্রমাণ। সব মিলিয়ে সীমান্তপার থেকেই যে যাবতীয় পরিকল্পনা ছকা হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কাশ্মীর পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টিআরএফকে সামনে রেখে কাশ্মীরে জঙ্গিবাদকে নতুন পথে চালিত করছে পাকিস্তান। সাধারণ কাশ্মীরি ও সেখানে বেড়াতে যাওয়া

ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে লস্করের ছায়া সংগঠনটি।

তথ্য বলছে, ২০১৯-এ লস্করের মুখোশ হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল টিআরএফ। ২০২১ থেকে কাশ্মীরে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে তারা।

ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ বৈশাখ ১৪৩২

হত্যা ও ধন্দ

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ পরবর্তী জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দাবি এবং প্রচারকে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল পহলগামের বৈসরণে নারকীয় সন্ত্রাস। জম্মু ও কাশ্মীর বরাবরই জঙ্গি হামলার জেরে খবরের শিরোনামে থাকে। তবে ভূস্বর্গের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে যাওয়া পর্যটকদের ওপর এত বড় হামলা এই প্রথম।

তার ওপর পরিচয় জেনে বেছে বেছে পর্যটকদের ওপর গুলিবৃষ্টির নজিরও অতীতে ছিল না। হামলায় বাধা দিতে গিয়ে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে স্থানীয় সহিস সৈয়দ আদিল হুসেনের। জঙ্গি হামলায় নিহতদের তালিকায় তিনিই একমাত্র কাশ্মীরি। এর আগে নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের ওপর অনেকবার জঙ্গি হামলা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় রক্ত ঝরেছে কাশ্মীরি পণ্ডিত এবং ভিনরাজ্য থেকে গিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের।

কিন্তু পরিচয় জেনে পর্যটকদের যে নারকীয় হত্যালীলা মঙ্গলবার পহলগামে ঘটেছে, তা দেখে শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। দেশের নাগরিকের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ এই জঘন্য অপরাধে জড়িতদের কঠোর শাস্তি চাইছেন। নিহতদের জন্য শোকস্তব্ধ সাধারণ কাশ্মীরিরাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা প্রমুখ সকলেই ভবিষ্যতে এই ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা চান।

ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দফায় দফায় বৈঠক করেছে। তাতে এখনও পর্যন্ত চারজন হামলাকারীর প্রাথমিক পরিচয় সামনে এসেছে। তাদের স্কেচ আঁকা হয়েছে। তা থেকে জানা গিয়েছে, ওই চারজনের দুজন পাকিস্তানি, বাকি দুজন কাশ্মীরি জঙ্গি। হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট।

পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয়। কাজেই মুখে স্বীকার না করলেও হামলার দায় পাকিস্তান সরকার, সেদেশের সেনাবাহিনী এবং আইএসআইয়ের বলে মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই দুষ্কর্মের জন্য অতীতের মতো আবার তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হতে পারে বলে চর্চা চলছে।

সবচেয়ে বেশি আলোচনার কারণ হয়ে উঠেছে পরিচয় জেনে পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জঙ্গিরা হামলার আগে বৈসরণ এলাকায় রেইকি করেছিল। তাদের এই গতিবিধি গোয়েন্দারা জানতে পারল না। ফলে প্রতিরোধের আগাম বন্দোবস্ত করা গেল না। যা সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বটেই, বিজেপির ছোট-বড় নেতারা এতদিন প্রচার করেছেন, ৩৭০ রদ পরবর্তী কাশ্মীর শান্তির মরূদ্যান হয়ে উঠেছে।

পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা সেই প্রচারে নিঃসন্দেহে চপেটাঘাত। যে সদ্য বিবাহিত তরুণী স্বামীকে হারিয়েছেন, যে সন্তান বাবাকে আচমকা গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে, তাদের চোখের জলে স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের কাশ্মীর নীতিতে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো থেকে গিয়েছে। মাত্র কয়েকমাস আগে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচিত সরকার তৈরি হয়েছে। পর্যটনকে সামনে রেখে স্থানীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

সেই স্বপ্নই যেন মঙ্গলবার গুলিবিদ্ধ হল। সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়ে কাশ্মীরকে নিজের দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেও ভারতের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যে নড়েচড়ে বসেনি, সেটা প্রমাণ হল। জঙ্গি হামলার স্থান, সময় এবং নিশানা নির্বাচন এই ঘটনার তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটকদের পরিচয় জেনে এই আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে তাই বহু প্রশ্ন আছে। পহলগামে রক্ত ঝরেছে মানবতার, পারস্পরিক বিশ্বাসের এবং ভরসার।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

কাশ্মীর বললে এখন যা মনে পড়ে/১

পর্যটনকে ঘিরে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন যেসব কাশ্মীরবাসী, তাঁরা কেউ হিন্দু হত্যা করে জান্নাত নিবাসী হতে চাইবেন না।

সেবন্তী ঘোষ

আবার একটি কফিনের সামনে কাশ্মীরি মহিলারা। পহলগামে জঙ্গি হানায় মৃত তরুণের গ্রামে। বুধবার।

শৈশবে মা-বাবার সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালির কাছে তখন দিঘার চল শুরু হয়নি। দার্জিলিং, পুরী ও সঙ্গে কাশ্মীর ছিল অবশ্য দর্শনীয় স্থান। সত্তরের শেষ, আশির শুরু বলে রাজনৈতিক সমস্যা তেমনভাবে ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাশ্মীরবাসীর সৌন্দর্যে আমাদের সবার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

সে সময় দেশাত্মবোধ প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক দায় ছিল না বলে তাঁরা বেশ আলগা আলগাই ছিলেন, যেমনটা আমরা হাতের কাছে দার্জিলিংয়েও দেখতাম। বেড়াতে গিয়ে পহলগাম পেরিয়ে কোথায় সীমান্ত, তা কেউ দেখাননি, আমরাও উৎসাহী ছিলাম না।

এরপর সিন্ধু-শতদ্রু-গঙ্গা-ঝিলমে আঁকাবাঁকা তরবারির ছায়া খেলে গিয়েছে। বাঁকা স্রোত আর সোজা পথে না গিয়ে জটিলতর হয়ে উঠেছে। দোষারোপ, পালটা যুক্তি, নির্বিচারে হত্যা, খুনের বদলা খুন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, লিবারেল, ইসলামোফোবিক, হিন্দুত্ববাদ, বলিউডি ঝনৎঝংকার - এই সব কিছুর মাঝে ঘেঁটে ঘ হয়ে গিয়েছে শিকারা মালিক, শাল ও আখরোট বিক্রেতা, শালিমার বাগের মালি, সোনমার্গ পহলগামের ঘোড়াচালক।

ততদিনে সন্ত্রাসী, আর কে বীর শহিদ- কাশ্মীর আর অবশিষ্ট ভারত এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। স্পষ্টতই এক পক্ষের কাছে যে জঙ্গি, অন্যের কাছে সে স্বাধীনতা যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। একপক্ষ উড়িয়ে দিয়েছে সেনা কনভয়, ছুড়েছে পাথর। বদলে রাষ্ট্র ফিরিয়ে দিয়েছে চোখ অন্ধ করে দেওয়া ছররা বুলেট, বিধবার একঘেয়ে সেলাই মেশিন। শ্রীনগরের প্রাণ টলটলে স্বচ্ছ ডাললেক ভরে উঠেছে অবিশ্বাসের আবর্জনায়। একটি প্রজন্মের মাথায় অবিশ্বাস আর ঘৃণার বীজ উপ্ত হয়ে গিয়েছে এভাবেই। প্রতিপলে যেখানে স্বার্থের ষড়যন্ত্র, কে, কাকে বিশ্বাস করবে? বাদবাকি ভারতবাসী দূর থেকে মিডিয়ার ছাঁকনিতে দেখে, কার পক্ষ কীভাবে নেবে?

বেশ কিছু বছর আগে বিদেশে সাহিত্যসভার আমন্ত্রিত লেখকদের মধ্যে আমরা দুজন ছিলাম কবি মেয়ে। কোভিডে অকাল প্রয়াত উর্দু ভাষার কবি তরন্নুম রিয়াজ। দিল্লি থেকে যাত্রা শুরুর সময় আমরা কেউ কাউকে চিনি না। শুনলাম, ওর স্বামী কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রহর গড়াতেই আমি আর তরন্নুম সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে উঠলাম। কারণ বাদবাকি সফর পর্যন্ত আমরা দুজনেই এক দেশ থেকে এসেছি এবং আমরা এই লেখক দলে দুজন মাত্র মেয়ে।

তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসে একটি ফোন আসা ছিল অনিবার্য। আমার কাছে সে দিদি হয়ে থেকেছে। তরন্নুম জানিয়েছিল, বর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার কারণে তারা কাশ্মীরে গেলে খুব সাবধানে থাকে। অ- কাশ্মীরিকে বিয়ে করলে জমিজায়গা পাওয়া যায় না। তার দাদু এসেছিল পাকিস্তানের কোনও এক এলাকা থেকে। কাশ্মীরে বসবাস করবে বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করতে হয়। ধর্মে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তারা কোনও দেহরক্ষী ছাড়া শ্রীনগরে ফিরতে পারে না।

তরন্নুম রিয়াজের সঙ্গে ভারতবাসী হিসেবে আমি নিজের কোনও তফাত খুঁজে আর পাইনি। কিন্তু এর উলটোদিকের গল্পও আছে। ঢাকা লিটফেস্টে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছিল। প্রতি লেখকের সুবিধা ও অসুবিধা দেখা, সঙ্গে থাকা তাদের কাজ। বদলে ক'দিন লেখক সঙ্গ পাবে তারা। আমার সঙ্গে যে, স্বভাবতই আমার মতো অখ্যাত লেখকের সঙ্গে থাকাটা তেমন উপভোগ করছিল না, তার দুই বন্ধু রয়েছে প্রখ্যাত লেখক বেন ওকরির সঙ্গে। তাই খাওয়ার টেবিলে সে বেন ওকরি সহ তার দুই বন্ধুর কাছে আমাকে উপস্থিত করল।

তার এক বন্ধু, মুখ বয়সের তুলনায় ভারী বিষণ্ণ। বাংলায় টুকটাক কথা বলছিল। এই পরিবেশে অন্যদের তুলনায় তাকে কেমন যেন হতাশ দেখাচ্ছিল। আমার সঙ্গী মেয়েটি ওর সঙ্গে আলাপ করাল। এবার দেখি সেই মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। প্রায় জোর করেই কথা বলে জানতে পারলাম, মেয়েটি মানে সাবিনার বাড়ি শ্রীনগরে। মেয়েটির পারিবারিক শাল ও জামাকাপড়ের ব্যবসা। বাংলাদেশে নাকি বেসরকারি ডাক্তারি পড়া থেকে অনেক কিছুতেই খরচ কম, তাই এখানে পড়তে এসেছে।

তার মতো আরও বেশ কিছু কাশ্মীরি ছেলে-মেয়ে ঢাকা সহ বাংলাদেশের নানা জায়গায় পড়াশোনা করে। ভারতেও কম খরচে পড়া যায়, বলাতে উত্তর দেয়, উত্তর-পূর্বের ছেলেমেয়েদের মতো তাদেরও দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু, প্রায় পর করে রাখা হয়। পিজি থেকে বাড়ি ভাড়া পাওয়া মুশকিল। দেশ গাঁ থেকে কেউ এলে এলাকায় তাকে সন্দেহভাজন মনে করা হয়। তাদের চেহারার জন্য সহজেই লোকে আলাদা করে চিনে ফেলতে পারে। ব্যঙ্গোক্তি থেকে শারীরিক আক্রমণ, কিছুই বাদ যায় না।

তখন অবধি কাশ্মীরের কবি কলহনের রাজতরঙ্গিনী ছাড়া কাশ্মীর বিষয়ে আমার প্রায় কিছুই পড়া ছিল না। সে আমাকে হাব্বা খাতুনের কবিতা শোনাল। এই যে কথাটুকু, এর জন্য আমাকে আড়াই দিন চেষ্টা চালাতে হয়েছিল। কিন্তু শেষাবধি সে আমাকে বন্ধু মনে করেনি, দূরত্ব বজায় রেখেছে, কোনও নম্বরও বিনিময় করেনি। সে তরন্নুম রিয়াজের প্রজন্ম নয়। সামরিক বুট আর জঙ্গি সন্ত্রাসের টানাপোড়েনে সে মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। ভারতীয় এবং ধর্মে হিন্দু, গায়ে পড়ে যাওয়া দু'দিনের আমাকে, সে বিশ্বাস করবে কী করে?

সারা পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা নামমাত্র। সে ইসলাম বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ জৈন ইহুদি শিখের মতো এক ঈশ্বর, এক ধর্মগ্রন্থের উপাসক নয়। তার সাংখ্য যোগ, প্রমাণাভাবে ঈশ্বরকেও অশুদ্ধ মনে করে। তার ভিতর বহু থেকে একেশ্বর, আজীবক থেকে চার্বাক লীন হয়ে আছে। এই বহুত্বের পূজারি জনগোষ্ঠী যে সংস্কৃতি ধারণ করে থাকে তা বহু প্রাচীন। প্রকৃতিপুজো বা শামাধর্মের পরে পরেই তার বিবর্তন। নতুন সংঘবদ্ধ বহু ধর্মের আঘাত সহ্য করে সে টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। আগ্রাসনের মোকাবিলায় সে আগ্রাসী হয়নি বলেই হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে।

আজ তাই রক্তের বদলে রক্ত দেখার বদলে প্রতিবেশী দেউলিয়া রাষ্ট্রটিকে কূটনৈতিক দৌত্যে পরাস্ত করা দরকার। কে না জানে ভারত বিরোধিতা ছাড়া তার এখন আর কোনও অস্ত্র নেই। কিন্তু এই যে একটি ঘৃণা, অস্ত্র বেচা, শত্রুতার জাল তৈরি করা হয়, চিরকাল এর পিছনে অঙ্কে শূন্য পাওয়ার মতো বোকা হয়ে থাকল সাধারণ মানুষ।

জেহাদে পর্যটক হত্যায় ওই অনুন্নত এলাকার, যেখানে শিল্প কলকারখানা কিছু নেই, শুধুমাত্র পর্যটন সম্বল, বলা যেতে পারে কতগুলো রুগ্ন ঘোড়া সম্বল, সেই মানুষগুলির কী লাভ হল? আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, পর্যটনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন যেসব সাধারণ কাশ্মীরবাসী, তাঁরা প্রত্যেকেই হিন্দু হত্যা করে অচিরেই স্বর্গবাসী, জান্নাত নিবাসী হতে চান?

কোথায় গেল আমাদের সাধের গর্বের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো? রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'সব ঠিক হ্যায়' বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তাই তো সাহসীদের সঙ্গে অতি ভীতুও আশ্বস্ত হয়ে উপত্যকায় ভ্রমণ করছিল। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে আরও দুশো জঙ্গি হত্যা করে এলেও এই সব পরিবার কখনোই তাদের নিরপরাধ সদস্যদের ফেরত পাবে না। একটি ধর্মের ভিত্তিতে যেভাবে খুন করা হল, তাদের পরিবারের মনে কতখানি ঘৃণার বীজ চিরকালের জন্য রোপিত হয়ে গেল, আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

তবে জানার ইচ্ছে হয়, কাশ্মীরে অবরোধ জারি রাখার কথা যারা বলছি, তারা কি মুর্শিদাবাদ, মালদাতেও অবরোধ জারি রাখব? পরিত্যাগ করব সেই উপদ্রুত অঞ্চল? ধিক্কার দিতে হলে সবটাই দিতে হয়। ইসলাম বিদ্বেষী হওয়া যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমন জেহাদের নামে ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে জোরের সঙ্গে নিন্দা করতে হবে। ঠিক গাজায় আক্রমণের যেমন নিন্দা করছি, ঠিক তেমনভাবেই। আবার তেমনই সব সংখ্যালঘুকে সন্দেহের চোখে দেখব, এ কি কোনও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে?

(লেখক সাহিত্যিক, শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৭২

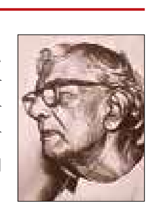

চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৭৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার।

আলোচিত

ওই হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা যে কোনও রকম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এগুলো সবই ভারতের দেশীয় বিদ্রোহ। তাদের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। একটা নয়, দুটো নয়, কয়েক ডজন রাজ্যে। নাগাল্যান্ড থেকে কাশ্মীর, দক্ষিণে, ছত্তিশগড়ে, মণিপুরে।

-খাজা আসিফ
(পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী)

ভাইরাল/১

পাকিস্তান সুপার লিগে বোলারের ঘুসি খেল উইকেট-কিপার। মুলতান সুলতান ও লাহোর কালান্দার্সের ম্যাচে মুলতানের পেসার উইকেট নেওয়ার পর কিপারের সঙ্গে হাই-ফাইভ করতে যান। তাঁর হাত কিপারের হাতে না লেগে লাগে মুখে। চিৎপাত কিপার।

ভাইরাল/২

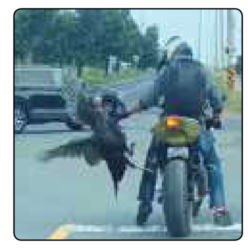

মানুষ ও টার্কির লড়াই। এক বাইকার ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল। আচমকা একটি টার্কি তাকে আক্রমণ করে। বাইকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পালটা লাথি চালায় বাইকার। দুই মহারথীর লড়াইয়ের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

জনমন
জনমত

বুলেটের আওয়াজে থমকে স্বর্গীয় উপত্যকা

রোজা সিনেমাটা মনে আছে নিশ্চয় সকলের? মধুচন্দ্রিমাতে গিয়ে সেই নায়কের কিডন্যাপ হয়ে যাওয়া। ছায়াছবি মুক্তির সালটা ১৯৯২। নিও লিবারেল অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়ায়নি তখনও দেশের বুকে। হাসিন ওয়াদিয়ার অশান্ত চিত্রগ্রহণ। কাট টু, ৩৭০ মুক্ত ডিজিটাল ইন্ডিয়া। কিছু ভাবার আগেই ঘটনাটাও ঘটে গেল।

এই তো সবে ইনস্টাগ্রামে পাহাড়ের বুকে নায়ক-নায়িকা সেজে রিল বানিয়ে আপলোড করছিলেন হয়তো কোনও অজানা দম্পতি। মধুচন্দ্রিমায় তাঁরা কাশ্মীরে। হঠাৎ একটি অতর্কিত প্রশ্ন- ধর্ম কী তোমার? আর বুলেটের আওয়াজে ঢেকে গেল বরফের উপত্যকার চেনা পহলগাম। মধুচন্দ্রিমার চাঁদ ডুবে গেল চির অন্ধকারে। বোবা কান্না জমে হল হতাশা, মিডিয়ার মাইকের সামনে।

আজকের দিনে যখন কাশ্মীরে পর্যটন ব্যবসা ধীরে ধীরে সাবালক হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে, পর্যটকদের মনে ঝিলামের প্রাচীন লোকগান- তখন এই নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর হামলা নিঃসন্দেহে ভয়ের পুরোনো বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে সাময়িকভাবে হলেও।

মানুষ কাশ্মীরে পা দেওয়ার আগে দশবার চিন্তা করবেন। তবে এই ধর্মীয় আতঙ্কের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ধর্ম কম, অর্থের গল্প বেশি। পর্যটকের সংখ্যা বেশি মানে বাড়তি উপার্জন। লোকের পকেটে পর্যাপ্ত টাকা। সুতরাং, কর্মের সাবলীলতায় ধর্মের গা-ছাড়া ভাব। কিন্তু এমনটা চললে ধর্মের নামে লড়াই করবে কে! অতএব, অশান্ত করো উপত্যকা। কেড়ে নাও ঘুম, মুছে দাও স্বপ্ন। জেহাদি ডিলিউশনের ইতিকথা শুনিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দাও উলটোদিকে। পাথর তুলে দাও শিশুদের হাতে তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে।

যদিও এই চেনা ছকের ব্লু-প্রিন্ট সকলেরই জানা। হয়তো আতঙ্কবাদীরা ধরা পড়বে শীঘ্রই। তবে যে ক'টা সংসার আজ ছারখার হয়ে গেল তাদের ক্ষতিপূরণের বিধান লেখা আছে কোন ধর্মে! ধর্ম যদি শান্তির কথাই বলে তবে হিংসার এই রক্তবীজ বারেবারে বোমা হয়ে ফাটেই বা কেন?

এই ফাটলের মুখে উন্নয়নের হাতুড়ির আঘাত প্রয়োজন এবং আরও বেশি করে কাশ্মীরিদের এখন দরকার ভারতবাসী হয়ে ওঠার, যাতে আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতিতে লেখা থাকে সংহতির মলম। সাধারণ নাগরিকের কাছে একটুকরো স্বর্গভূমি হয়েই থেকে যাক কাশ্মীর চিরকাল- খুশি ফিরে আসুক অবিলম্বে। ভয়ের ছায়া কেটে যাক জলদি। নতুন সকাল, পর্যটকদের হাসির আওয়াজ ও কাশ্মীরি ওয়াজওয়ানের গন্ধে লেগে থাকুক শান্তির বার্তা। ব্যাস, এটুকুই আশা।

সৌরভ মজুমদার
প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কাশ্মীর বললে এখন যা মনে পড়ে/২

জঙ্গিহানার সঙ্গে দোষারোপের খেলার মাঝখানেই শ্রীনগরের হেলাল, জলিল, মনসুর, রফিকদের কথা স্মৃতিতে ভাসে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

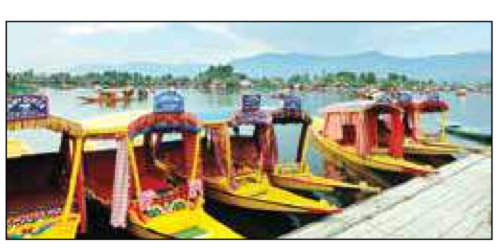

রাত প্রায় সাড়ে ন'টায় শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিলাম সেদিন। বিএসএনএলের লাইন করিয়েও কাশ্মীর পৌঁছোনোর পর কোনও ফোন সংযোগ ছিল না। বাইরের লাউঞ্জে আসতেই টের পেলাম কতটা দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর রাত, অল্প আলোয় ক্রমেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এয়ারপোর্ট। সিকিউরিটি বলছে, আপনারা বেরিয়ে যান, প্রস্থান দরজা বন্ধ হবে। কোথায় যাব!

'হেলাল' নামের যে ড্রাইভারের আমাদের নিতে আসার কথা, সে এসে পৌঁছোয়নি এই দুর্যোগে। অনেক চেষ্টা করে জানা গেল, তিনি বেশ খানিকটা লেটে অনেকটা দূরে এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়ানো। এবার লাগেজপত্র সহ নাজেহাল আর ভিজে চুপ্পুস, জিরো ডিগ্রি ঠান্ডায় বাইরে অনেকটা এসে গাড়িতে উঠতে হল।

শ্রীনগর তো এলাম, অদ্ভুতভাবে হোটেল ম্যানেজার জানাল, 'ডিনার নেহি হোগা। অল ফিনিশড, ইধার তো নেহি মিলেগা।' আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত। এবার পরিত্রাতা ড্রাইভার হেলাল। সে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে ডিনারের ব্যবস্থার চেষ্টা করে। হোটেল ম্যানেজার সুযোগ বুঝে ভয়কে ত্বরান্বিত করে। 'ঠিকঠাক সব জান বুঝকর' আমাদের রওনা দেওয়া দরকার ছিল, ইত্যাদি।

এই অসম্মান আর সংশয়ের মধ্যেই হেলাল ডাল লেকের কাছেই এক ধাবায় নিয়ে যায়। সেখানে অল্পবয়সি কাশ্মীরি মুসলিম ছেলেটি অতি দ্রুত রুটি তরকা বানিয়ে অত রাতে আমাদের চিন্তা দূর করে। আর মুহূর্তে হেলাল আমাদের ত্রাতা হয়ে ওঠে। বলে দেয়, কোথাও খাবার না পেলে তার বাড়িতেই নিয়ে যেত।

সে ছেলেকে ভুলি কী করে! পহলগামে পুরো দু'দিন এক রাত সেই আমাদের গাইড কাম ড্রাইভার। যাওয়ার পথে লিদার নদী, আপেলখেতের শুকনো ডালের পাশে দরিদ্র কাশ্মীরি কন্যা আর তার শ্রমিক মুসলিম বাবার চোখের স্বপ্ন দেখে নিই হেলালের সঙ্গে যেতে যেতে।

ধর্মের নামে আবেশে আবেগে যারা জিগির তুলে এক নির্দিষ্ট ধর্মকে দোষারোপ করে, দাঙ্গা উসকে দেওয়ার চেষ্টায় থাকে, তাদের নিজের দিকে তাকানোর সময় এসেছে। জঙ্গি হানার সঙ্গে সঙ্গে দোষারোপের খেলার মাঝখানেই হেলাল, জলিল, মনসুর, রফিকদের কথা মনে পড়ে ধারাভাষ্যের মতো। কত যে সাহায্য করেছে ওরা।

গুলমার্গ পর্যন্ত গিয়ে হেলালের এক আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ আসতেই ওয়াসিম আমাদের ড্রাইভার হয়ে আসে। হেলালের সিম তখনও আমাদের মোবাইলে। যা ব্যবহার করে বাড়িতে যোগাযোগ রাখছিলাম আমরা। ওয়াসিম নামের বাচ্চা ছেলেটার মুখে আমি সন্তানের ছায়া দেখেছি। কী দক্ষতার সঙ্গে সে আমাদের গন্ডোলা হয়ে কুন্ডলি পয়েন্টে সঙ্গে থাকে। সোনমার্গের বরফ ঢাকা ঘরে, রাত জাগা অন্ধকারেও ওয়াসিম, রফিক, মণিরুল এদের সাহায্য ভোলা সহজ নয়। সারি সারি চিনারের শুকনো ডালে, ওয়ালনাটের গুচ্ছ শাখায়, আপেলখেতে আবার রং ধরবে। ওই কাশ্মীরি ছেলেগুলোর শ্রমের মর্যাদাটুকু যেন দিতে পারি আমরা।

ট্যুরিস্ট নিধনে ওদের চোখেও জল টলমল করে। অনশনে থাকে রাতদিন। মোমবাতি জ্বালিয়ে পালন করে শোক।

শোক অন্তরে জ্বলন্ত। জঙ্গি তো জঙ্গিই হয়। দুর্বৃত্ত দুর্বৃত্ত-ই। তাদের ধর্ম পরিচয় নেই। মানুষ ধর্মই মহান। সে কে হিন্দু, কে মুসলিম! যে মানবিক মুখগুলো আমরা পেয়েছি হিলাল, ওয়াসিম, রফিকের হাত ধরে বরফ ঝরা রাতের দুর্ভেদ্য রহস্য ঘেরা হাউসবোটে রাত কাটানোর ভীতি মিশ্রিত রোমাঞ্চে! আর সাদা হয়ে থাকা বরফ ঘেরা উপত্যকায়। 'ধর্মের নামে মোহ এসে যারে ধরে/অন্ধ সে জন, মারে আর শুধু মরে'।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৩

পাশাপাশি : ১। নিশান বা ঝান্ডা ৩। কান ভাঙানি দিয়ে বিবাদ বাধানোর চেষ্টা ৪। নির্ধারিত সময়ের আগে সভা ডাকা ৫। পাওনাদার বা অংশীদার ৭। ছেঁড়া-ফাটা কাপড় ১০। একটি ধাতু, ইংরেজি নাম জিংক ১২। তাড়াহুড়ো করা ১৪। নদী যেখানে সাগরে মিশে ১৫। বাউন্ডুলে বা ভবঘুরে, যার কোনও আশ্রয় নেই ১৬। মুখে মুখে গুণ করার চার্ট বা তালিকা।

উপর-নীচ : ১। শীতকালে যে গাছের পাতা ঝরে যায় ২। একটি মাছের নাম ৩। মাটি ভেদ করে জন্ম ৬। পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ আছে ৮। ঠাট্টা, কৌতুক ৯। আড়ষ্টভাব দূর করার জন্য গা-মোড়া দেওয়া ১১। অকারণে তোষামোদ করা ১৩। মহিলা, স্ত্রীলোক।

সমাধান ■ ৪১২২

পাশাপাশি : ২। পীতপর্ণী ৫। বেয়াড়া ৬। লোটাকম্বল ৮। পানা ৯। পঙ্ক ১১। নদের চাঁদ ১৩। বদনা ১৪। মায়াডোর।

উপর-নীচ : ১। নিবেদন ২। পীড়া ৩। পরোটা ৪। অচল ৬। লোনা ৭। কলঙ্ক ৮। পাচার ৯। পদ ১০। ছুতোনাতা ১১। নর্দমা ১২। চাঁদোয়া ১৩। বর।

বিন্দুবিসর্গ

পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদ শিয়ালদায়। বুধবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

৬ জেলা পরিষদে মেন্টর নিয়োগে চর্চা

তৃণমূলে বড় রদবদলের সম্ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকায় যে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায়, তার আভাস মিলেছিল এবারের বাজেটে। যেখানে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সর্বোচ্চ ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তারপর এবার রাজ্যের ৬টি জেলা পরিষদে মেন্টর ও কো-মেন্টর পদে নতুন মুখ নিয়ে আসা হল। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই মেন্টর ও কো-মেন্টরদের নিয়োগ করেছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মেন্টর ও কো-মেন্টর করা হয়েছে দলের প্রবীণ নেতা দীনেন রায় ও প্রদ্যোত ঘোষকে। নদিয়ার জেলা পরিষদের মেন্টর পদে কোনও বদল না আনা হলেও কো-মেন্টর করা হয়েছে নীলিমা নাথ মল্লিককে। ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন স্বপন পাত্র এবং কো-মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল মাহাতো। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁ। দলীয় রাজনীতিতে যিনি বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত। এখানে কো-মেন্টর করা হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় মুর্মুকে। হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া জেলা তৃণমূল রাজনীতিতে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়ের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধ। বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কয়েকমাস পর রাজীব তৃণমূলে ফিরলেও হাওড়া জেলা রাজনীতিতে তাঁকে নাক গলাতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু হাওড়া জেলা পরিষদে রাজীবকে নিয়ে আসার পিছনে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার অঙ্ক কাজ করছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই পঞ্চায়েত দপ্তর এই রদবদল করেছে। কারণ, কয়েকটি জেলা পরিষদের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন মেন্টরদের কাজে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দলের অন্তত ১৭টি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদে রদবদল হতে পারে। প্রত্যেক বিধায়কের কাছে তিনজনের নাম প্রস্তাব হিসেবে চেয়েছিলেন দলনেত্রী। সেইমতো ওইসব নাম ইতিমধ্যেই তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, রানাঘাট, পুরুলিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই সাংগঠনিক রদবদল হতে পারে।

লক্ষ্য বিধানসভা

রাজ্য বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে

তারপরই এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত

ঘটনাচক্রে নবনিযুক্ত মেন্টর ও কোমেন্টররা দলীয় কোনও পদে নেই

সকলেই জেলায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরোধী বলে পরিচিত

দলের গোষ্ঠী ভারসাম্য রাখতেই এই কৌশল বলে মনে করছেন অনেকেই

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকায় পরিদর্শনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, প্রশাসনকে আগাম জানিয়ে পরিদর্শনে যেতে পারবেন শুভেন্দু। কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা যাবে না। মিছিল, সভা বা জমায়েত করে বক্তব্য রাখা যাবে না। তাঁর সঙ্গে বিধায়ক ও নিরাপত্তারক্ষী যেতে পারবেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে পারবেন শুভেন্দু।

মেধাতালিকায় ধর্মের উল্লেখ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পিএইচডি কোর্সের প্রাথমিক মেধাতালিকায় ইন্টারভিউয়ের জন্য বাছাই করা পড়ুয়াদের নামের পাশে ধর্মীয় পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। হঠাৎ লিঙ্গ এবং জাতির পাশাপাশি ধর্মের উল্লেখ মেধাতালিকায় কেন থাকবে, সেই নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক এবং আর্টস বিভাগের ডিন এই বিষয়ে বুধবার রাত পর্যন্ত কোনও উত্তর দেননি। অবশ্য এই বিষয়ে সরব হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও। তাঁরা জানিয়েছেন, মেধাতালিকায় ধর্মীয় পরিচয়ের উল্লেখ থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মুর্শিদাবাদ সামলাতে ব্যর্থতায় অসন্তোষ

জনপ্রতিনিধিদের ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ঘটনার পিছনে দলের সাংগঠনিক ব্যর্থতা রয়েছে বলে আগেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট জমা পড়েছিল। এবার সেখানে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করেন। রাজ্যের মন্ত্রীরা কেন এই ঘটনার আগাম আঁচ পেলেন না, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'জনপ্রতিনিধিরা কি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন? তাঁরা কি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না? তাহলে কেন আগে থেকে আঁচ পাওয়া যায়নি?' শুধু তাই নয়, গোলমাল শুরু হলেও দলের জনপ্রতিনিধিরা তা কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় আগেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জনপ্রতিনিধিরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে গোলমাল ছড়াতে বহিরাগতরা সুবিধা পেয়েছিল বলে মনে করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। গোয়েন্দা রিপোর্টেও মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন, স্থানীয় কয়েকজনকে ব্যবহার করে বহিরাগতরা এই গোলমাল পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই সিআইডি সেই ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের চার বিধায়ক ও জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের বাড়ির খুব কাছেই গোলমাল হয়েছে। বহিরাগতরা স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের ওপরে চড়াও হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গোলমাল পাকানোর চক্রান্ত চলছে। দলের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদকে সতর্ক থাকতে হবে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আরও বেশি যোগাযোগ বাড়াতে হবে। যে কোনও ধরনের অশান্তি হলে তার মোকাবিলা করে এলাকায় শান্তি ফেরানোর দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের।' মুর্শিদাবাদের ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে বলেও মনে করছেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ। ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

শোকের ছায়া

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় বাঙালি পর্যটক বিতান অধিকারীর মৃত্যুতে দুর্গাপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিতানের জন্ম ১৯৮৫ সালে দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি রোডের স্টিল টাউনশিপে। তাঁর বাবা বীরেশ্বর অধিকারী অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে কাজ করতেন। বিতানের মৃত্যুর খবরে দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি রোড এবং তাঁর পুরোনো প্রতিবেশীরা শোকে ভেঙে পড়েছেন।

এখনই প্রকাশ করতে হচ্ছে না ওএমআর শিট

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টে আপাতত স্বস্তি পেল স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এখনই ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হচ্ছে না কমিশনকে। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত আদালত অবমাননা মামলা আইনি প্রশ্নে ঝুলে রইল। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের মূল নির্দেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করেছিল। তাই কলকাতা হাইকোর্টে আদৌ আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণযোগ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পালটা বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ বেতন ফেরত নিয়ে এসএসসির কী পদক্ষেপ তা জানতে চায়। আদালত অবমাননার এই মামলার শুনানি হাইকোর্ট না সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত সেই আইনি প্রশ্নের নিষ্পত্তি আগে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী শুনানি ২৮ এপ্রিল। ওই দিন এই বিষয়ে আবেদনকারীদের বক্তব্য স্পষ্ট করতে হবে।

ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন ফেরতের ক্ষেত্রে কমিশন ও রাজ্যের পদক্ষেপ নিয়ে জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী আদালতে জানান, মামলা আদালতে গ্রাহ্য না হওয়ায় কোনও অবস্থান জানানো সম্ভব হচ্ছে না। হাইকোর্টের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টে পরিবর্তিত হলে আদালত অবমাননার মামলা শীর্ষ আদালতে হওয়া উচিত। এসএলপি গ্রহণযোগ্য না হলে তখন হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা করা যেত। এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এসএসসির তরফে আইনজীবী একই যুক্তি জানান। তাঁর বক্তব্য, ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ অবমাননার মামলা সুপ্রিম কোর্ট শুনতে পারে। তাই এই মামলা আদালত গ্রাহ্য না হওয়ায় অবস্থান জানানোর সুযোগ নেই। তবে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, আদালতের নির্দেশ অমান্যের প্রশ্নে সংবিধানের ২১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টকে মামলার শুনানির অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু তথ্য আদালতে তুলে ধরতে চান তিনি। শেষ পর্যন্ত ডিভিশন বেঞ্চ জানায় এই মামলায় হাইকোর্ট কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে তা মূল মামলাকারীদের জানাতে হবে।

স্বস্তিতে কমিশন

অবস্থানে টেট চাকরিপ্রার্থীরাও

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সল্টলেকে চাকরিহারা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনে বুধবার সকাল থেকে যুক্ত হলেন ২০২২ সালে প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে বসে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড-দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ এবং ন্যূনতম ৫০ হাজার শূন্যপদে দ্রুত স্বচ্ছ নিয়োগ চাই। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়।

অসুস্থ চার অনশনকারী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মধ্যশিক্ষা পর্ষদে অবস্থানরত ৮ জন অনশনকারীর মধ্যে ৪ জনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে কৌশিক মণ্ডল, শ্যামসুন্দর আচার্য ও রাজশ্রী পাইনের শারীরিক পরিস্থিতি সংকটজনক। কৌশিক এনআরএস হাসপাতালে এবং অন্য দুজন বিধাননগর সেবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাতে মৌমিতা বিশ্বাস নামে আরও একজনের রক্তে শর্করার পরিমাণ পঞ্চাশের কাছাকাছি নেমে গিয়েছে। মালদার শিক্ষাকর্মী পরিতোষ সরকার অভিযোগ করেন, 'সঠিক সময়ে পদক্ষেপ করলে কৌশিককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হত না।'

পিছোল সভাপতি নির্বাচন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : কাশ্মীর কাণ্ডের জেরে আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ল রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচন। দলের সাংগঠনিক নির্বাচন শুরু হয়েছে অনেকদিনই। কিন্তু এখনও কয়েকটি জেলা সভাপতি নির্বাচন বাকি। তবুও রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে কোনও বাধা ছিল না। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের পরবর্তী সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন তা নিয়ে চর্চার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের একাধিক রাজ্যে সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি আলোচনায় রেখেছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বার্তাও পৌঁছেছিল যে, আগামী একপক্ষকালের মধ্যেই এর ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎই কাশ্মীরে জঙ্গিদের গণহত্যায় তাল কাটল। আপাতত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সংক্রান্ত ভাবনা থমকেই গিয়েছে। দিল্লি থেকে এই বার্তা বুধবার বঙ্গ বিজেপি শিবিরে এসে পৌঁছেছে। রাজ্য দলের এক প্রবীণ শীর্ষনেতা বলেন, 'কাশ্মীরে যা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তারপর তো এই নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্য কোনও আলোচনার অবকাশই নেই। খোঁজ নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম একজন জানিয়েছেন, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কোনও কথাই বলা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি সফর কাটছাঁট করে কাশ্মীরের ঘটনার জন্য দেশে ফিরেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কাশ্মীরে ছুটে গিয়েছেন। ব্যস্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব এখন কাশ্মীর নিয়েই চর্চার মধ্যে রয়েছেন। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার মতো সময়-সুযোগ তাঁদের কোথায়?'

এদিন দলের এক অভিজ্ঞ প্রবীণ শীর্ষনেতাও জানালেন, তাঁর ধারণা, রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি আপাতত আবার পিছিয়েই গেল। বহুদিন এই নিয়ে বিজেপি শিবিরে চর্চা হচ্ছে। একটা কিছু এবার হবে আশা ছিল সবারই। দিল্লি থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আভাসও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কাশ্মীরের ঘটনায় দলের এই সাংগঠনিক রদবদলের বিষয়টি আপাতত স্থগিতই রইল বলেই খবর।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার জের

৩৫ বছরে প্রথমবার একসঙ্গে শামিল গোটা কাশ্মীর

প্রতিবাদে বনধের ডাক, স্তব্ধ শ্রীনগর

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : বন্ধ দোকান-বাজার। খোলেনি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ঝাঁপ বন্ধ। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা হাতেগোনা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষজনকে বাড়ির বাইরে আসতে দেখা যায়নি। তবে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে যেসব জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে সেখানে ভিড় নজর কেড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের একাংশকে মোমবাতি মিছিলে শামিল হতে দেখা গিয়েছে। কাশ্মীরের পহলগামে বেনজির জঙ্গি হামলায় ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর পরের দিনে উপত্যকার ছবিটা এমনই। বস্তুত ৩৫ বছর বাদে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে ডাকা বনধে শামিল হল গোটা কাশ্মীর।

বনধের ডাক দিয়েছিল কাশ্মীরের কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ মুতাহিদা মজলিস উলেমা। মঞ্চের তরফে হুররিয়াত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান মিরওয়াইজ উমর ফারুক মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'মুতাহিদা মজলিস উলেমা নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের কাছে আগামীকাল বনধ পালনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে এই জঘন্য অপরাধের বিরোধিতা করার আবেদন জানাচ্ছি।' আলাদা করে বনধের ডাক দিয়েছিল দুই বণিক সংগঠন কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কাশ্মীর ট্রেডার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশন। জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বেসরকারি স্কুলগুলির সংগঠন পিএসএজেকে।

শাসক ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে বিরোধী পিডিপি, পিপলস কনফারেন্স, আপনি পার্টি... অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এদিনের বনধকে সমর্থন জানায়। সেই পথে হেঁটেছে নাগরিক সংগঠনগুলিও। ফলে উপত্যকার সব জেলায় সর্বাত্মক বনধ পালিত হয়েছে। পহলগামে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার পর্যটকদের ওপর হামলা চালানোর সময় জঙ্গিদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন টাট্টুঘোড়ার চালক সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ। ঝাঁপিয়ে পড়ে এক জঙ্গির হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গিরা। গোটা কাশ্মীরে ছায়া ফেলেছে আদিলের মৃত্যু। সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃত তরুণের পরিবার।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন আদিলের বৃদ্ধ বাবা হায়দর শাহ। তিনি বলেন, 'এর জন্য যারাই দায়ী হোক না কেন তাদের পরিণতি যেন ভয়ংকর হয়।' শ্রীনগরের হোটেল ব্যবসায়ী ইকবাল ট্রাম্বুর কথায়, 'এটা ট্র্যাজেডি নয়, এটা রুখে দাঁড়ানোর ডাক। পর্যটকদের ওপর আক্রমণ নজিরবিহীন। একে কখনোই সমর্থন করা যায় না। আমাদের অবশ্যই এই হিংসার নিন্দা করতে হবে। কাশ্মীরিরা যে সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেটা বোঝানোর সময় হয়েছে।' অতীতে কার্ফিউ, সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ, নানা বিক্ষোভ-আন্দোলনের কারণে দিনের পর দিন অচল থেকেছে কাশ্মীরের স্বাভাবিক জনজীবন। কিন্তু জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির একযোগে বনধ পালন জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির প্রতি উপত্যকাবাসীর বার্তা বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। নিরীহ পর্যটকদের খুন করে কাশ্মীরি জঙ্গিবাদ নিজেই নিজের কবর খুঁড়ল কি না সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

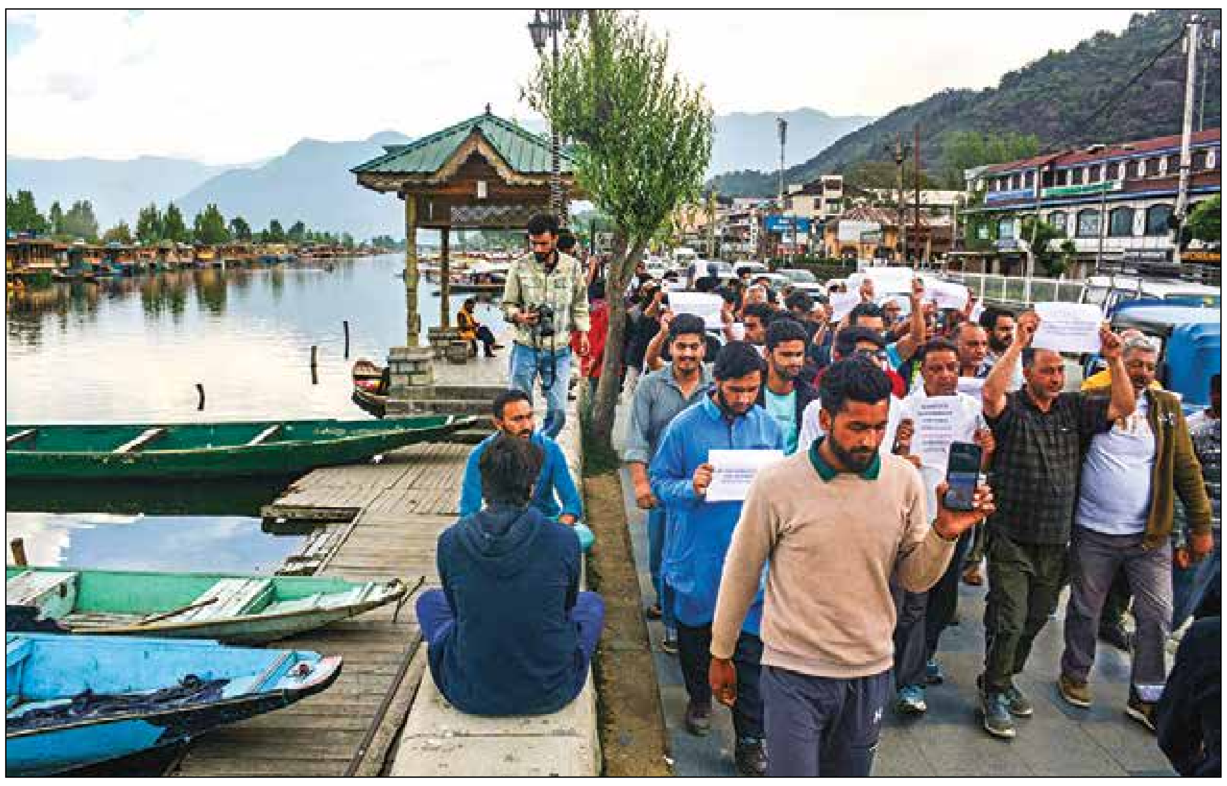

পর্যটকদের ওপর জঙ্গিদের আক্রমণের প্রতিবাদে শ্রীনগরে রাজপথে নামলেন কাশ্মীরিরা। বুধবার ডাল লেকের সামনে।

বুমেরাং হতে পারে জঙ্গিদের নয়া ছক

পোশাকে বডি-ক্যাম, বেছে বেছে খুন

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : দক্ষিণ কাশ্মীরের পহলগাম। সেখানকার পাইনঘেরা বৈসরণ উপত্যকার আরেক নাম 'ভারতের মিনি সুইৎজারল্যান্ড'। শীতে তুষারপাতের পর স্কি-এর সুযোগ এখানকার বাড়তি আকর্ষণ। নিসর্গ প্রকৃতির এই এলাকায় সারা বছর পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। নিরিবিলি বৈসরণে সেনা-পুলিশের গতিবিধিও কিছুটা কম। মঙ্গলবার সেই একটুকরো সুইৎজারল্যান্ডকে পর্যটকদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা।

জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটক, তীর্থযাত্রীদের সফট টার্গেটে পরিণত করা সন্ত্রাসবাদীদের পুরোনো কৌশল। কিন্তু এবার যে কায়দায় বৈসরণে হামলা চালানো হয়েছে, তার সঙ্গে অতীতের কোনও নাশকতার ঘটনা খাপ খায় না। মঙ্গলবার জঙ্গিদের পোশাকে বডি ক্যামেরা ও হেলমেটে ছিল হেড ক্যামেরা। সেখানে আততায়ীদের যাবতীয় নৃশংসতা রেকর্ড করা হয়েছে। খুন করার আগে পর্যটকদের নাম ও ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই বার্তা দেওয়া যে কাশ্মীরি জঙ্গিরা শুধু ভারত নয়, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এর মধ্য দিয়ে কাশ্মীরি-অকাশ্মীরি, স্থানীয়-বহিরাগত এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা।

একইসঙ্গে কাশ্মীরের অন্দরে যদি সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা হয়, তার শাস্তিও যে চরম হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টায় খামতি রাখেনি আততায়ীর দল। স্থানীয় ঘোড়াচালক সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ জঙ্গিদের একজনের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জঙ্গিদের তথাকথিত 'আদর্শবাদ' বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সব মিলিয়ে কাশ্মীরে সন্ত্রাস যে নতুন পথে পা ফেলার চেষ্টা করছে, সে ব্যাপারে একমত পোড়খাওয়া গোয়েন্দারা।

তাঁদের মতে, হামলা চালানোর সময় ক্যামেরার ব্যবহার থেকে স্পষ্ট যে জঙ্গিদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই দায়িত্ব তারা কতটা পালন করতে পেরেছে সেটা প্রভুদের জানানোর দায় রয়েছে তাদের। এইসব ভিডিও ফুটেজ ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহ জোগাতে এবং ভারতে উত্তেজনা ছড়াতে কাজে লাগানো হতে পারে। এছাড়া সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ আরও পোক্ত হয়েছে। উপত্যকার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পর্যটকদের গতিবিধি বেড়েছে। যার সূত্র ধরে কাশ্মীরিদের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত সখ্য তৈরি হচ্ছে। অর্থনীতি সচল হওয়ায় উপত্যকায় ভারতবিরোধী জিগির তোলা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। পর্যটকদের খুন করে সেই ধারায় ছেদ টানার চেষ্টা চলেছে।

জঙ্গিদের কৌশল যে বুমেরাং হতে চলেছে, ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যে সেটা বোঝা গিয়েছে। পহলগামে হামলার প্রতিবাদে কাশ্মীরের জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে।

বেরিয়েছে মোমবাতি মিছিল। বুধবার বনধে অচল হয়ে গিয়েছিল গোটা উপত্যকা। জম্মুর গণ্ডি ছাড়িয়ে 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ', 'ট্যুরিস্ট হামারা জান হ্যায়', 'উই আর ইন্ডিয়ান' লেখা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে কাশ্মীর। হোটেল ব্যবসায়ী আসিফ বুরজার কথায়, 'যা ঘটেছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এটা পর্যটন বা আর্থিক বিষয় নয়। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে।' জঙ্গিদের শাস্তির দাবিতে সুর চড়িয়েছে কাশ্মীর। শেষ কবে এমন ছবি দেখা গিয়েছে মনে পড়ছে না।

শোকস্তব্ধ বলিউড

পহলগামে ঘটা বিশ্বাসঘাতকতা তথা অমানবিক হিংসার ঘটনায় দুঃখ এবং ক্ষোভপ্রকাশের ভাষা নেই। এইরকম সময়ে শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য প্রার্থনা করছি। মৃতদের পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই

– শাহরুখ খান

পহলগামের ঘটনা নিন্দনীয়। পর্যটকরা সেখানে ছুটি কাটাতে, মধুচন্দ্রিমা করতে, পরিবারের সঙ্গে আনন্দ করতে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। এতজন নিরীহ মানুষের জীবনে এমন ঝড় কখনও কাম্য ছিল না

– প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

যাই ঘটুক না কেন, যত মূল্য দিতে হোক না কেন, যে প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন, পহলগামের সন্ত্রাসীদের পালাতে দেওয়া যাবে না। গণহত্যাকারীদের নিজেদের জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হবে

– জাভেদ আখতার

পহলগামে উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রাণ বাঁচল বাঙালি অধ্যাপকের

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : স্ত্রী মধুমিতা ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য। কিন্তু ভূ-স্বর্গে পা রাখা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ভট্টাচার্য পরিবারের হয়েছে তা চিরকাল তাঁদের মনে থাকবে। পহলগামে জঙ্গিদের বন্দুকের মুখোমুখি হওয়ার পরেও বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন দেবাশিস। নাম ও ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পর্যটকদের খুন করছিল জঙ্গিরা। বাঙালি অধ্যাপকের দিকেও বন্দুক তাক করেছিল এক জঙ্গি। কিন্তু গুলি চালানোর আগেই বারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বলতে থাকেন দেবাশিস। তা শুনে থমকে যায় সেই জঙ্গি। তারপর সেখান থেকে চলে যায়। বরাতজোরে বেঁচে যান দেবাশিস।

তিনি জানিয়েছেন, শ্রীনগর থেকে পহলগামে গিয়েছিলেন তাঁরা। মোবাইলে ছবি তুলছিলেন। আচমকা গুলির শব্দ শুনতে পান। এক শালওয়ালা তাঁদের বলেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বনকর্মীরা বাঁদরদের ভয় দেখাতে অনেক সময় গুলি ছোড়েন। তবে খানিক পরেই সত্যিটা বোঝা যায়। এক এক করে পর্যটকদের গুলি করে মারতে থাকে জঙ্গিরা। স্ত্রী-ছেলেকে নিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করেন দেবাশিস। অধ্যাপক জানান, আর একজন তাঁদের সঙ্গে লুকোনোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই লোকটিকে গুলি করে মারে জঙ্গিরা। তাঁর রক্তের ছিটে গিয়ে পড়ে দেবাশিসের গায়ে। এরপর তাঁর দিকে বন্দুক তাক করে এক জঙ্গি। তখনই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...' বলতে থাকেন তিনি। দেবাশিস বলেন, 'আমি ভালো করে বলতে পারছিলাম না। তাও বিড়বিড় করছিলাম। বন্দুকধারী আমার শব্দগুলো শুনতে চাইছিল। কয়েক সেকেন্ড পরেই ও চলে গেল।'

নিন্দা পাক-চিনের, পাশে থাকার বার্তা ট্রাম্প, পুতিনের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করার পাশাপাশি ওই ঘটনায় পাকিস্তানের কোনও হাত নেই বলে সাফ জানিয়ে দিল ইসলামাবাদ। যদিও ভারত তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা কোনওপ্রকার সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করি না। স্থানীয়দের কোনওভাবেই নিশানা করা উচিত নয় জঙ্গিদের। এই ব্যাপারে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।' মোদি সরকারের কারণেই নাগাল্যান্ড থেকে কাশ্মীর, মণিপুরে অশান্তি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাশ্মীর এবং ছত্তিশগড় সহ বহু রাজ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে। সরকার যেহেতু শোষণ করছে, তাই হামলা ভারতের ঘরের অশান্তি।'

তবে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রককের তরফে পহলগামে হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রককের মুখপাত্র বলেন, 'ভারতের তরফে বেআইনিভাবে অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় হামলায় যেভাবে পর্যটকরা মারা গিয়েছেন তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

তবে পাকিস্তান যাই বলুক, পহলগামের ঘটনায় ভারত আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভারতে জঙ্গি হামলার ঘটনা আমাকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং সহমর্মিতা রয়েছে।' রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, 'পহলগামের এই নৃশংস অপরাধের নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। বহু নিরীহ মানুষ এই জঙ্গি হামলার শিকার।' ইজরায়েলের তরফেও ভারতের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত শু ফেইহং জঙ্গি হামলার নিন্দা করেছেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেন, 'ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলা ভয়াবহ। অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা ভারতের পাশে আছি। আক্রান্তদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রয়েছে।' ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়াও।

> ভারতে জঙ্গি হামলার ঘটনা আমাকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং সহমর্মিতা রয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসের নিন্দা বিরোধীদের

শা-রাহুল কথা, কেন্দ্রকে দুষল তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : পহলগামের বৈসরণে পর্যটকদের ওপর নারকীয় সন্ত্রাসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'পহলগাম হামলা দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার ওপর কাপুরুষোচিত আঘাত। কংগ্রেস এই হামলার তীব্র নিন্দা করছে। এটা ভারত রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি হামলা। আমাদের উচিত এই হামলার মোক্ষম জবাব দেওয়া। সরকারকে আর্জি জানাচ্ছি, আপনারা সমস্ত শক্তি দিয়ে জঙ্গিদের খুঁজে বের করুন। সন্ত্রাসবাদের শিকড় সমূলে উপড়ে ফেলতে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সমন্বয় এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' সহমতের ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সরকারকে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার বার্তাও দিয়েছেন খাড়গে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে ফোন করে পহলগাম পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। পরে তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'পহলগামের ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবার ন্যায়বিচার চান।'

এদিকে হামলার সমালোচনা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এক ভিডিওবার্তায় বলেন, 'কোটি কোটি টাকার প্রতিরক্ষা বাজেট হয়। অথচ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারছে না কেন্দ্র। কোথায় গেল ইনটেলিজেন্স? কোথায় গেল নিরাপত্তা?'

সিপিএমের পলিটব্যুরোর তরফে বলা হয়েছে, যারা হামলা চালিয়েছে তারা দেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের শত্রু। জনবহুল পর্যটন স্থানে সুরক্ষার ঘাটতি সহ সমস্ত দিক তদন্ত করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। সিপিআইয়ের ন্যাশনাল এগজিকিউটিভের তরফেও জঙ্গি হামলার নিন্দা করা হয়েছে। বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের নিশানা করার যে অভিযোগ উঠেছে তার জবাবে গর্জে উঠেছেন মুসলিম রাজনীতিকরাও। বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, 'যারা ইসলামকে ঢাল করে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, তারা ধর্ম ও মানবতা উভয়েরই শত্রু।' আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, 'ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নির্বিচারে হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।' পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, 'এই হামলা পর্যটকদের ওপর নয়, আমাদের ওপরও হয়েছে। আমাদের কাশ্মীরিয়ত পরিচয়ের ওপর হামলা হয়েছে।'

শ্রীনগরে লালচকের সামনে মানুষের সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর মেহবুবা মুফতি।

> পহলগাম হামলা দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার ওপর কাপুরুষোচিত আঘাত। কংগ্রেস এই হামলার তীব্র নিন্দা করছে।
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

> এই হামলা পর্যটকদের ওপর নয়, আমাদের ওপরও হয়েছে। আমাদের কাশ্মীরিয়ত পরিচয়ের ওপর হামলা হয়েছে।
>
> **মেহবুবা মুফতি**

৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাংকের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিল বিশ্ব ব্যাংক। এর আগে তাদের পূর্বাভাস ছিল ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধির।

বিশ্ব ব্যাংক সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানিয়েছে, ২০২৪-২৫-এর তুলনায় বৃদ্ধির হার শ্লথ হবে চলতি অর্থবর্ষে। বেসরকারি বিনিয়োগে মন্থর গতি, সরকারি খরচ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বৃদ্ধির হার কমবে। সুদের হার কমানো এবং লাল ফিতের ফাঁস আলগা হওয়ার ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অস্থিরতা বৃদ্ধির হারকে ধাক্কা দেবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই করেছে বিশ্ব ব্যাংক। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারও চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে।

দিল্লিজুড়ে সতর্কতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে মঙ্গলবারের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনায় দেশজুড়ে আতঙ্ক আর শোকের ছায়া। দিল্লি, মুম্বই, অমৃতসর ও জয়পুর সহ দেশের একাধিক বড় শহরে জারি হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। ইন্ডিয়া গেট, লালকেল্লা, অক্ষরধাম, হাউজ খাস, কনট প্লেসের মতো পর্যটনকেন্দ্র ও জনবহুল এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সীমান্ত চেকপোস্টে চলছে তল্লাশি। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও স্যাট কমান্ডোদের মোতায়েন করা হয়েছে বিভিন্ন 'হাই রিস্ক' অঞ্চলে। প্রত্যেক জোনাল আধিকারিককে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে গোটা দেশেই। জঙ্গিরা ধর্মের ভিত্তিতে নিরীহ পর্যটকদের হত্যা করেছে, এই তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়তেই জম্মু সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। যার ছায়া এসে পড়েছে দিল্লিতে সিএএ-র আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত শাহিনবাগ, জামিয়া নগরেও। রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ সেখানে। সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন এলাকার মানুষ। জনমুখর এই এলাকা রাতারাতি থমথমে হয়ে গিয়েছে।

'মাটিতে না পড়া অবধি গুলি চালা'

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন বেঙ্গালুরুর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ভরত ভূষণ (৪১)।

বেঙ্গালুরুর ম্যাটিকেরে অঞ্চলের বাসিন্দা এই তরুণ স্ত্রী সুজাতা ও তিন বছরের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গত ১৮ এপ্রিল ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' পহলগামে। ২৩ এপ্রিল সকালে তাঁদের বেঙ্গালুরু ফেরার কথা ছিল। মঙ্গলবার স্ত্রী ও শিশুসন্তানের চোখের সামনেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় ভরতকে।

নিহতের শাশুড়ি বিমলা জানিয়েছেন, 'ওরা (জঙ্গিরা) ওদের আধার কার্ড দেখতে চায়। তারপর প্রশ্ন করে, 'তোমরা হিন্দু না মুসলিম?' ভরত জানায়, তারা হিন্দু। তখন ওদের বাঁচতে দেওয়া হয়নি। ওদের বাচ্চাকে মাটিতে নামাতে বলে, তারপর আমার জামাইকে গুলি করে। মাথায় গুলি করে মারে। প্রায় তিন মিনিট ধরে গুলি চালায়, যতক্ষণ না সে মারা যায়। মেয়ে আমাকে বলেছে, একজন নাকি বলছিল, মাটিতে না পড়া পর্যন্ত গুলি চালা।'

নিহতের শাশুড়ি জানিয়েছেন, 'জঙ্গিরা নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি হিন্দু? তারপরই গুলি চালায়। আমার জামাইকে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলে ওরা। মেয়েকে ও ওর ছেলেকে কিছু করেনি। আমার মেয়ে ডাক্তার, সে বুঝতে পারে ওর স্বামী আর নেই। তারপর মোবাইল আর পার্স নিয়ে পালায়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার মেয়ে তখন ফোন করে জানায় ঘটনাটা। সকাল ১০টা ৩০-এ ওদের ফ্লাইট ছিল। এখন তারা ফিরছে একটা দেহ নিয়ে।'

নিহত ভরতের এক পড়শি জানান, 'আমরা তো শুনেছিলাম, কাশ্মীর এখন পুরোপুরি শান্ত। ওরাও তো তা-ই জানত, তাই বেড়াতে গিয়েছিল। এমনটা যে হতে পারে বিশ্বাসই হচ্ছে না!'

মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে হারালেন হিমাংশী

পহলগাম, ২৩ এপ্রিল : বিয়ে হয়েছিল ১৬ এপ্রিল। আর ২২ এপ্রিল সব শেষ।

বুধবার স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নববিবাহিতা স্ত্রী। চোখে শূন্যতা। কিছু পরেই নিস্তব্ধতা ভেঙে কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তরুণী। বলতে লাগলেন, 'তুমি ভালো থেকো। তুমি আমাদের গর্ব।' তারপর বাঁধ ভাঙে কান্নার। চিৎকার করে অঝোরে কাঁদছিলেন হিমাংশী। সপ্তাহখানেক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়ের সঙ্গে। মধুচন্দ্রিমায় তাঁরা গিয়েছিলেন কাশ্মীর।

মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহলগামে সস্ত্রীক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নৌসেনার ওই লেফটেন্যান্ট। ভেলপুরি খাচ্ছিলেন দু'জনে মিলে। হঠাৎ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জঙ্গিরা। হিমাংশীর কথায়, 'আমাদের সামনে এসেই ওরা বলল, ওকে (বিনয়) দেখে মুসলমান মনে হয় না। গুলি কর।' গুলি চলে। সদ্যবিবাহিতার সামনে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন স্বামী।

বৈসরণে জঙ্গি হামলার পরই সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। দেখা যায়, মৃত তরুণের দেহ আগলে বসে রয়েছেন এক তরুণী। পাশে পড়ে একটা ব্যাগ। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতবাক। পরে জানা যায়, ওই তরুণ নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়। হরিয়ানার বাসিন্দা বর্তমানে কর্মরত ছিলেন কোচিতে। মধুচন্দ্রিমার জন্য ইউরোপকেই বেছে নিয়েছিলেন বিনয়-হিমাংশী। কিন্তু ভিসা পাননি। শেষমেশ ভূস্বর্গ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ভূস্বর্গ যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে, তা কে জানত!

বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে বিনয়ের কফিনবন্দি দেহ আসে। স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে হিমাংশী বলতে থাকেন, 'প্রার্থনা করি, তোমার আত্মা যেন শান্তি পায়...।' নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে আরও বলেন, 'ওর মতো হাসিখুশি মানুষ খুব কম দেখেছি। যেখানে থাকত মাতিয়ে রাখত সবাইকে। আমরা সকলে ওর জন্য গর্বিত...।'

স্বামীকে হারিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সামনেও কান্নায় ভেঙে পড়লেন হিমাংশী।

উদাসীন পুরসভা

এখনও বেলাগাম টোটো

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : কখনও দুর্গাপুজো, কখনও মাধ্যমিক, আবার কখনও বাংলা নববর্ষের অজুহাত দিয়ে পুরসভা তরফে টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান পিছিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি পুরসভা আগেই ঘোষণা করেছিল যে, নববর্ষের পরই টেম্পোরারি আইনডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। তবে কোথায় কী? নববর্ষের পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও টিআইএন বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে কার্যত উদাসীন পুর কর্তৃপক্ষ। এতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। এদিকে অনেকেই মনে করছেন, টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তৃণমূল দলের অন্দরেই মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে টোটো নিয়ে পুরসভার সিদ্ধান্তকে ঘুরিয়ে বিরোধিতা করেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। এরই প্রভাব অভিযানে পড়ছে বলে ধারণা তৈরি হয়েছে।

যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'ইতিমধ্যে টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে প্রস্তুতি শুরু করেছি। এই বিষয়ে পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেই আগামী সপ্তাহে আমরা টিআইএন বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে অভিযানে নামব।'

গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়েছিল, ২ এপ্রিলের পর থেকে টিআইএন ছাড়া কোনও টোটো শহরে চলতে পারবে না। তবে নির্ধারিত তারিখে টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পুরসভা ব্যর্থ হয়। সেসময় অজুহাত দেওয়া হয়েছিল সামনে বাংলা নতুন বছর রয়েছে। মানুষের সুবিধের কথা ভেবেই নাকি নববর্ষের পর নিয়ম কার্যকর হবে। কিন্তু দেখা গেল বাংলা নববর্ষের পরে এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও টোটো নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি পুর কর্তৃপক্ষ। যদিও এর কারণ স্পষ্ট করে পুরসভাও জানায়নি। শহরের বাসিন্দা তপব্রত দে সরকার বলেন, 'এর আগে কয়েক দিন দেখলাম শহরের কিছু জায়গায় গ্রাম থেকে আসা টোটোগুলোকে পুরসভার তরফে আটকানো হচ্ছে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আবারও একই অবস্থা। টোটো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরসভা যথেষ্টই উদাসীন।'

অন্যদিকে, টোটো নিয়ে পুরসভায় বৈঠকের পরেই আইএনটিটিইউসি ঘুরিয়ে ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে একগুচ্ছ পালটা প্রস্তাব দেয়। এতে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পুরসভা। আইএনটিটিইউসি টাউন ব্লক সভাপতি পুণ্যব্রত মিত্র সেই প্রস্তাবে পুরসভাকে জানায়, 'টিআইএন নিয়ে গ্রাম শহরের বিভাজন করলে সমস্যা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে শহরের যানজট রুখতে কিছু রাস্তা টোটো চলাচলের জন্য একমুখীকরণ করে দেওয়া দরকার।'

তবে আইএনটিটিইউসির নেতাদের ওই প্রস্তাব যে ভোটের রাজনীতি সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। গ্রামের টোটো শহরে ঢোকা বন্ধ হলে প্রভাব পড়বে সরাসরি ভোট বাক্সে। বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের একটা অংশ ওই ব্যাংকে প্রভাব ফেলতে চাইছে না। শাসকদলের অন্দরে ঠান্ডা লড়াইয়ে বারবার ভেস্তে যাচ্ছে পুরসভার অভিযান বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ক্ষুব্ধ শহরের বাসিন্দারা

- নববর্ষের পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও টিআইএন বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেই
- পুরসভার সিদ্ধান্তকে ঘুরিয়ে বিরোধিতা করেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি
- এতে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পুরসভা
- এরই প্রভাব অভিযানে পড়ছে বলে ধারণা

ইতিমধ্যে টোটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে প্রস্তুতি শুরু করেছি। এই বিষয়ে পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেই আগামী সপ্তাহে আমরা টিআইএন বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে অভিযানে নামব।

পাপিয়া পাল, চেয়ারপার্সন জলপাইগুড়ি পুরসভা

জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নম্বরবিহীন টোটো।

বকেয়া না মেলায় বিক্ষোভ ঠিকাদারদের

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : এক বিধানসভা নির্বাচন গিয়ে আরেক বিধানসভা আসতে চলেছে। এখনও জলপাইগুড়ি পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা ঠিকাদারদের গত ভোটের কাজের জন্য বকেয়া মেটানো হয়নি। এই দাবিকে সামনে রেখে বুধবার পূর্ত দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন ঠিকাদাররা। তাঁদের অভিযোগ, দক্ষিণবঙ্গের ঠিকাদাররা টাকা পেলেও উত্তরবঙ্গের ঠিকাদাররা এখনও বঞ্চিত। যতদিন তাঁরা বকেয়া টাকা না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। ঠিকাদারদের পক্ষে পিন্টু ঘোষ বলেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে আধাসামরিক বাহিনীর জন্য

পূর্ত দপ্তরের সামনে ঠিকাদাররা।

শৌচালয় ও স্নানঘর তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাদের। কেউ ঋণ নিয়ে, কেউ নিজের সঞ্চয়ের টাকা খরচ করে সেই কাজ সম্পূর্ণ করেছিল।'

এখনও অবধি তাঁদের বকেয়ার কেবল ১৭ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। জেলায় ৬০ জন ঠিকাদারের প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা বকেয়া ছিল। তার মধ্যে মাত্র ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পিন্টু আরও বলেন, 'যদি পুরো টাকা না পাই তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা কাজ করতে পারব না।'

জলপাইগুড়ি পূর্ত দপ্তরের কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পার্থ হালদারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

ঝুঁকির পারাপার।। *মাল শহরে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দলবেঁধে পড়ুয়ারা। বুধবার।*

ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৩ এপ্রিল : ওরা প্রত্যেকেই চা বাগানের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে। এরপর মালবাজার শহরের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে নিজেদের নাম লিখিয়েছে। মা-বাবা বাগানে শ্রমিকের কাজে ব্যস্ত। তাই বাগানের বাসেই যাতায়াত করতে হয় ওদের। তবে দিন-দিন প্রাণের ঝুঁকি যেন বাড়ছে। বাস থেকে নেমে দলবেঁধে জাতীয় সড়ক পার করতে গিয়ে কখন যে গাড়ির সামনে পড়ে, সেই ভয় যেন কুঁড়ে কুঁড়ে খায় অভিভাবকদের। কিন্তু স্কুলে না পাঠিয়ে তো উপায় নেই। কারণ, পড়াশোনা চলিয়ে যেতে হবে। তাই এভাবেই চলছে। তবে আগে ওই সমস্যা ছিল না। রাজা চা বাগানের জমিতে স্কুলের বাসগুলোকে রাখা হত। এরপর অলিগলি দিয়ে বাগানের পড়ুয়ারা পৌঁছে যেত স্কুলে। তবে বাগান কর্তৃপক্ষ বাস রাখতে মানা করাতেই সমস্যা শুরু হয়।

মাল শহর থেকে বাগানগুলোর দূরত্ব সর্বোচ্চ ২০ কিলোমিটার। প্রতিটি বাগান থেকেই বাসে পড়ুয়াদের শহরে পাঠানো হয়। বর্তমানে বাসগুলো মালবাজার পর্যটন আবাসের সামনে এসে থামে। শহরের বিএল হিন্দি হাইস্কুল ও পুষ্পিকা গার্লস হাইস্কুলের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার। মাঝে পার হতে হচ্ছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। কয়েকশো বাচ্চা প্রতিদিন জাতীয় সড়ক পার করে স্কুলে যাতায়াতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পড়ুয়ারদের মধ্যে রঙ্গিত বলে,

পড়ুয়াদের নিয়ে শঙ্কা

'আমাদের বাবা-মায়েরা চা বাগানে কাজ করে। তাই স্কুলে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে না। ফলে আমাদের স্কুলবাসের উপর নির্ভর করতে হয়। জাতীয় সড়ক পার করতে মাঝেমধ্যে ভয় হয়।' বিষয়টি নিয়ে এক স্কুল কর্তৃপক্ষ বাগানের সঙ্গে আলোচনা করলেও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। পুষ্পিকা গার্লস হাইস্কুলের সিস্টার সুধা বলেন, 'বিষয়টি আমরাও বাগান কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তারা রাজি হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে দেখবার জন্য আবার অনুরোধ করব।' রাজা চা বাগানের ম্যানেজার নবীনচন্দ্র যোশিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের হেড অফিস থেকে নির্দেশ আছে বাগানের জমির উপর কোনও যানবাহন রাখা যাবে না। তাই রাখার অনুমতি আমি দিতে পারব না।' গাড়ি রাখার সমস্যা সুরাহার জন্য এসডিও অফিসে লিখিত জানিয়েছিলেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সেক্রেটারি তথা এলাকার নেতা বাবলু মাঝি। তাঁর কথায়, 'পর্যটন আবাসের সামনের স্থানটা নির্বাচিত হয়। কিন্তু এখন রাস্তা পারাপারের সমস্যাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই আবারও বিকল্প পথ খোঁজার চেষ্টার জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের কাছে দাবি জানাব।'

এদিকে, ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু বলেন, 'স্কুল শুরুর সময় থেকে স্কুলের ছুটি পর্যন্ত আমরা খুবই ধৈর্য সহকারে বাচ্চাগুলোকে রাস্তা পারাপারের সহযোগিতা করি। যাতে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে না পড়তে হয়। এই সময়টা আমরা সতর্ক বেশি থাকি।'

শোরুম উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : নিউ পি সি জুয়েলার্সের জলপাইগুড়িতে পথ চলা শুরু হল। বুধবার জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোডে নিউ পি সি জুয়েলার্সের নতুন শোরুমের উদ্বোধন হয়। এদিন শোরুমের উদ্বোধন করেন সংস্থার কর্ণধার শ্যামল পাল। তিনি জানান, তাঁদের এই নতুন শোরুমে মিলবে হলমার্কযুক্ত আধুনিক ডিজাইনের সোনার গয়না। এছাড়াও তিনদিনের জন্য থাকছে সোনার গয়নার মজুরির ওপর ৫০ শতাংশ ছাড়। সংস্থার বিশেষত্ব রয়েছে হালকা আধুনিক ডিজাইনের সোনার গয়না।

কলেজে নাটক

মালবাজার, ২৩ এপ্রিল : বিশ্ব ইংরেজি দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি কলেজের ইংরেজি বিভাগ। ওই অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয় শেক্সপিয়রের বিখ্যাত 'টুয়েলভথ নাইট' নাটক। নাটকটিতে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিনয় করেন কলেজের অধ্যক্ষ কার্তিকচন্দ্র দে, ইংরেজি বিভাগের প্রধান অর্পিতা দাশগুপ্ত ও প্রাক্তনীরা।

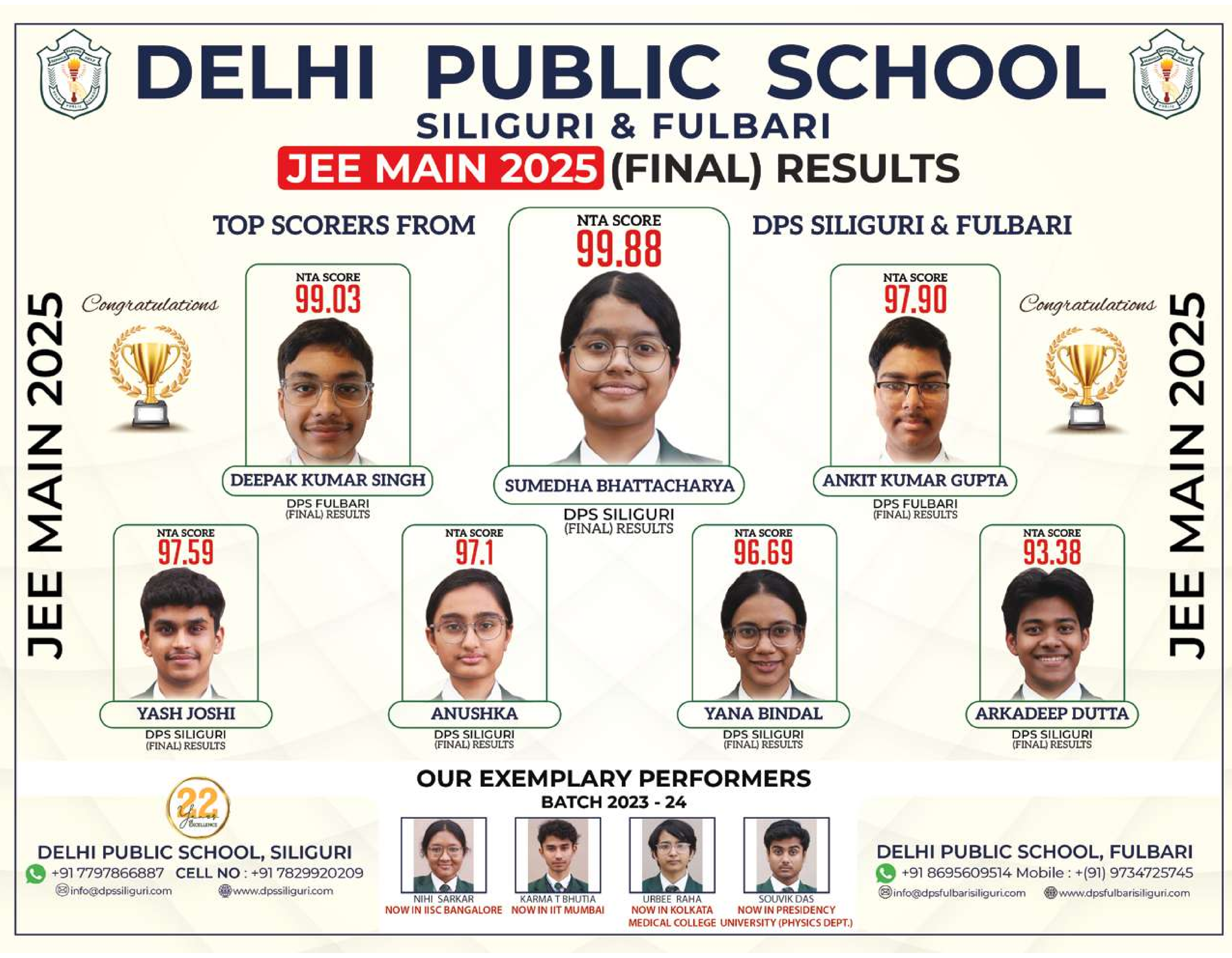

সাইকেলে কেরামতি।। জলপাইগুড়িতে তিস্তার বাঁধের রাস্তায় মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

গুলি চলছে শুনেই অসুস্থ বোধ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল : 'বাহার মত যাইয়ে। গোলিয়া চল রহে হে।'

চিৎকার করে হোটেলকর্মীর বলা সেই কথাগুলো এখনও কানে বাজছে সাগর চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের লোকজনের। আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা সাগর, বাবা সজল চক্রবর্তী, মা শুক্লা চক্রবর্তী ও স্ত্রী প্রিয়াংকা চক্রবর্তীকে নিয়ে শ্রীনগরে গিয়েছিলেন ঘুরতে। মঙ্গলবার দুপুরে যখন সেই জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে, তার থেকে ৩ কিলোমিটার দূরের হোটেলে ছিলেন তাঁরা। বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে সেদিন আর বৈসরণ যাননি। ভেবেছিলেন, বুধবার যাবেন 'মিনি সুইজারল্যান্ড' ঘুরতে। যদি সেদিনই যেতেন, তাহলে কী যে হত, ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠছেন সাগররা।

চারজন মিলে গত ১৫ এপ্রিল ট্রেনে রওনা দিয়েছিলেন শ্রীনগরের উদ্দেশে। ১৭ তারিখ সেখানে পৌঁছান। ২১ তারিখ পর্যন্ত শ্রীনগর ও তার আশপাশের এলাকা ঘোরেন। পরবর্তীতে পহলগামে তিনদিন থাকার পরিকল্পনা করে ২২ এপ্রিল সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা দেন। মঙ্গলবার দুপুরে আড়াইটে নাগাদ তারা পহলগামে পৌঁছান। হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে বাইরে বেরোনোর পরিকল্পনা ছিল।

সেই না বের হতে যাবেন, পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন হোটেলের কর্মীরা। বুধবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে সাগর বললেন, 'আমরা আগে কিছু বুঝিনি। তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পারি বাইরের পরিস্থিতির কথা। তারপর সারারাত হোটেলের ভেতরে বন্দি ছিলাম। বারবার হোটেলের কর্মীদের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলাম, বাইরে কী চলছে।' সেই মুহূর্তে হাত-পা কাঁপছিল তাঁদের। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সাগরের বয়স্ক বাবা খবর শোনার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। সারারাত আতঙ্কে কেউ চোখের পাতা এক করতে পারেননি। সঙ্গে থেকেই হোটেলের সামনে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা পাহারায় ছিলেন। আর হোটেলের লোকও খুব সহযোগিতা করেছেন, বলছিলেন সাগররা।

সাগরের স্ত্রী প্রিয়াংকা বলেন, 'রাতে বাইরে গিয়ে খাবার খাওয়ার উপায় ছিল না। সাহসও ছিল না। হোটেলের পক্ষ থেকেই আমাদের জন্য রুটি, তরকারি সহ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবারই প্রথম কাশ্মীরে ঘুরতে আসা। কিন্তু প্রথমবার এসেই যা অভিজ্ঞতা হল, তা জীবনে ভোলার নয়।' এদিন সকালে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাঁদের নিরাপত্তা দিয়ে বাসে করে শ্রীনগর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুপুরের দিকে পৌঁছান শ্রীনগরে। পহলগাম থেকে দূরে সরে গিয়ে যেন তাঁরা খানিকটা হাঁফ ছেড়ে স্বস্তি পেয়েছেন। বুধবার রাতটা তাঁরা শ্রীনগরের একটি হোটেলেই কাটিয়েছেন। প্রথমে ভূস্বর্গে পা রেখে তাঁরা কাশ্মীরের যে ছবিটা দেখেছিলেন, সেটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। বলছিলেন সাগররা। তিনি বলেন, 'আসার সময় কাশ্মীরে যে ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখেছিলাম, এই এক ঘটনায় তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এখন চারিদিকে শুধু সেনাবাহিনী আর তাদের গাড়ি যাতায়াত করছে।'

নিরাপদে শ্রীনগর পৌঁছে গেলেও সাগর একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। বুধবার দুপুরেই তো তাঁদের বৈসরণে ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল। যদি মঙ্গলবারের বদলে বুধবার এই হামলা হত, তাহলে তো জঙ্গিদের শিকার হয়ে যেতেন তাঁরাও। সাগর বলেন, 'এই ঘটনার পর আমরা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি যে আর কিছু ভাবতেই পারছি না। কেবল ভাবছি, কতক্ষণে নিজের বাড়িতে যেতে পারব।' বুধবার তাঁরা বিমান বা ট্রেনের টিকিট কাটতে পারেননি। চেষ্টা করছেন, বৃহস্পতিবার যেভাবেই হোক কাশ্মীর ছাড়বেন। তবে ট্রেনের টিকিটের সাংঘাতিক দাম। খরচ যা-ই হোক, মৃত্যু উপত্যকায় আর থাকতে চাইছেন না সাগররা।

আতঙ্কে শ্রীনগর ছাড়ছেন পর্যটকরা। সেখানকার একটি হোটেলে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ফৌজি পোশাক দেখেই কান্না মা ও শিশুর

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : চোখের সামনে সবে গণহত্যা দেখেছেন তাঁরা। জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে দেখেছেন একান্ত প্রিয়জনকে। চোখেমুখে আতঙ্ক নিয়েই পহলগামের বৈসরণ উপত্যকা ছেড়ে বেরিয়ে এসে পাথরের স্তূপে বসে পড়েছেন প্রাণে বাঁচা পর্যটকরা। ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীও। স্বজনহারানো পর্যটকদের তাঁরা সান্ত্বনার পাশাপাশি জল ও খাবার দিয়ে সাহায্য করেন।

আচমকাই চিলচিৎকার করে ওঠে একটি শিশু। কেঁদে ওঠেন তার মা-ও। হাতজোড় করে জওয়ানদের দিকে তাকিয়ে মহিলা শিশুর প্রাণভিক্ষা চান জওয়ানদের কাছে। তাঁকে বলতে শোনা যায় 'প্লিজ আমার বাচ্চাটাকে মেরো না। আমাকে মারো। ওকে ছেড়ে দাও।' তার জবাবে এক জওয়ান চিৎকার করে অভয় দিয়ে বলতে থাকেন, 'ভয় পাবেন না। আমরা ভারতীয় সেনা। আপনাদের নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। কোনও ভয় নেই।...'

কী ব্যাপার! আসলে ফৌজি পোশাক দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন মা ও নাবালক। কিছুক্ষণ আগেই তো তাঁরা দেখেছিলেন ওই একই ধরনের পোশাক পরে ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা চালাতে। তাই জওয়ানদের পরনের জলপাই উর্দিটাই তাঁদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সেনাবাহিনী যখন মৃত্যু উপত্যকায় পৌঁছোয়, তখন কিছু আহত ও আতঙ্কিত পর্যটক সাহায্য চাইছিলেন, আবার কেউ কেউ কাঁদছিলেন প্রাণভয়ে।

কলমা পড়তে না পারায় খুন

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামের বৈসরণ উপত্যকার নিসর্গ শোভা দেখতে এসে মঙ্গলবার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। সেখানে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা আচমকাই হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা ধর্ম জানার পর টার্গেট করে গুলি চালায়। নিহত ২৬ জন পর্যটকের মধ্যে ছিলেন কানপুরের শুভম দ্বিবেদী ও পুনের ব্যবসায়ী সন্তোষ জাগদালে।

শুভম (২৮) তাঁর স্ত্রী সহ পরিবারের নয় সদস্যকে নিয়ে এক সপ্তাহের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সোনমার্গ ও গুলমার্গ ঘুরে পহলগামে পৌঁছোনোর পর মঙ্গলবার দুপুরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে উপত্যকায় ইতিউতি ঘুরতে বের হন। তখন কি তাঁরা জানতেন, এটাই তাঁদের একসঙ্গে শেষ বেড়ানো!

শুভমের ভাই জানিয়েছেন, 'ভাইয়া ও ভাবি মিলে ম্যাগি খাচ্ছিলেন। তখনই ইউনিফর্ম পরা দুই ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি মুসলিম? হ্যাঁ হলে কলমা পড়ো।' উত্তর দিতে না পারায় শুভমকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে তারা। তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে হামলাকারীরা বলে, 'সরকারকে গিয়ে বোলো আমরা কী করেছি।'

শুভমের বাবা সঞ্জয় দ্বিবেদী বলেন, 'বিয়ের মাত্র দু'মাস পর ওরা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল। বউমা ওদের বলেছিল, 'ওকে যখন মারলে, আমাকেও মারো'। কিন্তু জঙ্গিরা বলে, 'তোকে বাঁচিয়ে রাখছি যাতে তুই গিয়ে আমাদের বার্তা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারিস।'

অন্যদিকে পুনের ব্যবসায়ী সন্তোষ জাগদালেকে একই কৌশলে হত্যা করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন একটি তাঁবুতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তাঁর মেয়ে আশাবরী জানিয়েছেন, 'ওরা বাবাকে গালি দিতে দিতে ডেকে আনে, বলে তু

পহলগামে গুলিবিদ্ধ

বাহার আ... কলমা পড়। না পড়তে পারায় মাথা, কানে ও পিঠে তিনটে গুলি করে মেরে ফেলে বাবাকে।' তিনি আরও বলেন, 'জঙ্গিরা বলছিল মোদিকে সমর্থন করায় এই শাস্তি, আর এও বলছিল, তারা নিরীহ নারী ও শিশুকে মারে না।'

আশাবরী, তাঁর মা ও অন্য এক আত্মীয়াকে রেহাই দেয় হামলাকারীরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ও নিরাপত্তা বাহিনী এসে তাঁদের উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন স্থানীয় গাইড ওয়াহিদ। তিনি জানান, অনেক মৃতদেহ তিনি পড়ে থাকতে দেখেছেন। অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'ওরা স্পষ্টভাবে শুধু পুরুষদের মারছিল, মহিলাদের ছেড়ে দিচ্ছিল।'

দেখে ফিরছি

প্রথম পাতার পর

মধ্যে আমাদের গাড়িচালক চা খাওয়ার জন্য একটি দোকানে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন স্থানীয় দোকানদারদের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথা হল। জানতে পারলাম তাঁরাও এ ধরনের ঘটনায় তিতিবিরক্ত।'

পহলগামে হামলার প্রতিবাদে বুধবার সাধারণ ধর্মঘট ছিল গোটা কাশ্মীরে। তার মধ্যেই রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে পর্যটকদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কেকা বলেন, 'বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি, সবাই কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। সেখানে জাতীয় পতাকাও অর্ধনমিত রাখা। সকলের জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। দুপুরে সেই খাবারই খাই আমরা।' পর্যটক দলের টিম ম্যানেজার শুভম দাস জানান, 'এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। সকলকে নিয়ে নিরাপদে দিল্লি পৌঁছানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য।' ফোন ছাড়ার আগে কেকা বললেন, 'আমরা ভূস্বর্গ দেখতে এসেছিলাম। দেখে ফিরছি মৃত্যু উপত্যকা।'

ধর্ষণ ঘুমন্ত কিশোরীকে

শামুকতলা, ২৩ এপ্রিল : ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে শামুকতলা থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। যদিও ভয়ে ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওই নাবালিকা এতদিন কাউকে কিছু জানায়নি।

অবশেষে মঙ্গলবার মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে সে সব সত্যি কথা জানায়। নাবালিকা মাকে জানায়, ঘটনার রাতে ওই তরুণ ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে। সে ভয় পেয়ে আলো জ্বালালে অভিযুক্ত তার মুখে চাপা দিয়ে কাউকে কিছু না বলার জন্য শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিশোরীর বাবা, মাও একই ঘরে ছিলেন।

কিন্তু আকারে বড় হওয়ায় ঘরটি বেড়া দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশে কিশোরী একা ছিল। মঙ্গলবার রাতে শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে কিশোরীর পরিবার লিখিত অভিযোগ জানায়।

পুলিশ বুধবার সকালে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৯ বছরের ধৃত তরুণ পেশায় টোটোচালক। ফাঁড়ির ওসি দ্বীপায়ন সরকার বলেন, 'বুধবার সকালে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়। বিচারক তার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছি।'

ওই কিশোরী বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। এখন জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে তার কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। নাবালিকার বাবার কথায়, 'আমাদের ঘরটা বড়। ঘরের একটা অংশে ছোট চৌকিতে মেয়ে ঘুমোয়। আমরা ঘরেই অন্য পাশে ছিলাম। রাত দুটো নাগাদ প্রতিবেশী তরুণটি জানলা খুলে ঘরের ভিতরে এসে আমার মেয়েকে ধর্ষণ করে।'

মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : সমাজকর্মী মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির একটি আদালত। পাশাপাশি ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মুখ মেধার।

২৩ বছর আগে মেধার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। সেইসময়ে তিনি গুজরাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালনা করতেন। একবছর আগেই সেই মামলায় মেধাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সাজা হয়েছিল ৬ মাস কারাদণ্ডের। যদিও ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে মেধাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বুধবার বন্ড জমা দেওয়ার জন্য মামলাটি আদালতে ওঠে। আদালতে মেধা হাজির না হওয়ায় আদালত অবমাননার অভিযোগে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। টিভি চ্যানেলে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানিকর বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগ মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে এনেছিলেন সাক্সেনা।

৬০০ কোটি বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির দুর্নীতিতে ৫৬.৫০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করল ইডি। বুধবার বিবৃতি জারি করে এই বিষয়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এসএসসির গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র দুর্নীতিতে প্রসন্নকুমার রায়ের এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে জমি, বাণিজ্যিক স্থান, ফ্ল্যাট, ভিলা রয়েছে। সম্প্রতি ২০১৬ সালে প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট।

জবাব ভারতের

প্রথম পাতার পর

৩০-এ নামিয়ে আনা হয়েছে। একইসঙ্গে, ইসলামাবাদে ভারতীয় হাই কমিশনেরও কর্মীসংখ্যা ৩০-এ সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সেনাকে সতর্ক রাখা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক মহলের উদ্দেশে একটি শক্ত বার্তা দিল— সন্ত্রাসবাদকে মদতদাতা রাষ্ট্রের প্রতি কোনওরকম সহানুভূতি নয়, বরং কঠোর পদক্ষেপই হবে ভারতের নীতি।

অসহায় উত্তরের শিক্ষকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : 'বিএড পাশ করে অঙ্কের শিক্ষক হয়েও রাস্তায় শুয়ে আছি', ছলছল চোখ নিয়ে বললেন দক্ষিণ দিনাজপুরের দানগ্রাম ঈশ্বরচন্দ্র হাইস্কুলের চাকরিহারা শিক্ষক সুখদেব মণ্ডল। সল্টলেকের করুণাময়ীতে আচার্য সদনের সামনে তপ্ত রোদে পিচের রাস্তায় পা ফেলা দায়। সেই রাস্তার ওপরেই খবরের কাগজ পেতে শুয়ে রয়েছেন সুখদেব। সঙ্গে তাঁর আরও পাঁচ সহকর্মী। তাঁরাও চাকরি হারিয়েছেন। সোমবার থেকেই দু-চোখে আশা নিয়ে এসএসসি ভবনের বাইরে তাঁরা অবস্থানরত।

একটু এগোতেই দেখা গেল, ফোনে পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন একজন। কোনও কাগজের ওপর নয়, তিনি বসে রয়েছেন পিচের রাস্তাতেই। ঢকঢক করে কিছুটা জল খেয়ে জলপাইগুড়ির 'ময়নাগুড়ি হাইস্কুল'-এর শিক্ষক প্রসেনজিৎ ঘোষ বললেন, 'জলপাইগুড়ি ডিআই অফিসের সামনে তিনবছরের ছেলেকে নিয়ে বিক্ষোভ করেছিলাম। ডিআই অফিসে তালাও ঝুলিয়েছিলাম। ফল হয়নি কিছুই। তাই কলকাতায় চলে এসেছি।' ২০ লক্ষ টাকার ব্যাংক ঋণ রয়েছে তাঁর। হুগলিতে নিজের বাড়ি করেছেন। প্রসেনজিৎ বলেন, 'কখনও যদি জানতাম চাকরি চলে যাবে, কোনওদিনও লোন নিতাম না। ৩১ ডিসেম্বর অবধি বেতন হবে জানি। কিন্তু তারপর ইএমআই দেব কী করে?'

> জলপাইগুড়ি ডিআই অফিসের সামনে তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে বিক্ষোভ করেছিলাম। ডিআই অফিসে তালাও ঝুলিয়েছিলাম। ফল হয়নি কিছুই। তাই কলকাতায় চলে এসেছি।
>
> **প্রসেনজিৎ ঘোষ**, শিক্ষক, ময়নাগুড়ি হাইস্কুল

পাশেই বসেছিলেন কোচবিহারের প্রেমেরডাঙা দেওয়ান বর্মন হাইস্কুল-এর শিক্ষক শরিফুল ইসলাম। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে একবার বলুন না আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা না হলে আমরা বিক্ষোভ থেকে উঠব না।' আচার্য সদনের সামনে আগের দিনের তুলনায় এদিন ভিড় কিছুটা হালকা হওয়ায় আন্দোলনরতদের চোখেমুখে ছিল হতাশার ছাপ। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের চিন্তা চোখেমুখে স্পষ্ট। চড়া রোদে খোলা আকাশের নীচে আচার্য সদনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটছে তাঁদের। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে সোমবার ট্রেনে কলকাতায় এসেছেন সুকুমার সোরেন।

তিনি বলেন, 'আমার স্কুল মালদায়। এখানে এসেছি শুধুমাত্র চাকরির কোনও স্থায়ী সমাধানের আশায়। মাথার ওপর পরিবারের চাপ। স্কুল থেকে এখনও কোনও ফোন আসেনি। এদিকে এসএসসি থেকে আমাদের কোনও স্পষ্ট বার্তাও দিচ্ছে না। কলকাতার গরমে প্রায় ঝলসে যাচ্ছি। তবুও মাটি কামড়ে পড়ে থাকব।'

১৯ দিনে বন্যপ্রাণীর

প্রথম পাতার পর

ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা খুলনাইপুল এলাকার বাসিন্দা নুরনেহা বেগমের মৃত্যু হয় হাতির হামলায়। ওইদিনই দুপুরে পাতাবাড়ির বাসিন্দা তাহিরুল হক গোরু কিনে বাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন। লাটাগুড়ি কলাখাওয়া নজরমিনারের প্রবেশের গেটের খানিক দূর এই চারটি হাতির একটি দল তাঁর দিকে তেড়ে আসে। কোনওরকমে দৌড়ে তিনি পালিয়ে বাঁচলেও হাতে চোট লাগে।

এই ঘটনার পরদিন সকালে কাঠামবাড়ির জঙ্গলের ফুলঝোরা ১ নম্বর কম্পার্টমেন্টের মধ্যে রাস্তা দিয়ে আনন্দপুর চা বাগানের স্কুল লাইনের বাসিন্দা রাজেন ওরাওঁ (৪২) বাড়ি ফেরার সময় একটি দাঁতাল হাতি তাঁকে পিষে দেয়।

ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওইদিন বিকেলেই ফের কাঠামবাড়ির জঙ্গলের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বারোঘরিয়া শালবাড়ি গ্রামের বেশ কয়েকজন খড়ি সংগ্রহে যান ফুলঝোরা বিটে। তাঁদের দিকেও তেড়ে আসে একটি হাতি।

হাতির আক্রমণে টেপরা মোহাম্মদের (৫৫) মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। গুরুতর আহত হন লাইলি বেগম (৪৫) ও কুলসুম নেছা (৪২)। এই মাসেরই ১৮ তারিখ জলঢাকার জঙ্গলে বাইসনের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় আহত হন বাইকে সওয়ার দুজন।

চলতি মাসের ১৯ তারিখ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপেটিয়ায় ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় আহত হন এক শ্রমিক। ঝোপের আড়াল থেকে চিতাবাঘটি বেরিয়ে ওই শ্রমিকের গলা কামড়ে ধরে। ওই শ্রমিকের সঙ্গীদের চিৎকারে চিতাবাঘটি অবশ্য পালিয়ে যায়। ঘটনার ঠিক পরদিন পাশেরই রায়পুর চা বাগানে লোকালয়ে বেরিয়ে পড়া বাইসনের হামলায় মৃত্যু হয় একজনের। ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনজন।

ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় মনে করেন, 'যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর করিডরে কংক্রিটের নির্মাণ হচ্ছে তার জন্যই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সরকার এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।'

মুখ্য বনপাল শ্যামকুমার মোলে বলেন, 'বন্যপ্রাণীদের হামলা আটকাতে বনকর্মীরা দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন। মানুষ যদি আগামীতে সচেতন না হয় তাহলে ভয়াবহ বিপদ রয়েছে।'

শ্রীনগরের রাস্তায় আতঙ্কের পরিবেশ

প্রথম পাতার পর

প্রতিবছর মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পর্যটনের ভরা মরশুম কাশ্মীর উপত্যকা। পর্যটকরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন সেজন্য ট্যাক্সি ইউনিয়ন এদিন ফ্রি সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছিল। ফ্রি সার্ভিস না হলেও অটোচালকরাও এদিন পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই রাস্তায় ছিলেন। বনধে শ্রীনগরের ব্যস্ততম লালচকও ছিল শুনসান। এদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ যাত্রীদের অপেক্ষায় লালচক ঘড়ি মোড়ে বসে থাকা দুই অটোচালক রামবাগের বাসিন্দা নাসির খান এবং জাহাঙ্গির চকের বেলাল দারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পহলগামের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলতেই দুজনের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া, 'সত্যনাস হো গয়া'। ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে থাকায় কী হয়েছে তা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও বেলাল দারের কথায়, 'শুনেছি যেখানে জঙ্গি হামলা হয়েছে সেখানে সেনাবাহিনীর কড়া নিরাপত্তা রয়েছে। রয়েছে মিলিটারি ক্যাম্প। তা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা তারাই বলতে পারবে। তবে আমাদের জীবিকার যে সমস্যা তৈরি হল তা স্বাভাবিক হতে যে কত সময় লাগবে কে জানে।'

নাসির খানের পাঁচ সদস্যের সংসার চলে অটো চালিয়ে। নাসির খানের কথায়, অটো পরিষেবা পর্যটকদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার টাকা আয় হয় অথচ বুধবার বিকেল পর্যন্ত আয় হয়েছে মাত্র ৩০০ টাকা।

শ্রীনগরের অন্যতম ব্যস্ত বাজার গনিখান মার্কেট। শুধুমাত্র খাবারের দোকান এবং ওষুধের দোকান ছাড়া কয়েকশো দোকানের শাটার এদিন নামানো ছিল।

দুপুর দুটো নাগাদ রাস্তার ওপরেই ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত কিছু কিশোর। রাস্তার পাশে নিজের খুচরো ওষুধের দোকান খুলে ক্রেতার অপেক্ষায় খুরশিদ ওয়ানি। ২০ বছরের ওপর ওষুধের ব্যবসা খুরশিদের। খুরশিদ বলেন, 'কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ এই অশান্তি চায় না। তা সত্ত্বেও বারবার অশান্ত হয় এই উপত্যকা। যার খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকে, এর উত্তর আমরা চাই।'

এদিনের বনধ নিয়ে শ্রীনগরের বাসিন্দা তরুণ আদিল ইমতিয়াজ বলেন, 'আমরা জানি প্যালেস্তাইনের ওপর হামলার ঘটনার প্রতীকী প্রতিবাদ করে যেমন কোনও ফল হয় না, ঠিক এই ঘটনারও কোনও ফল হবে বলে আমি মনে করি না।'

বদলা নিতে ঘনঘন বৈঠক

প্রথম পাতার পর

যদিও সমস্তরকম আশ্বাস সত্ত্বেও কাশ্মীর ছাড়ছেন ভীতসন্ত্রস্ত পর্যটকরা। কাশ্মীরের বিভিন্ন রাস্তায় পর্যটকদের গাড়ির ভিড়। এর জেরে যানজট তৈরি হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। উপত্যকায় জঙ্গি হামলা নতুন নয়। কিন্তু পর্যটকদের ওপর এমন বেপরোয়া হামলা আগে কখনও তেমনভাবে ঘটেনি।

উপত্যকা আর নিরাপদ নয় বুঝে কাশ্মীর ছাড়ছেন দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। দিল্লি থেকে আসা পর্যটক সমীর ভরদ্বাজ বলেন, 'আমাদের পহলগামে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমরা দিল্লি ফিরে যাচ্ছি। পরে সুযোগ পেলে আসব।' যাঁদের এপ্রিলের শেষ ও মে মাসে যাওয়ার কথা, তাঁরাও বুকিং বাতিল করে হিমাচল বা অন্য কোনও পাহাড়ি পরিবেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করছেন ট্যুর অপারেটরদের। পহলগামে জঙ্গিহানায় ২৬ জনের মৃত্যুকে 'ভারত রাষ্ট্রের ওপর আঘাত' বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার বলেন, 'এখন রাজনৈতিক ঐক্যের সময়। গোটা জাতি যখন শোকস্তব্ধ, তখন কারও ব্যর্থতা চিহ্নিত করার চেষ্টা উচিত নয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের উচিত সর্বদল বৈঠক ডেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা।'

তবুও ধর্না এসএসসিতে

প্রথম পাতার পর

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনজন মহিলা কর্মীকেও যেতে দেওয়া হয়েছে।

তবে কমিশনের আরও কয়েকজন কর্মী দপ্তরে ঘেরাও হয়েই আছেন। তালিকা দেখে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ধর্না চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষকদের একাংশ। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরির শর্তে তাঁদের আপত্তি। সেই সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা স্কুলে যাবেন না বলে জানিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের সুখদেব মণ্ডল বলেন, 'প্রায় চোরের মতো বেরিয়ে গেলেন চেয়ারম্যান। তবে আমরা ছেড়ে কথা বলব না।' আন্দোলনকারীদের দাবি, যোগ্য-অযোগ্য, উভয় তালিকাই প্রকাশ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, সেই তালিকা প্রকাশ এখন সম্ভব নয়। শিক্ষকরা তাই আবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। তাছাড়া ২২ লক্ষ ওএমআর শিট প্রকাশের দাবিও আছে। চেয়ারম্যানকে ঘেরাওমুক্ত করার সাফাই দিয়ে মেহবুব বলেন, 'আজ আমাদেরই মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। সেখানে চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকতে পারলে আমাদের ওপরেই দোষ পড়বে।'যে চারটি শর্তে এসএসসি চেয়ারম্যানকে মুক্তি দিয়েছেন শিক্ষকরা, সেগুলি হল ডিআই অফিসে পাঠানো যোগ্যদের তালিকা সকলের সামনে প্রকাশ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক করে 'টেন্টেড' বা 'দাগি'দের বরখাস্তের চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা, রিভিউ পিটিশনের জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আন্দোলনকারীদের সামনে পেশ এবং এই শিক্ষকদের নতুন করে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা যাবে না। সোমবার এসএসসি অফিসে আটকে ছিলেন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। প্রথম রাত কাটিয়েছেন বিস্কুট ও মিনারেল ওয়াটার খেয়ে। মঙ্গলবার নুন-চিনির জল দিয়ে প্রাতরাশ সেরেছেন। কোনও খাবার ভেতরে যেতে দেননি বিক্ষোভকারীরা। পরে অবশ্য বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার ডিসি অনীশ সরকারের অনুরোধে খাবার এবং ওষুধ যেতে দেন। চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ এসএসসি'র কাছ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয়, চাকরির স্থায়িত্ব দাবি করছে। সেই নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান। মালদার ভুনা আদিবাসী হাইস্কুলের শিক্ষক সুব্রত দাস বলেন, 'আমাদের কাছে স্কুল থেকে এখনও নোটিশ আসেনি।'

মানুষটা আর

প্রথম পাতার পর

আমাদের হোটেলের সামনেই সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তায় সামান্য কয়েকটা গাড়ি অবশ্য চলছে। আজকের দিনটা হোটেলে বসেই কাটিয়ে দিলাম পুরো।

তবে ওই পরিবারটা এখন কোথায়, তা নিয়ে আর কেউ মুখ খুলছে না। আমরাও খুব একটা কারও সঙ্গে কথা বলিনি। এখানকার হোটেলের লোকগুলোও যে খুব উদ্বেগে রয়েছেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কারণ ওঁরা বুঝতে পারছেন, যা অবস্থা তাতে এখনই কেউ আর কাশ্মীরমুখো হবেন না। মোটামুটি যাঁরাই বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ট্যুর ক্যানসেল করে ফিরতে চাইছেন। আমরা, পর্যটকরা এখন কাশ্মীর ছাড়তে পারলে বাঁচি।

তবে এখানকার লোকজন খুব হেল্পফুল। পর্যটক হিসাবে হোটেলে কোনও অসুবিধা হয়নি আমাদের। ঘুরতে বেরিয়েও তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। আসলে পর্যটন ব্যবসাটাই তো এখানে মূল। তাই আমাদের আপ্যায়নটা ভালোই করেছে। কিন্তু এমন অবস্থা যে হবে, তা তো কেউ কল্পনা করতে পারেনি!

অনুলিখন : শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কে ভয় কাটাতে স্কুলে 'সেবা'

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ এপ্রিল : মাস দুয়েক আগে অবসর নিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক স্কুল থেকে। দীর্ঘ ৩৬ বছরের চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁর মনে হয়েছিল গোড়াতেই যদি অঙ্কের ভিত মজবুত না হয়, তবে বিষয়টির প্রতি ভীতি সারা জীবনেও দূর হওয়ার নয়। যে কারণে এখন সরকারি কিংবা বেসরকারি যে কোনও প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে খুদেদের মজার ছলে অঙ্কের পাঠ দিচ্ছেন নাগরাকাটা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পিনাকী সরকার।

পিনাকীবাবুর বাড়ি ধূপগুড়িতে। চাকরি জীবন শুরু ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে সেখানকার বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন হাইস্কুল থেকে। নাগরাকাটায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ২০০৩ সালে। বুধবার ওই শিক্ষক কচিকাঁচাদের নিয়ে 'অঙ্ক ম্যাজিকে' মেতে উঠলেন নাগরাকাটার শিশুমিত্র পুরস্কারর

খুদেদের অঙ্ক শেখাচ্ছেন পিনাকী সরকার। বুধবার। -সংবাদচিত্র

প্রাপক ঘাসমারি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গণিত শেখানোর ক্ষেত্রে তাঁর ক্যাচলাইন- 'আনন্দে গণিত, উৎসবে গণিত, আমাদের গণিত, আমার গণিত।'

এদিন স্কুলটির তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের সংখ্যার ধারণা দেন তিনি। সেখানকার সহ শিক্ষক মহম্মদ আলি আনসারি, জয়িতা দত্ত, সুশান্ত রায়, মিলি শৈব্য প্রমুখ জানান, ঘণ্টাদুয়েকের ক্লাস শেষে দেখা গিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা ব্ল্যাকবোর্ডে এসে নিজেরাই অঙ্ক কষতে পারছে। পিনাকীবাবুর কাছ থেকে অঙ্ক শেখানোর কৌশল জানতে পেরে তাঁরাও সমৃদ্ধ হয়েছেন বলে জানান।

এর আগে কোভিড পরিস্থিতির সময় স্কুলগুলি বন্ধ থাকার পর্বে পড়ুয়াদের জন্য তিনি মিশন মাধ্যমিক নামে অনলাইনে পড়াশোনার একটি কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। চার বছর পর এখনও সেই কর্মসূচি সমানতালে চলছে। শুধু নাগরাকাটা ব্লকের গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন এতে রাজ্যের অন্যান্য জেলার ছাত্রছাত্রীরাও সপ্তাহে একদিন করে যোগ দিচ্ছে। পড়াচ্ছেন বিভিন্ন নামীদামি স্কুল, কলেজের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকরা।

প্রাথমিকের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমন ভাবনা কেন? পিনাকীবাবুর কথায়, 'অঙ্ক এমন একটি বিষয় যেটাকে কেউ একবার ভালোবেসে ফেললে সে কেবল অঙ্ক নিয়েই থাকবে। ওই ভালোবাসাটা তৈরি হয় ছোটবেলাতেই। পরে হয় না। তাই খুদেদের নিয়ে আরও বেশি করে কাজ করতে চাই। কোনও স্কুল আমাকে ডাকলেই চলে যাব।'

অবসরের পর দু'মাসের মধ্যেই পিনাকীবাবু অঙ্ক ক্লাস নিতে চলে গিয়েছেন শিলিগুড়ির সারদা শিশুতীর্থ, নকশালবাড়ির সারদা বিদ্যামন্দির, মালদার শিশু বিদ্যামন্দির, ধূপগুড়ির বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক স্কুলে। শুক্রবার তাঁর কর্মসূচি রয়েছে ধূপগুড়ির গড়খুট্টা ৩ নম্বর বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক স্কুলে।

প্রাক্তন ‘বস’-কে কড়া জবাব লোকেশের

ম্যাচ শেষে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে দায়সারাভাবে হাত মিলিয়ে মাঠ ছাড়লেন লোকেশ রাহুল।

লখনউ, ২৩ এপ্রিল : নবাবের শহরে নবাবি মেজাজে বদলা।

গতবছর লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামেই প্রকাশ্যে তাঁকে তুলোধোনা করেছিলেন প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক। তাৎক্ষণিক ঘটনায় স্তম্ভিত লোকেশ রাহুল সেদিন কিছু বলতে পারেননি। চুপচাপ শুনেছিলেন।

দল ছেড়েছেন। জার্সি বদলেছে। বদলার হিসেবটা মঙ্গলবার সুদে-আসলে মেটালেন। ব্যাট হাতে পুরোনো দল লখনউ সুপার জায়েন্টস এবং দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে চুপ করিয়ে দিলেন। ম্যাচ জেতানো ইনিংস (অপরাজিত ৫৭)। উপহার দিলেন দিল্লির ক্যাপিটালসের হয়ে।

লখনউয়ের ১৫৯/৬ রানের জবাবে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে ছক্কা লাগিয়ে দিল্লির জয় নিশ্চিত করে দেন। একইসঙ্গে আইপিএলে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ১৩০তম ম্যাচে ৫ হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন। পরে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট- ‘লখনউয়ে পা রাখলে সবসময় ভালো লাগে।’

ম্যাচ শেষে কড়া বার্তা প্রাক্তন ‘বস’ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও তাঁর ছেলে শাশ্বতকেও। দুজনে লোকেশের সঙ্গে সৌজন্যবশত কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ‘শীতল’ করমর্দনেই দায়সারাভাবে সৌজন্যতা সারেন লোকেশ। যথাসম্ভব দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে যান। ক্যামেরার সামনেই উসকে দেন পুরোনো বিতর্কের স্মৃতি। বুঝিয়ে দেন, সেদিনের অপমান ভোলেননি।

লোকেশ-সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ঘিরে যখন ‘করমর্দন নাটক’, তখন লখনউ ডাগআউটে প্রকাশ্যেই অশান্তির মেঘ। মেন্টর জাহির খান বনাম অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২ বলে ০। ব্যর্থতা জারি। আউট হয়ে ডাগআউটে ফেরার ঋষভকে নিয়ে পড়েন জাহির। ঋষভ কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। যদিও সহমত হতে পারছিলেন না জাহির।

লখনউয়ের অন্দরমহলের দাবি, ঋষভের চলতি ফর্ম নিয়ে দলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মাঠের মধ্যেই ঋষভ-গোয়েঙ্কা কথাবার্তা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। প্রশ্ন ওঠে, লোকেশের জায়গায় এবার কি ঋষভ? জাহিরের প্রতিক্রিয়া সেই সম্ভাবনা উসকে দিল।

দলের অধিনায়ক তথা ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা। অথচ, ব্যাটিং অর্ডারে ক্রমশ পিছোচ্ছেন ঋষভ। গতকাল সাত নম্বরে নামেন। ঋষভের যুক্তি, এটা দলের সমবেত পদক্ষেপ। আসলে যারা ফর্মে রয়েছে, তাদের আগে নামানো হয়েছে। অর্থাৎ, ঋষভও মেনে নিচ্ছেন তিনি ফর্মে নেই। অনেকের মতে, ২৭ কোটিতে দলে নেওয়া ঋষভ এই মুহূর্তে দলের বোঝা।

লোকেশের জবাবি ইনিংসের মাঝে লখনউ-বধের নায়ক বাংলা রনজি ট্রফি দলের সদস্য মুকেশ কুমার। চার উইকেট নিয়ে দিল্লিকে ১৫৯-এ আটকে দেন মুকেশ। দিল্লি দলে বাংলার অপর প্রতিনিধি অভিষেক পোড়েল ওপেন করতে নেমে ঝোড়ো ৫১ রানে জয়ের রাস্তা

ঋষভকে ঘিরে ‘আগুন’ লখনউ শিবিরে

মসৃণ করে। অভিষেকের দাবি, দিল্লি টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসা, তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। সবসময় লক্ষ্য থাকে পাওয়ার প্লে-কে যথাসম্ভব কাজে লাগানো। সেটাই করেছেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মুকেশ বলেছেন, ‘এই উইকেটে বোলিং করা উপভোগ করেছি। লেংথ বল দারুণ কার্যকর হয়েছে। সঙ্গে ইয়র্কার ও স্লোয়ারের মিশেল। চারের মধ্যে সেরা উইকেট মিচেল মার্শের। দলের জন্য দামিও। নিজের এই পারফরমেন্সে আমি খুশি। এটা বজায় রাখতে চাই।’

টানা ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে ২৭ কোটির ঋষভ পন্থের।

ভারতও বদলা নেবে, হুংকার গম্ভীরের

কাশ্মীর-সন্ত্রাসে স্তব্ধ শচীনরা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : হাড়হিম করা সন্ত্রাস।

আবারও নিরীহ মানুষের রক্তে লাল ভূস্বর্গ কাশ্মীর। পহলগামের যে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর বাকি দেশের সঙ্গে ক্ষোভে ফুটছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলও। প্রাক্তন বা বর্তমান ক্রিকেটার- প্রত্যেকেই মুখর অমানবিক হত্যালীলায়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও নিহত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বুধবারের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ক্রিকেটাররা ম্যাচের আগে নীরবতা পালন করেন। কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামেন রোহিত শর্মা, হেনরিচ ক্লাসেন, প্যাট কামিন্সরা।

ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের গলায় অবশ্য বদলার হুংকার। বরাবরের ঠোঁটকাটা গম্ভীর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ভারতও বদলা নেবে। জুতসই জবাব দেবে এই আঘাতের। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত কেউ রেহাই পাবে না।

শচীন তেন্ডুলকার গভীরভাবে শোকাহত। একইসঙ্গে গোটা বিশ্বকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। প্রার্থনা করেন, নিরীহ মানুষের ওপর পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলায় যাঁরা পরিবারের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য।

বিরাট কোহলি কাপুরুষোচিত ঘটনা। নিহতদের পরিবারের প্রতি হৃদয় থেকে সমবেদনা। ভগবান ওদের শান্তি ও শক্তি জোগাক। আশা করি, এই ধরনের অমানবিক ঘটনার কুচক্রীরা সঠিক শাস্তি পাবে।

যুবরাজ সিং নিরীহ ট্যুরিস্টদের আক্রমণে গভীরভাবে মর্মাহত আমি। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা। ঈশ্বর ওদের পরিবারকে শক্তি জোগাক। আসুন সবাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক হই।

ইরফান পাঠান যতবার নিরীহ মানুষের প্রাণ যায় এভাবে, তার সঙ্গে হত্যা হয় মানবিকতা। দু’দিন আগেই পহলগামে ছিলাম। যন্ত্রণাটা তাই আরও বেশি করে অনুভব করছি।

বীরেন্দ্র শেহবাগ গোটা দেশের সঙ্গে আমিও শোকাহত। সন্ত্রাসী আক্রমণে যাঁরা পরিবারের মানুষকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতের দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনা জানাই।

সুরেশ রায়না কাপুরুষোচিত ঘটনা।

লোকেশ রাহুল কাশ্মীরের আতঙ্কবাদী হামলার খবর শুনলাম। কঠিন সময়ে ঈশ্বর নিহতদের পরিবারকে শক্তি ও শান্তি জোগান।

শুভমান গিল হৃদয়বিদারক ঘটনা। নিহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি। এই ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই আমাদের দেশে।

জসপ্রীত বুমরাহ পহলগাম ঘটনা মানসিকভাবে আমাকেও ধাক্কা দিয়েছে। নিহত এবং তাঁদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি।

ট্রেনে চড়ে আজ মালদায় মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : আট বছর আগে শেষবার ট্রেনে চড়েছিলেন। ২০১৭ সালে শেষবার ট্রেনে চড়ে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে গিয়েছিলেন। ফের ট্রেনে চড়ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবারও গন্তব্য উত্তরবঙ্গ। তবে বালুরঘাট নয়, মালদা।

আগামীকাল সকালে হাওড়া থেকে ট্রেনে (বন্দে ভারত) চড়ে মালদা যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার একটি অনুষ্ঠান রয়েছে কাল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যই প্রথমবার মালদা যাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি। সন্ধ্যার ট্রেনে চড়ে (এনজেপি থেকে হাওড়ার বন্দে ভারত) রাতেই কলকাতায় ফিরে আসবেন তিনি। আট বছর আগে শেষবার যখন ট্রেনে চড়েছিলেন মহারাজ, তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য হুড়োহুড়ির শেষ ছিল না শিয়ালদহ স্টেশনে। কালকের ছবিটা কেমন হয়, সেটাই দেখার। মহারাজের সঙ্গে বেশ কয়েকজন সিএবি কর্তারও মালদা যাওয়ার কথা। এদিকে, পহলগাম কাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন সৌরভ। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারানো সাধারণ পর্যটকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, জঙ্গিদের কাউকে যেন রেয়াত করা না হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন আবেদনও জানিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

INDIAN PREMIER LEAGUE **আইপিএলে আজ**

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থান রয়্যালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আজ শুরু অনুশীলন, পহলগাম কাণ্ডের নিন্দা

নাইটদের ‘ইনটেন্টের’ অভাব, বলছে দুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। চ্যাম্পিয়ন হিসেবে অষ্টাদশ আইপিএল অভিযান শুরু করে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ক্রমাগত ব্যর্থতার দোসর হিসেবে সামনে আসছে দলের কম্বিনেশন ও অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি। ব্যাটিংয়ের বেসিকে গোলমাল তো রয়েইছে। এমন পারফরমেন্সের ফল হিসেবে আপাতত ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সাত নম্বরে রয়েছে কেকেআর। শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচেও ব্যর্থতার ধারা বজায় থাকলে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যাবে।

মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে অল আউটের লজ্জা ঢাকতে ম্যাচের পর তিনদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। প্রায় একই ছবি শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পরও। দুইদিন বিশ্রাম। আগামীকাল বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের অনুশীলন রয়েছে। একই দিনে নাইটদের পাশের নেটে দেখা যাবে শ্রেয়স আইয়ারদের। আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন শ্রেয়সরা। আগামীকাল বিকেলের ইডেনে পাঞ্জাবেরও অনুশীলন করার কথা। দলকে চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়কের বিরুদ্ধে ফের বাইশ গজের যুদ্ধে নামার আগে নাইটরা একেবারেই ছন্দে নেই। দলের ফুরফুরে মেজাজটাও উধাও। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আজ কেকেআরের তরফে পহলগাম কাণ্ডের নিন্দাও করা হয়েছে। জঙ্গিদের কড়া সাজার দাবিও তোলা হয়েছে।

তার মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, চলতি আইপিএলে কেকেআরের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল কী হবে, সময় বলবে। তার আগে শনিবারের ম্যাচে নাইটদের প্রথম একাদশে বিস্তর বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। আন্দ্রে রাসেলের বদলে রভম্যান পাওয়েলকে প্রথম একাদশে দেখার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। একইসঙ্গে নাইটদের ক্রিকেটে ‘ইনটেন্টের’ অভাব নিয়ে চলছে জোরদার আলোচনা। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ইডেনে শেষ ম্যাচে শুভমানদের ১৯৯ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে নাইটদের ‘টেস্ট’ ম্যাচের ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা এখনও চলছে। চেতেশ্বর পূজারা, অ্যারন ফিঞ্চদের মতো প্রাক্তনরা নাইট ব্যাটারদের, বিশেষ করে ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পূজারা সরাসরি ভেঙ্কটেশকে নিয়ে বলেছেন, ‘চাপের মধ্যে কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটাররা সিঙ্গলস অনেক সময় স্কোরবোর্ড সচল রাখতে চায়। ভাবনার মধ্যে ভুল নেই। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটে তারপরও বড় শট খেলতে হয়। ভেঙ্কির ব্যাটিংয়ে বড় শট খেলার চেষ্টার বড্ড অভাব ছিল।’

কঠিন সময় কাটিয়ে নাইটদের ক্রিকেটে নয়া সূর্যোদয় ঘটবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রাহানেদের জন্য নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষা।

কেকেআর ম্যাচের জন্য কলকাতা পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

নায়ক নুনেজে মজে গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব নয়, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি লড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতে। মরশুমের শুরুতে কোনও ফুটবলভক্ত এমন কথা বললে তাকে বদ্ধপাগল বলতে হত। কিন্তু মরশুম শেষের দিকে সিটির জন্য সেটাই বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে ইপিএলে অ্যাস্টন ভিলাকে ২-১ গোলে হারাল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। সৌজন্যে ম্যাথিয়াস নুনেজের দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ের গোল। তার আগে অবশ্য সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বার্নার্ডো সিলভা। পেনাল্টি থেকে সেই গোল শোধ করেন ভিলার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। জয়ের নায়ক নুনেজে মজে কোচ গুয়ার্দিওলা। তাঁর মন্তব্য, ‘সংবাদমাধ্যমের সামনে নুনেজ গুরুগম্ভীর হলেও সাজঘরে পুরো উলটো। সারাক্ষণ হাসতে থাকে। সবাই ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।’ জয়ের সুবাদে ৩৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে সিটি তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। গুয়ার্দিওলা বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতে এই জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই মুহূর্তে শান্ত থাকতে হবে। এক-একটি ম্যাচ ধরে এগোতে হবে।’

রাজস্থান-লখনউ ম্যাচে গড়াপেটা হয়নি : বোর্ড

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ খারিজ করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বোর্ডের এক আধিকারিক পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল, সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখছে দুর্নীতি দমন শাখার। রাজস্থান রয়্যালস গড়াপেটা করে ইচ্ছাকৃতভাবে লখনউ সুপার জায়েন্টসের কাছে হেরেছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।

গতকাল রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার (আরসিএ) অ্যাডহক কমিটির সদস্য জয়দীপ বিহানি দাবি করেন, গড়াপেটা করছে রাজ্যের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস। লখনউয়ের বিরুদ্ধে যেভাবে হেরেছে, তাতে গড়াপেটা পরিষ্কার। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ প্রতিপক্ষকে উপহার দেয়। যার নেপথ্যেও নাকি গড়াপেটা।

যদিও বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক যে দাবি উড়িয়ে পালটা বলেন, আরসিএ-র কোনও অস্তিত্ব নেই এই মুহূর্তে। বদলে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সামনেই নির্বাচন। যাকে ঘিরে নানারকম নাটক চলছে। প্রত্যেকেই প্রচারে থাকার চেষ্টা করছে। গড়াপেটার অভিযোগ, তারই অঙ্গমাত্র।

ক্রিকেটমহলকে আশ্বস্ত করে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, গড়াপেটার কোনও সুযোগ নেই এই মুহূর্তে। বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার সারাক্ষণ কড়া নজর রেখেছে। কোনওরকম উনিশ-বিশ নজরে পড়লেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা একেবারেই সত্যি নয়।

> আরসিএ-র কোনও অস্তিত্ব নেই এই মুহূর্তে। বদলে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সামনেই নির্বাচন। যাকে ঘিরে নানারকম নাটক চলছে। প্রত্যেকেই প্রচারে থাকার চেষ্টা করছে। গড়াপেটার অভিযোগ, তারই অঙ্গমাত্র।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষের তরফেও লিখিতভাবে বোর্ডের কাছে পালটা অভিযোগ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘কোনও প্রমাণ ছাড়াই আরসিএ-র অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক (জয়দীপ বিহানি) প্রকাশ্যে এরকম মন্তব্য করেছেন বিতর্ক তৈরির জন্য। ওরা শুধু রাজস্থান রয়্যালসের নয়, রাজস্থান স্পোর্টস কাউন্সিল, বিসিসিআই এবং ক্রিকেটের অমর্যাদা করেছে।’

রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, আইপিএলের টিকিট কম পাওয়ার কারণেই এরকম অভিযোগ করেছেন অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক। অতীতে আরসিএ-কে প্রতিটি হোম ম্যাচের ১৮০০ টিকিট দিত রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু চলতি বছরে আরসিএ (রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থা) ভেঙে দেওয়ার পর টিকিটের সংখ্যা কমে ১০০০ থেকে ১২০০ হয়েছে। তা নিয়েই যত গণ্ডগোল।

টিকিট না পেয়েই অভিযোগ!

রাজস্থান রয়্যালসের দাবি, বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনেই আরসিএ-কে প্রদেয় টিকিট সংখ্যা কমিয়েছে তারা। কিন্তু আরসিএ অ্যাড হক কমিটি এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি বাড়তি টিকিট দাবি করে চাপ দিচ্ছে। টিকিট বণ্টন নিয়েই রয়্যালস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। তারই প্রতিফলন ম্যাচ গড়াপেটার মতো মিথ্যা অভিযোগ।

ঘরের মাঠে প্রথম জয়ের খোঁজে বিরাটরা

বেঙ্গালুরু, ২৩ এপ্রিল : পাঁচ অ্যাওয়ে ম্যাচেই জয়।

বাইরের মাঠে এখনও অপরাজিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যদিও ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীর ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনটি ম্যাচ খেলে হারের হ্যাটট্রিক! আগামীকাল চলতি লিগে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের হতাশাজনক যে রেকর্ডে ইতি টানতে ফের নামছে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা।

প্রতিপক্ষ মাঠে এবং মাঠের বাইরে জেরবার রাজস্থান রয়্যালস। আট ম্যাচে মাত্র দুটি জিত। লিগ টেবিলের আট নম্বরে। শেষ চার ম্যাচেই হার। তার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে শেষ দুই ম্যাচে হারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ।

সমস্যায় জর্জরিত এহেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে প্রথম জয় পেতে মরিয়া টিম বেঙ্গালুরু। ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে (মুম্বই-হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে) রয়েছে গার্ডেন সিটির দল। আগামীকাল জয় মানে প্লে-অফের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া।

পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে দাপটে জয়। তবে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের পাশাপাশি বিরাট কোহলির সেলিব্রেশন আলোচনার কেন্দ্রে। জয়ের পর যেভাবে শ্রেয়স আইয়ারের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাস দেখান, তা নিয়ে বিতর্ক।

প্রাক্তনদের অনেকের দাবি, বিরাটের চেয়ে কম অপরাধ করে শাস্তি পাচ্ছে অন্যরা। অথচ, বিরাটের বেলায় সাত খুন মাফ! আগামীকাল শুধু রান করলেই চলবে না, দলকে জেতানোর দায়িত্ব কোহলির কাঁধে। একইসঙ্গে আবেগে, আগ্রাসনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণও জরুরি। কিন্তু বিরাট চলেন নিজের মেজাজে। আগামীকাল কী করবেন, বলা মুশকিল।

অবাক লাগলেও আরসিবি-র মূল মাথাব্যথা ঘরের মাঠে মানিয়ে নেওয়া! হোম গ্রাউন্ড, চেনা পরিবেশ, পরিস্থিতি। অথচ, মানিয়ে নিতে ব্যর্থ ব্যাটাররা। চিন্নাস্বামীতে গত তিন ম্যাচে বিরাটদের স্কোর যথাক্রমে ১৬৯/৮, ১৬৩/৭ ও ৯৫/৯ (১৪ ওভারের ম্যাচ)।

বোলারদের হালও তথৈবচ। জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারের মতো অভিজ্ঞ বোলাররাও চিন্নাস্বামীর বাইশ গজে কোন লেংথে বোলিং ঠিক হবে, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। ফলস্বরূপ ইডেন গার্ডেন্সে, চিপকের মতো প্রশ্নের মুখে চিন্নাস্বামী এবং ঘরের দলের হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া নিয়ে বিতর্ক।

বৃহস্পতিবার চতুর্থ প্রচেষ্টায় সমর্থকদের হতাশ করতে নারাজ রজত পাতিদারের নেতৃত্বাধীন ব্রিগেড। সেক্ষেত্রে ব্যাটে-বলে ভালো শুরু জরুরি। ব্যাটিংয়ে যে দায়িত্ব ফিল সল্ট-বিরাটের। বোলিংয়ে ভরসা হ্যাজেলউড-ভুবনেশ্বরের জোশ।

রাজস্থান আবার অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে পাচ্ছে না। চোটের কারণে দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে খেলতে পারেননি। আগামীকালও খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রিয়ান পরাগই ফের নেতৃত্ব দেবেন। ওপেনিংয়ে ফের যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী বছর চোদ্দোর বৈভব সূর্যবংশী। মিডল অর্ডারে শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানারা থাকলেও হতাশ করছেন। জোফ্রা আর্চার সমৃদ্ধ বোলিং ব্রিগেডের হালও তথৈবচ।

চিন্নাস্বামী যেমন আরসিবি-র ঘরের মাঠ, তেমনই রাহুল দ্রাবিড়ের ক্রিকেটীয় আঁতুরঘরও। কর্ণাটক থেকে ভারতীয় দলের উজ্জ্বল সাফারিতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন এখানে। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন। ঘরের মাঠে বিরাটদের প্রথম জয় নাকি দ্রাবিড় ব্রিগেডের জয়ে ফেরা-কী ঘটতে চলেছে, সেটাই এখন দেখার।

অনুশীলনের ফাঁকে ফুটবল নিয়ে মজে আরসিবি-র দেবদত্ত পাডিক্কাল।

ট্রেবল জয়ের স্বপ্নে বিভোর বার্সা

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিল : আরও একটা জয়। লা লিগা খেতাবের দিকে আরও এগোল বার্সেলোনা। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে মায়োর্কাকে ১-০ গোলে হারাল তারা। ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন ড্যানি ওলমো।

মায়োর্কাকে হারানোর পর উচ্ছ্বসিত বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, ‘দলের পারফরমেন্সে আমি খুশি। দলের প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্ব খুব ভালো করেই পালন করেছে। আমরা আরও গোল করতে পারতাম।’

চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ফ্লিকের ছেলেরা। লা লিগায় ৩৩ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে থাকার পাশাপাশি কোপা ডেল রে-এর ফাইনালে উঠেছে তারা। দীর্ঘদিন পরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে খেলবে ফ্লিকের দল। তিনটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রেবল জেতার সুযোগ রয়েছে তাদের সামনে। শেষবার ২০১৫ সালে লুই এনরিকের হাত ধরে ট্রেবল জিতেছিল বার্সেলোনা।

তবে লা লিগা জেতার ক্ষেত্রে বার্সার মূল লড়াই দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের সঙ্গে। কোপা ডেল রে ফাইনালেও ড্যানি ওলমোদের প্রতিপক্ষ সেই ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। এই প্রসঙ্গে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, ‘এটা কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়। দুটি সেরা দলের মধ্যে খেতাবের লড়াই হচ্ছে। আমি রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিকে শ্রদ্ধা করি। উনি এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা কোচ।’

গোলের পর উচ্ছ্বাস ওলমোর।

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পথে ভিনিসিয়াস

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিল : শোনা গিয়েছিল সৌদির এক ক্লাবের তরফে বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব রয়েছে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের কাছে। তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গেই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পথে হাঁটছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

রিয়াল জার্সিতেই সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছেন ভিনি। একাধিকবার লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। ফিফার বর্ষসেরাও হন। তবে ২০২৭ সালে তাঁর সঙ্গে মাদ্রিদ জায়েন্টদের চুক্তি শেষ হচ্ছে। নতুন চুক্তি নিয়ে সম্প্রতি রিয়ালকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকার এজেন্ট। জানা গিয়েছে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভিনিসিয়াসের সঙ্গে চুক্তি করার পথে এগোচ্ছে লস ব্লাঙ্কোস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিলেও চলতি মরশুমে এখনও দুইটি খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে রিয়ালের সামনে। তার আগে ভিনির চুক্তিবৃদ্ধির খবর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে রিয়ালের।

শুভেচ্ছা

☺ Shayan & Madhuparna (দুধমোড়) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায়- মাতঙ্গিনী ক্যাটারার, ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। শিলিগুড়ি।

আজ মুক্তি পাচ্ছে ‘শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার মুক্তি পেতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিত তথ্যচিত্র ‘শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল’। একঘণ্টা সাতাশ মিনিটের এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষ।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রবীন্দ্র সদনে এই তথ্যচিত্র মুক্তি পাবে। এই উপলক্ষ্যে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে শুরুতে পহলগাম জঙ্গিহানায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। তারপর সদ্য মহিলাদের জাতীয় লিগ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলকে শুভেচ্ছা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ইস্টবেঙ্গল পুরুষ দলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। বৃহস্পতিবার সকালে অবশ্য আগামী মরশুমের দলগঠন নিয়ে অস্কারের সঙ্গে বৈঠকে বসছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে বুধবার অনুশীলনে পেনাল্টি শুটআউট প্র্যাকটিস করিয়েছেন মোহনবাগান কোচ বাস্তব রায়। টাইব্রেকারের জন্য ধীরাজ সিং মৈরাংথেম ও আর্শ আনোয়ার শেখ দুই গোলরক্ষককেই তৈরি রাখছেন তিনি।

বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে অঘটন ইন্টার কাশীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সুপার কাপে অঘটন ঘটাল ইন্টার কাশী। প্রথম রাউন্ডের খেলায় টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে বেঙ্গালুরু এফসি-কে হারাল তারা।

নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ১-১। ৬১ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। ৮৭ মিনিটে সেই গোলশোধ করেন ইন্টার কাশীর মাতিয়া বাবোভিচ। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ অমীমাংসিত থাকায় টাইব্রেকারে গড়ায়। টাইব্রেকারে বেঙ্গালুরুর আলবার্তো নগুয়েরা পেনাল্টি মিস করেন।

অন্য ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-কে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল মুম্বই সিটি এফসি। জোড়া গোল লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের। স্কোরশিটে নাম তুললেন নিকোলাস ক্যারেলিস ও বিপিন সিং। কোয়ার্টারে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে খেলবে মুম্বই।

‘শুধু কাশ্মীর নয়, এটা ভারতের উপর হামলা’

ইশফাকের আশঙ্কা, পুরোনো জায়গায় ফিরে যাবে উপত্যকা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : ‘একটা ঘটনা দিয়ে আমাদের কাশ্মীরিদের বিচার করবেন না।’

প্রায় আর্তনাদ শোনা যায় ইশফাক আহমেদের গলায়। আপাতত জম্মুতে বিবেকানন্দ কাপের জন্য অনূর্ধ্ব-২০ জম্মু-কাশ্মীর ছেলেদের নিয়ে কাজ করছিলেন। পহলগামের ঘটনায় স্তম্ভিত জাতীয় দলের প্রাক্তন এই ফুটবলার। বলছিলেন, ‘এই একটা ঘটনায় কাশ্মীর ফের পুরোনো জায়গায় চলে গেল। এখানে আর মানুষ আসতে চাইবেন না। ফলে এখানকার মানুষের রুটি-রুজিতে টান পড়বে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে দেওয়া হল। ফলে কাশ্মীরের মানুষ দুইদিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হল। অথচ আমরা কাশ্মীরিরা এরকম না। এটা যাঁরা কাশ্মীরে এসেছেন, তাঁরা সকলেই

ইশফাক আহমেদ।

জানেন।’ তাঁর ব্যাখ্যা, ‘এর আগে সামরিক বাহিনীর উপর আঘাত নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা যুদ্ধ। এখানে যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ হল তার জন্য কোনও

> সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। তাহলে আর ঘোড়া চালানো ওই ছেলেটা মারা যেত না। সন্ত্রাসবাদ সমূলে বিনষ্ট হোক, এটাই এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা। আর সবাইকে একটাই কথা বলার আছে। কাশ্মীরকে শেষ করে দেওয়া হল এই ঘটনার ফলে। আর কোনও মানুষ কাশ্মীরে আসতে সাহস পাবেন?
>
> **ইশফাক আহমেদ**

নিন্দাই যথেষ্ট নয়। মুম্বইয়ের পর সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। সেই কারণেই আমি বলব, এটা শুধু কাশ্মীর নয়। সারা দেশের উপরেই আক্রমণ।’

ইশফাক দেশের হয়ে খেলেছেন। তাই তাঁর কাছে গোটা বিষয়টা যেন আরও বেদনাদায়ক। তিনি বলছিলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। তাহলে আর ঘোড়া চালানো ওই ছেলেটা মারা যেত না। সন্ত্রাসবাদ সমূলে বিনষ্ট হোক, এটাই এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা। আর সবাইকে একটাই কথা বলার আছে। কাশ্মীরকে শেষ করে দেওয়া হল এই ঘটনার ফলে। আর কোনও মানুষ কাশ্মীরে আসতে সাহস পাবেন? অথচ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে চিরকালই অতিথি দেব ভবো। সেই জায়গাটাকেই আঘাত করা হল। ওই বেড়াতে আসা মানুষগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই রাজ্যের মানুষগুলোকেও মেরে ফেলা হল। তাই এই সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরের নয়, এরা বাইরেরই লোক। যদি এখানকার হত তাহলে এতটা সর্বনাশ করার আগে দু’বার ভাবত।’

ইশফাকের আর এক সতীর্থ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু আপাতত ভুবনেশ্বরে। তিনিও এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। বলেছেন, ‘মৃতরা আমার-আপনার নিজের লোক। এঁদের পাশে থাকাই এখন একমাত্র কাজ আমাদের। যারা এই ঘটনা ঘটাল, তারা শুধু আমাদের দেশ নয়, পুরো মানবজাতীর শত্রু।’ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মোহনবাগানের বর্তমান ফুটবলার সুহেল আহমেদ ভাটও। সঙ্গে এঁদের বাড়তি ভাবনা নিজের রাজ্যের মানুষদের রুটি-রুজি চলে যাওয়া।

আজ অসম লড়াই মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : হাতে পর্যাপ্ত ফুটবলার নেই। প্রথম একাদশ সাজাতেই হিমসিম খাচ্ছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। সেখানে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে সুপার কাপ খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

নিঃসন্দেহে অসম লড়াই। তবে পরিস্থিতিটা নিজের মতো করেই

সুপার কাপে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম **মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**
স্থান : ভুবনেশ্বর, **সময় :** বিকাল ৪.৩০

জামশেদপুর এফসি বনাম **হায়দরাবাদ এফসি**
স্থান : ভুবনেশ্বর, **সময় :** রাত ৮টা
সম্প্রচার : জিওহটস্টার

মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন মেহরাজ। তিনি বলেছেন, ‘মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে সুপার কাপ খেলতে নামছি আমরা। ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতি কারোরই অজানা নয়। এই সমস্যা মহমেডানে তো নতুন নয়। ম্যানেজমেন্ট দ্রুত এর নিষ্পত্তির চেষ্টা করছে।’ নর্থইস্ট ম্যাচে প্রথম একাদশ

ভুবনেশ্বর রওনা হওয়ার আগে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের জন্য শেষ প্রস্তুতিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রবি হাঁসদারা। বুধবার।

সাজানোই চ্যালেঞ্জ তাঁর কাছে। বিশেষত, মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষণ। বৃহস্পতিবার দুই সাইডব্যাক হিসাবে দেখা যেতে পারে ইসরাফিল দেওয়ান ও রেমসাঙ্গাকে। সেন্টারব্যাকে সামাদ আলি মল্লিকের সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন অমরজিৎ সিং কিয়াম। দলের মাঝমাঠে কারা খেলবেন তা নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে আক্রমণে মার্ক আন্দ্রে সমারবক থাকছেন, এটা একপ্রকার নিশ্চিত। রবি হাঁসদাকে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি।

এই মুহূর্তে দলের যা পরিস্থিতি তাতে ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করা যে কঠিন কাজ তা মানছেন মেহরাজ। তবে বলেছেন, ‘ছেলেরা সুপার কাপ খেলার জন্য মুখিয়ে আছে। অনেকেই আইএসএলে সেভাবে সুযোগ পায়নি। ওরাও চেষ্টা করবে নিজেদের প্রমাণ করার।’ প্রতিপক্ষকে সমীহও করছেন তিনি। বলেছেন, ‘আইএসএলের অন্যতম সেরা দল নর্থইস্ট। ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন। সেরা অস্ত্রদের নিয়ে মাঠে নামবে ওরা।’ অন্যদিকে, নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি মহমেডানকে হালকাভাবে না নিলেও ম্যাচটা যে সহজ হতে পারে তা মানছেন।

মহমেডান সমর্থকরা চেরনিশভের হৃদয়ে

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : ক্ষোভ এতটুকুও কমেনি। বরং কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকরা এখনও তাঁর হৃদয়ে। তবে ম্যানেজমেন্ট ও কর্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ প্রাক্তন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিন মাস হতে চলল দেশে ফিরেছেন। এই মুহূর্তে রাশিয়া ফুটবল ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন। জানালেন, নতুন মরশুমে কোচিংয়ে ফিরবেন। এদিকে বৃহস্পতিবার সুপার কাপ অভিযানে নামছে মহমেডান। সাদা-কালো শিবিরের বর্তমান পরিস্থিতির কথা কানে গিয়েছে চেরনিশভের। গোটা ঘটনার জন্য ক্লাবকর্তাদের

কর্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ

দিকেই আঙুল তুলছেন রুশ কোচ। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেন, ‘যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরাই পরিস্থিতিটাকে সংকটজনক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এটুকু বলতে পারি, যা হয়েছে এবং হচ্ছে তা ঠিক নয়। মস্কো থেকে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারি।’

আইএসএল শেষ হতেই নিয়ম মেনে ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, মিরজালোল কাশিমভরা। ভারতীয় ফুটবলারদেরও অনেকেই দল ছেড়েছেন। চেরনিশভ এর মধ্যে কোনও ভুল দেখছেন না। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘এটা হওয়ারই ছিল। আমি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলাম। অনেক কিছু সহ্যও করেছি। এখন মনে হয় সিদ্ধান্তটা আরও আগেই নেওয়া উচিত ছিল। ভেবেছিলাম সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ফুটবলারদেরও আশ্বস্ত করেছিলাম। আমার ভাবনা ভুল ছিল।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে লড়াই করার মতো জায়গায় থাকত দলটা। এখন সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগছে।’ মহমেডানের প্রতি তিনি এতটাই রুষ্ট যে সুপার কাপের জন্য শুভেচ্ছাও জানালেন না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন সন্তর্পণে। তবে সমর্থকদের ভালোবাসা জানাতে ভুললেন না।

ঈশানের আউটে বাড়ল গড়াপেটা বিতর্ক

হিটম্যান শোয়ে টানা চতুর্থ জয় মুম্বইয়ের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ - ১৪৩/৮
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স - ১৪৬/৩
(১৫.৪ ওভারে)

হায়দরাবাদ, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন দুই দলের ক্রিকেটাররা। একইসঙ্গে তাঁরা হাতে পরলেন কালো আর্মব্যান্ড। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আগেই জানিয়েছিল এদিন মাঠে থাকবেন না কোনও চিয়ারলিডার এবং বন্ধ থাকবে আতশবাজির প্রদর্শনীও।

মাঠেও এদিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটারদের শান্ত রেখে চলতি আইপিএলে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তারা জিতল ৭ উইকেটে। সেই সঙ্গে ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে এল মুম্বই।

ট্রেন্ট বোল্ট (২৬/৪), দীপক চাহাররা (১২/২) প্রথম ৪ ওভারে ১৩/৪ করে দিয়ে হায়দরাবাদের কোমর ভেঙে দেন। ট্রাভিস হেড ফিরলেন খাতা না খুলেই। ব্যর্থ হন ঈশান কিষান (১), নীতীশকুমার রেড্ডি (২)।

ঈশানের আউট নিয়ে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে। চাহারের ব্যাক অফ দ্য লেংথ বল লেগে চালাতে গিয়ে মিস করেন ঈশান। বল জমা পড়ে উইকেট কিপার রায়ান রিকেলটনের দস্তানায়। চাহার বা রিকেলটন কেউই প্রথমে আউটের আবেদন করেননি। আম্পায়ারও শুরুতে ওয়াইডের ইশারা করতে যাচ্ছিলেন। তখন ঈশান নিজেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরে টিভি রিপ্লে-তে দেখা যায় স্নিকোমিটারে ব্যাট-বলের কোনও সংযোগ ধরা পড়েনি। এই ঘটনার পর আইপিএলে গড়াপেটার অভিযোগ আরও জোরালো হল।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার দিন একা কুম্ভ হয়ে লড়াই চালান হেনরিচ ক্লাসেন (৪৪ বলে ৭১)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অভিনব মনোহর (৩৭)। যার ফলে একশোর গণ্ডি পার করে হায়দরাবাদ। শেষপর্যন্ত সানরাইজার্স থামে ১৪৩/৮ স্কোরে। ক্লাসেনকে তুলে নিয়ে টি২০ ক্রিকেটে ৩০০তম উইকেট নিলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৩৯/১)।

বোলারদের তৈরি মঞ্চে রানতাড়ায় নেমে দাপিয়ে বেড়ালেন রোহিত শর্মা (৪৬ বলে ৭০)। গত ম্যাচে দুরন্ত অর্ধশতরানে ফর্মে ফিরেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা এদিনও তিনি বজায় রাখলেন। যার জন্য দ্বিতীয় ওভারে

আউট হয়ে ফেরার সময় ঈশান কিষানের মাথায় হাত রেখে মশকরা হার্দিক পান্ডিয়ার (উপরে)। ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর রোহিত শর্মা।

রায়ান রিকেলটনকে (১১) হারালেও হিটম্যান শোয়ে কখনই সমস্যায় পড়েনি মুম্বই। আটটি চার ও তিনটি ছক্কায় চেনা মেজাজে ইনিংস গড়লেন রোহিত। গত ম্যাচের মতো এদিনও রোহিতকে সঙ্গ দিলেন সূর্যকুমার যাদব (১৯ বলে ৪০)। তাঁদের ৫৩ রানের পার্টনারশিপ মুম্বইকে জয় এনে দেয়। ২৬ বল হাতে রেখে মুম্বই ১৫.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়।

সুজাতার লক্ষ্য অলিম্পিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সুজাতা কুজুর। ভারতীয় মহিলা হকি দলে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি। সোমবার অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ২৬ সদস্যের ভারতীয় মহিলা হকি দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছেন সুজাতা। অনেকদিন পর বাংলা থেকে কেউ জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুজাতা বলেছেন, ‘জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে ভালো লাগছে। আগে ভারতের জুনিয়ার দলের হয়ে খেলেছি। এবারই প্রথম সিনিয়ার দলে সুযোগ পেলাম।’ আগামী অলিম্পিককে মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সুজাতা। বলেছেন, ‘২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক আমার প্রধান লক্ষ্য। তবে এখন এশিয়া কাপ এবং প্রো লিগ নিয়েই চিন্তা করছি।’

২৪ তারিখ অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন সুজাতারা।

কলকাতায় খেলতে চান আলাদিন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : আইএসএলে নজির ভাঙা-গড়ার নায়ক আলাদিন আজারাই। প্রথম মরশুমেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। এক মরশুমে ২৩টি গোল করে ভেঙেছেন অতীতের সব রেকর্ড। সুপার কাপ অভিযানে নামার আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন মরক্কান গোলমেশিন।

ভারতে প্রথম মরশুম

ভারতীয় ফুটবলে প্রথম মরশুমটা অসাধারণ কাটল বললেও কম হবে। এই মরশুম আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এককথায় অবিশ্বাস্য। আইএসএলে সোনার বুট এবং সোনার বল একইসঙ্গে জেতা দারুণ অনুভূতি। এটা কঠোর পরিশ্রমের ফল। সতীর্থদের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য কখনও সম্ভব ছিল না।

মরশুমের প্রিয় গোল ও প্রিয় মুহূর্ত

আইএসএলে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গোলটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের। আগেও অনেকবার ওইরকম গোল করার চেষ্টা করেছি। যে জায়গা থেকে বলটা জালে পাঠাই তা আমার জন্য বেশ কঠিনই ছিল। আর মরশুমের সেরা মুহূর্ত প্রথমটা অবশ্যই ডুরান্ড কাপ জয়। আরেকটা চেন্নাইয়ের মাঠে ওদের হারিয়ে আইএসএল প্লে-অফের ছাড়পত্র আদায় করা।

অভিধানে ‘আক্ষেপ’ শব্দটা নেই

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি। ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। আমি জীবনে আক্ষেপ করতে শিখিনি। ওই শব্দটা আমার অভিধানে নেই। ডুরান্ড জিতে মরশুম শুরু করেছিলাম আমরা। মরশুমের শেষ শিরোপা সুপার কাপটাও জিততে চাই। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মহমেডান। বিপক্ষের দুর্বলতাগুলো নিয়ে ভাবছি না। কীভাবে ম্যাচটা জিতব সেটাই মাথায় ঘুরছে।

কলকাতা ফুটবলে খেলার ইচ্ছা

এখনও আমি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলার। তবে ভবিষ্যতে যদি কখনও সুযোগ পাই নিশ্চয় কলকাতায় খেলব। কলকাতার ক্লাবগুলোর বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আবেগ দেখেছি। সমর্থকরাই ক্লাবগুলোর প্রাণ। এমন ক্লাবে খেলার ইচ্ছা কার না থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

আগামী মরশুম নিয়ে পরিকল্পনা

নর্থইস্টের সঙ্গে আমার এক বছরের চুক্তি হয়েছিল। তবে কথা ছিল কমপক্ষে পাঁচটা গোল করতে পারলে এবং পাঁচটা গোলে অবদান রাখলে চুক্তির মেয়াদ বাড়বে। সেখানে আমি আইএসএলে ২৩টি গোল করেছি, সাতটা অ্যাসিস্ট রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নর্থইস্ট আমাকে রাখতেই চাইবে। এর বাইরে কিছু ভাবিনি। মরশুম শেষ হলে বাকিটা ভাবব।

NOTICE OF NIT (MANUAL)
NIT is hereby invited by undersigned vide-NIT No. 01/PKGP/25-26 Date : 21/04/25. Date of sale of Tender Form on any working day from 21.04.25 to 28.04.25 (From 11.00 AM to 4.00 PM) Last date of dropping of sealed Tender Form on or before : 29.04.25 (upto 1.00 PM), Date of opening of Tender-29.04.2025 for this tender. Other details are available at Notice Board in office.
Pradhan
Patlakhawa Gram Panchayat
Alipurduar-I Block

জয়ী আরএস, বিপিসিটি

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার বিপিসিটি একাদশ ১ রানে হারিয়েছে জন্নত রয়্যালসকে। জেওয়াইএমএ মাঠে প্রথমে বিপিসিটি ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। সৌরভ শর্মার অবদান ৩৩ রান। দীপ বর্মন ১৬ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে রয়্যালস ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৬ রানে আটকে যায়। অভিদীপ্ত বসু ৩৩ রান করেন। পূর্ণব ওরাওঁয়ের শিকার ১১ রানে ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ম্যাচে আরএস গ্ল্যাডিয়েটর্স ১৯ রানে হারিয়েছে সৃজন জলপাইগুড়ি ওয়ারিয়র্সকে। আরএস প্রথমে ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩১ রান তোলে। শীর্ষেন্দু সরকার ২৯ রান করেন। সৌম্যজিৎ ঘোষ ফেলে দেন ২৩ রানে ৪ উইকেট। জবাবে ওয়ারিয়র্স ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১১২ রানে থামে। সুরজিৎ রায় ৩৩ রান করেন। সাকিবুল গনি ১৩ রানে ৩ উইকেট নেন।

জয়ী নাইট ওয়ারিয়র

পারডুবি, ২৩ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার নাইট ওয়ারিয়র ১২ রানে রয়্যাল কিংসকে হারিয়েছে। প্রথমে নাইট ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে। জয়দেব রায় ৩৮ রান করেন।

জবাবে রয়্যাল ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২১ রানে আটকে যায়। ২৯ রান করেন আশরাফুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার টিম ‘ডি’-র বিরুদ্ধে নামবে পয়েস্থি প্যান্থার ক্রিকেট দল।

সুমন্তর দাপট

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ এপ্রিল : চ্যাংরাবান্ধা চ্যাম্পিয়ন লিগ ক্রিকেটে বুধবার চ্যাংরাবান্ধা অলস্টার চ্যাম্পিয়ন ৩ উইকেটে চ্যাংরাবান্ধা ব্ল্যাক প্যান্থারকে হারিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা হাইস্কুল মাঠে টসে জিতে ব্ল্যাক প্যান্থার ১৯.৪ ওভারে ১২৪ রানের অল আউট হয়। মহম্মদ লাবু ৩০ রান করেন। ৩ উইকেট পেয়েছেন সুমন্ত সরকার। জবাবে অল স্টার ১৫.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুমন্ত সরকার ৬৪ রান করেন।

রায়গঞ্জে অভিষেক

রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে আইপিএল ফ্যান পার্কে উপস্থিত থাকবেন আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের খেলা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে দেখানো হবে স্টেডিয়ামে।

আবার রবিবার দুপুর আড়াইটা থেকে খেলা দেখানো হবে। রবিবার দেখানো হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স-লখনউ সুপার জায়েন্টস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ।